সামসঙ্গীত-মালা

প্রথম খণ্ড

সামসঙ্গীত ১

[১] সুখী সেই মানুষ,
দুর্জনদের মন্ত্রণায় যে চলে না,
পাপীদের পথেও দাঁড়ায় না,
বিদ্রূপকারীদের আসরেও যে বসে না,
[২] বরং প্রভুর বিধানে যার প্রীতি,
তাঁর বিধান যে জপ করে নিশিদিন।

[৩] সে যেন জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের মত,
যথাসময় যা হবে ফলবান,
যার পাতা হবে না ম্লান,
সে যা করে, সেই সবই সার্থক হবে।
[৪] দুর্জনেরা কিন্তু তেমন নয়, তেমন নয়!
তারা যেন বাতাসে তাড়িত তুষ।

[৫] তাই দুর্জনেরা সেই বিচারে উঠে দাঁড়াতে পারবে না,
পাপীরাও ধার্মিকদের জনসমাবেশে।
[৬] কেননা প্রভু দৃষ্টি রাখেন ধার্মিকদের পথে,
কিন্তু দুর্জনদের পথের হবে বিলোপ।

সামসঙ্গীত ২

[১] বিজাতিরা কোলাহল করছে কেন?
কেনই বা জাতিসকলের এই অনর্থক বলাবলি?
[২] প্রভু ও তাঁর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়াচ্ছে পৃথিবীর রাজাসকল,
নায়কেরা একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে—
[৩] 'এসো, ছিঁড়ে ফেলি ওদের শৃঙ্খল,
দূরে ফেলে দিই ওদের দড়ি।'

[৪] স্বর্গে আসীন যিনি, তিনি তো হাসেন,
ওদের নিয়ে উপহাস করেন প্রভু।
[৫] তারপর তিনি ক্রোধভরে ওদের উদ্দেশ করে কথা বলেন,
উত্তপ্ত হয়ে ওদের সন্ত্রস্ত করেন—

৬ ‘আমি নিজেই আমার রাজাকে করেছি প্রতিষ্ঠিত
আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর।’

৭ আমি প্রভুর বিধি প্রচার করব ;
তিনি বলেছেন আমায় :
‘তুমি আমার পুত্র ; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।
৮ আমার কাছে যাচনা কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা করব তোমার সম্পদ।
৯ লৌহদণ্ড দ্বারা তুমি ওদের ভেঙে ফেলবে,
কুমোরের পাত্রের মতই ওদের টুকরো টুকরো করবে।’

১০ তাই তোমরা, রাজারা, সুবিবেচক হও,
পৃথিবীর অধিপতিরা, সাবধান হও ;
১১ সভয়ে প্রভুকে সেবা কর,
সকম্পে তাঁর পা চুম্বন কর,
১২ পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হলে পথে তোমাদের বিলোপ ঘটে,
কারণ পলকেই জ্বলে ওঠে তাঁর ক্রোধ।

১৩ তারা সকলেই সুখী, তাঁর আশ্রিতজন যারা।

সামসঙ্গীত ৩

১ সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা। সেসময়ে তিনি তাঁর পুত্র আবশালোমের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন।

২ প্রভু, কতই না শত্রু আমার !
কতই না আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়,
৩ কতই না আমার সম্বন্ধে বলে :
‘পরমেশ্বরের কাছে তার জন্য পরিত্রাণ নেই।’ *বিরাম*

৪ তুমি কিন্তু, প্রভু, আমার চারদিকে যেন ঢালের মত,
তুমিই আমার গৌরব, তুমি তো আমার মাথা উঁচু কর।
৫ চিৎকার করে আমি প্রভুকে ডাকি,
আর তাঁর পবিত্র পর্বত থেকে তিনি আমাকে সাড়া দেন। *বিরাম*

৬ শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি,
জেগে উঠবই, কারণ প্রভু ধরে রাখেন আমায়।
৭ চারদিকে আমার বিরুদ্ধে শতসহস্রজন দাঁড়িয়ে আছে,
তবুও আমি তাদের ভয় করি না।
৮ প্রভু, উত্থিত হও ! আমাকে ত্রাণ কর গো পরমেশ্বর আমার।
তুমিই তো আঘাত হেনেছ আমার সকল শত্রুর মুখে,
ভেঙে দিয়েছ দুর্জনদের দাঁত।

৯ প্রভুরই তো পরিত্রাণ—
তোমার আপন জাতির উপরেই তোমার আশীর্বাদ। *বিরাম*

সামসঙ্গীত ৪

১ গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।

২ আমি ডাকলেই সাড়া দিও, হে আমার ধর্মময়তার পরমেশ্বর;
সঙ্কটে আমায় দিয়েছ আরাম,
আমাকে দয়া কর, আমার প্রার্থনা শোন।

৩ হে মানবসন্তান, আর কতকাল তোমরা আমার গৌরব অপমান করবে,
মোহমায়া ভালবাসবে, মিথ্যার অন্বেষণ করবে? *বিরাম*
৪ জেনে রেখ, প্রভু আপন ভক্তজনের জন্য সাধন করেন আশ্চর্য কাজ,
আমি ডাকলেই শুনবেন প্রভু।

৫ কম্পিত হও, আর পাপ নয়,
শয্যায় হৃদয়গভীরে ধ্যান কর, থাক নিশ্চুপ। *বিরাম*
৬ যথার্থ যজ্ঞ উৎসর্গ কর,
প্রভুতে ভরসা রাখ।

৭ অনেকে বলে: 'কে আমাদের দেখাবে মঙ্গল?'
তোমার শ্রীমুখের আলো, প্রভু, আমাদের উপর উদ্ভাসিত হোক।
৮ গম ও আঙুররসের প্রাচুর্যে ওদের যত আনন্দ,
তার চেয়েও বেশি আনন্দ তুমি দিয়েছ আমার হৃদয়ে।
৯ তেমন শান্তিতে শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি,
কারণ একমাত্র তুমিই, প্রভু, আমাকে ভরসাভরে বিশ্রাম করতে দাও।

সামসঙ্গীত ৫

১ গানবাজনার পরিচালকের জন্য। বাঁশি যন্ত্রে। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।

২ আমার কথায় কান দাও, প্রভু;
আমার বিলাপে মনোযোগ দাও।
৩ আমার কণ্ঠ, আমার চিৎকার শোন,
আমার রাজা, আমার পরমেশ্বর!
তোমার কাছেই তো, প্রভু, আমি প্রার্থনা করি।
৪ প্রভাতে তুমি তো শোন আমার কণ্ঠ;
প্রভাতে তোমার জন্য সবকিছু সাজিয়ে আমি চেয়ে থাকি।

৫ দুষ্কর্মে প্রীত এমন ঈশ্বর তুমি নও;
অপকর্মা আতিথ্য পায় না তোমার কাছে।
৬ তোমার চোখের সামনে দাম্ভিকেরা দাঁড়াতে পারে না,

সকল অপকর্মাকে তুমি ঘৃণা কর,
[৭] মিথ্যাবাদীকে বিলোপ কর,
রক্তলোভী ও ছলনাপটু মানুষ প্রভুর অধিক বিতৃষ্ণার পাত্র।

[৮] আমি কিন্তু তোমার মহাকৃপায়
তোমার গৃহে ঢুকব,
তোমার পবিত্র মন্দির পানে
তোমার শ্রদ্ধায় প্রণিপাত করব।

[৯] আমার শত্রুদের জন্য, প্রভু,
তোমার ধর্মময়তায় আমাকে চালনা কর,
আমার সামনে তোমার পথ সরল কর।

[১০] ওদের মুখে বিশ্বাসযোগ্য কথা নেই,
ওদের অন্তরে সর্বনাশ;
ওদের গলদেশ খোলা কবরেরই মত,
ওদের জিহ্বা তোষামোদে পটু।

[১১] ওদের দোষী সাব্যস্ত কর গো পরমেশ্বর,
ওদের ষড়যন্ত্র হোক ওদের নিজেদের পতন;
ওদের অসংখ্য অন্যায়ের জন্য ওদের বিতাড়িত কর,
তোমার বিরুদ্ধেই তো বিদ্রোহ করেছে ওরা।

[১২] কিন্তু তোমার আশ্রিতজন সকলেই উৎফুল্ল হোক,
তারা নিত্যই করুক আনন্দগান।
তুমি রক্ষা কর তাদের!
যারা তোমার নাম ভালবাসে, তারা যেন তোমাতে উল্লাস করতে পারে।

[১৩] কারণ তুমি, প্রভু, ধার্মিককে আশিসধন্য কর,
তোমার প্রসন্নতা ঢালের মতই তাকে ঘিরে রাখে।

সামসঙ্গীত ৬

[১] গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। মুদারায়। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।

[২] আমাকে ভর্ৎসনা কর, প্রভু,—কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে নয়,
আমাকে শাস্তি দাও,—কিন্তু রুষ্ট হয়ে নয়।
[৩] আমাকে দয়া কর, প্রভু,—ম্লান হয়ে যাচ্ছি,
আমাকে নিরাময় কর, প্রভু,—আমার হাড় সন্ত্রাসিত।
[৪] আমার প্রাণও নিতান্ত সন্ত্রাসিত;
তুমি কিন্তু, প্রভু,—আর কতকাল?

৫ ফিরে চাও, প্রভু, নিস্তার কর আমার প্রাণ,
তোমার কৃপার দোহাই আমাকে কর পরিত্রাণ।
৬ মৃত্যুলোকে তোমার কথার স্মরণ নেই;
পাতালে কেবা করে তোমার স্তুতি?

৭ ক্রন্দনে শ্রান্ত হয়ে
আমি প্রতি রাতে বিছানা প্লাবিত করি,
শয্যা অশ্রুসিক্ত করি।
৮ দুঃখে আমার চোখ ক্ষীণ হয়ে আসে,
দুর্বল হয়ে আসে আমার বিরোধীদের জন্য।

৯ আমা থেকে দূরে সরে যাও, অপকর্মা সকল!
প্রভু যে শুনেছেন আমার কান্নার সুর।
১০প্রভু শুনেছেন মিনতি আমার,
প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ করেন।
১১ লজ্জিত, অতি সন্ত্রস্ত হোক আমার সকল শত্রু,
লজ্জিত হয়ে তারা এখুনি পিছু হটে যাক।

সামসঙ্গীত ৭

১ *বিলাপগান। দাউদের রচনা। তা তিনি বেঞ্জামিনীয় কুশের কথার কারণে প্রভুর উদ্দেশে গান করলেন।*

২ প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়—
আমার নির্যাতকের হাত থেকে আমাকে ত্রাণ কর, কর উদ্ধার;
৩ পাছে সিংহের মত সে আমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে,
উদ্ধারকর্তা না থাকলে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে।

৪ প্রভু, পরমেশ্বর আমার, আমি যদি এমন কিছু করে থাকি,
আমার হাতে যদি কোন অন্যায় থাকে,
৫ আমার মিত্রের যদি অপকার করে থাকি,
আমার বিরোধীদের সম্পদ যদি অকারণে লুণ্ঠন করে থাকি,
৬ তবে শত্রু ধাওয়া করে ধরুক আমার প্রাণ,
মাটিতে মাড়িয়ে দিক আমার জীবন,
ধুলায় লুটিয়ে দিক আমার সম্মান। *বিরাম*

৭ ক্রোধভরে উত্থিত হও, প্রভু!
আমার বিরোধীদের কোপের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াও;
জাগ, ঈশ্বর আমার! জারি কর সুবিচার।
৮ সর্বজাতির সমাবেশ তোমার চারপাশে সমবেত হোক,
ঊর্ধ্ব থেকে তাদের বিরুদ্ধে ফিরে তাকাও।

৯ প্রভু জাতিসকলের বিচারক—
আমার ধর্মময়তা অনুসারে আমার বিচার কর, প্রভু,
আমার সততা অনুসারে, পরাৎপর।
১০ দুর্জনের অনাচার শেষ করে দাও,
কিন্তু ধার্মিককে সুপ্রতিষ্ঠিত কর,
তুমি যে পরীক্ষা কর অন্তর ও প্রাণ, হে ধর্মময় পরমেশ্বর।

১১ পরাৎপর পরমেশ্বরই আমার ঢাল,
তিনি সরলহৃদয়কে উদ্ধার করেন।
১২ পরমেশ্বর ধর্মময় বিচারকর্তা,
ঈশ্বর প্রতিদিন আক্রোশ প্রকাশ করেন।
১৩ মন না ফেরালে তিনি খড়্গ শাণিত করবেন,
ধনুক বেঁকিয়ে তা প্রস্তুত করবেন,
১৪ তিনি মারণাস্ত্র প্রস্তুত ক'রে
অগ্নিময় করছেন তীর।

১৫ দেখ! দুর্জন অপকর্ম গর্ভে ধারণ করে,
দুষ্কর্মে পূর্ণগর্ভ হয়ে মিথ্যাকে প্রসব করে।
১৬ সে খোঁড়ে গভীর একটা গর্ত,
কিন্তু তার নিজের তৈরী গহ্বরে সে নিজেই পড়ে;
১৭ তার অধর্ম তার নিজের মাথায় ফিরে আসে,
তার হিংসা তার নিজের শিরে নেমে পড়ে।

১৮ প্রভুর ধর্মময়তার জন্য আমি তাঁকে জানাব ধন্যবাদ,
পরাৎপর প্রভুর করব নামগান।

সামসঙ্গীত ৮

১ গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: গিত্তিৎ। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।

২ হে প্রভু, আমাদের প্রভু,
সারা পৃথিবী জুড়ে কী মহিমময় তোমার নাম,
৩ বালক ও শিশুরই মুখে আমি তোমার স্বর্গীয় মাহাত্ম্যের সঙ্কীর্তন করব।
তুমি শত্রু ও বিদ্রোহীদের স্তব্ধ করে দিতে
তোমার বিরোধীদের বিরুদ্ধে স্থাপন করেছ একটি দৃঢ়দুর্গ।

৪ আমি যদি তাকাই তোমার আঙুলের কারুকার্য তোমার সেই আকাশের দিকে,
সেই চন্দ্র ও তারকারাজির দিকে যা তুমি নিজেই বসিয়েছ,
৫ তবে, মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ,
কীইবা আদমসন্তান যে তুমি তার যত্ন নাও?

[৬] অথচ ঐশজীবদের চেয়ে তাকে সামান্যই শুধু ছোট করেছ তুমি,
তাকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট :
[৭] তাকে দিয়েছ তোমার হাতের কারুকার্যের শাসনভার,
সবকিছু রেখেছ তার পদতলে—
[৮] মেষ ও বৃষের পাল,
বন্য সমস্ত জন্তু,
[৯] আকাশের পাখি ও সাগরের মাছ,
সমুদ্রের পথে পথে চরে যত প্রাণী।

[১০] হে প্রভু, আমাদের প্রভু,
সারা পৃথিবী জুড়ে কী মহিমময় তোমার নাম।

সামসঙ্গীত ৯–১০

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর : পুত্রের মরণে। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

আলেফ [২] সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি করব প্রভুর স্তুতিবাদ,
প্রচার করব তোমার সকল আশ্চর্য কাজের কথা।
[৩] তোমাতে আনন্দ করব, করব উল্লাস,
করব তোমার নামগান, হে পরাৎপর।

বেথ [৪] যখন আমার শত্রুরা পিছিয়ে যায়,
তখন তোমার সম্মুখে তারা হোঁচট খায়, লুপ্ত হয়,
[৫] কারণ বিচারে তুমি রায় দিয়েছ আমার পক্ষে,
ধর্মময় বিচারক রূপে নিয়েছ আসন।

গিমেল [৬] বিজাতীয়দের ধমক দিয়েছ, দুর্জনকে করেছ বিলোপ,
তাদের নাম মুছে দিয়েছ চিরতরে, চিরকালের মত।
[৭] শত্রু তো নিঃশেষিত চিরকালীন ধ্বংসস্তূপই যেন,
যত নগর তুমি উচ্ছিন্ন করেছ, সেগুলির স্মৃতিও বিলুপ্ত হল।

হে [৮] প্রভু কিন্তু চিরসমাসীন,
বিচারের জন্যই স্থাপন করেছেন বিচারাসন—
[৯] ধর্মময়তার সঙ্গে জগতের বিচার করবেন,
সততার সঙ্গে জাতিসকলের বিচারগুলির নিষ্পত্তি করবেন।

বাউ [১০] অত্যাচারিতের জন্য প্রভু হবেন দুর্গ,
সঙ্কটকালেই দুর্গ তিনি।
[১১] যারা তোমার নাম জানে, তারা তোমাতেই ভরসা রাখবে,
কারণ তোমার অন্বেষীদের তুমি ত্যাগ কর না কো প্রভু।

জাইন [১২] সিয়োনে সমাসীন প্রভুর উদ্দেশে তোমরা স্তবগান কর,
জাতিসকলের কাছে প্রচার কর তাঁর কর্মকীর্তির কথা,
[১৩] কারণ রক্তপাতের সেই প্রতিফলদাতা সবই মনে রাখেন,
তিনি দীনদুঃখীদের চিৎকার ভোলেন না।

হেথ [১৪] আমাকে দয়া কর, প্রভু,
চেয়ে দেখ, আমার শত্রুদের হাতে কী দুর্দশা আমার,
মৃত্যু-দ্বার থেকে আমাকে তুলে আন,
[১৫] আমি যেন তোমার সকল প্রশংসা বর্ণনা করতে পারি,
সিয়োন কন্যার দ্বারে দ্বারে যেন তোমার পরিত্রাণে মেতে উঠতে পারি।

টেথ [১৬] বিজাতিরা নিজেদের তৈরী গহ্বরে ডুবে গেল,
তাদের সেই গোপন জালে তাদের নিজেদের পা ধরা পড়ল।
[১৭] প্রভু আত্মপ্রকাশ করেছেন, সম্পন্ন করেছেন বিচার;
নিজের হাতের কর্মকাণ্ডে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে দুর্জন।
গানবাজনার বিরতি; বিরাম

ইয়োধ [১৮] দুর্জনেরা পাতালে ফিরে যাক,
সেই সকল বিজাতিও, যারা পরমেশ্বরকে ভুলে যায়;

কাফ [১৯] কারণ চিরকালের মত তিনি ভুলে থাকেন না কো নিঃস্বের কথা,
দীনদুঃখীদের আশাও বিলীন হয়ে থাকবে না চিরকাল ধরে।

[২০] উত্থিত হও, প্রভু! মানুষ বেশি শক্তি না দেখাতে পারে যেন—
তোমার সম্মুখে বিজাতিরা বিচারিত হোক।
[২১] প্রভু, ভয় দেখাও তাদের,
জানুক বিজাতিরা, মানুষই মাত্র তারা। *বিরাম*

১০

লামেধ[১] কেন দূরে থাক, প্রভু?
সঙ্কটকালে কেন লুকিয়ে থাক?
[২] দুর্জনের অহঙ্কারে দীনহীনের কী জ্বালা,
তার আঁটা ফন্দি-ফিকিরে সে ধরা পড়ে।

মেম [৩]নিজের কামনা-বাসনা নিয়ে দুর্জন দম্ভ করে,
সে লোভী মানুষকে ধন্য করে, প্রভুকে উপেক্ষা করে।

নুন [৪]গর্বোদ্ধত হয়ে দুর্জন তাঁর অন্বেষণ করে না,
তার ভাবনা-চিন্তার সার—পরমেশ্বর নেই।

[৫] তার যত পথ সদাই সফল,

তার পক্ষে বেশি উঁচুই তো তোমার বিচারগুলি,
তার সকল বিরোধীকে সে তুচ্ছ করে।
[৬] সে মনে মনে বলে, 'আমি টলব না,
যুগযুগ ধরে সুখী হব, আমার কখনও দুর্ভাগ্য হবে না।'

পে [৭]তার মুখ অভিশাপ ছলনা শাসানিতে পূর্ণ,
অধর্ম অপকর্ম তার জিহ্বার অন্তরালে।
[৮] ঝোপে সে ওত পেতে বসে থাকে,
নিভৃতস্থান থেকে নির্দোষকে সংহার করে।

আইন হতভাগার উপর নিবদ্ধ রয়েছে তার দু'চোখ,
[৯] ঝোপে লুকানো সিংহের মতই সে নিভৃতে ওত পেতে থাকে;
ওত পেতে থাকে দীনহীনকে ধরবার জন্য,
তার নিজের জালে দীনহীনকে সে টেনে ধরে ফেলে।

[১০] তাকে সে অবনমিত ক'রে নিষ্পেষিতই করে,
তার প্রচণ্ড ভারে সে পড়ে হতভাগাদের উপর।
[১১] মনে মনে সে বলে, 'ঈশ্বর ভুলে গেছেন,
মুখ লুকিয়েছেন; আর কখনও কিছুই দেখবেন না।'

কোফ[১২] উত্থিত হও, প্রভু! হাত তোল গো ঈশ্বর!
ভুলে থেকো না দীনদুঃখীদের কথা।
[১৩] কেন দুর্জন পরমেশ্বরকে উপেক্ষা করে?
কেন মনে মনে বলে, 'তিনি জবাবদিহি চাইবেন না?'

রেশ [১৪] অথচ তুমি তো দেখ দুর্দশা, দেখ দুঃখ,
সবকিছু লক্ষ কর, সবকিছু নিজ হাতেই তুলে নাও।
তোমারই কাছে হতভাগা নিজেকে সঁপে দেয়,
তুমিই তো এতিমের সহায়।

শিন [১৫] দুর্জন ও দুরাচারের বাহু ভেঙে দাও;
তার সেই নষ্টামি যা ধরা পড়ত না, চাও তার জবাবদিহি।
[১৬] প্রভুই রাজা চিরদিন চিরকাল;
বিজাতিরা তাঁর দেশ থেকে লুপ্ত হবে।

তাউ [১৭] দীনদুঃখীদের বাসনা তুমি তো শোন, প্রভু,
তুমি তাদের অন্তর সুস্থির কর, কান দিয়েই শোন,
[১৮] এতিম, অত্যাচারিতের পক্ষে বিচার করার জন্য,
মাটির তৈরী মানুষ যেন আর কখনও ভয় না ছড়াতে পারে।

সামসঙ্গীত ১১

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা।*

আমি প্রভুতেই নিয়েছি আশ্রয়;
কী করে তোমরা আমাকে বল:
'হে পাখি, পালিয়ে যাও তোমার পর্বতের দিকে?'

[২] দেখ, ধনুক বেঁকিয়ে দুর্জনেরা ছিলায় লাগাচ্ছে তীর
অন্ধকারে সরলহৃদয়দের বিদ্ধ করবে ব'লে।
[৩] ভিত্তি ভেঙে পড়লে,
ধার্মিক আর কীবা করতে পারে?

[৪] প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে বিরাজিত,
প্রভু তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসনে সমাসীন।
তাঁর চোখ লক্ষ রাখে,
তাঁর দৃষ্টি আদমসন্তানদের পরীক্ষা করে।

[৫] ধার্মিক কি দুর্জন সকলকেই প্রভু পরীক্ষা করেন,
কিন্তু যারা হিংসা ভালবাসে, তাঁর প্রাণ তাদের ঘৃণা করে;
[৬] দুর্জনদের উপর তিনি ঝরাবেন জ্বলন্ত অঙ্গার, জ্বলন্ত গন্ধক,
উত্তপ্ত ঝঞ্ঝাই হবে তাদের পানপাত্রের অংশ।

[৭] কারণ প্রভু ধর্মময়, তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন,
ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই পাবে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন।

সামসঙ্গীত ১২

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। মুদারায়। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] ত্রাণ কর গো প্রভু! ভক্তপ্রাণ বলে আর কেউ নেই;
আদমসন্তানদের মধ্যে এখন বিশ্বস্তদের অন্তর্ধান।
[৩] একে অপরকে সবাই মিথ্যা কথা বলে,
তোষামোদে পটু ঠোঁট দ্বিভাব কথা বলে।

[৪] ছেঁটে ফেলুন প্রভু তোষামোদে পটু সকল ঠোঁট,
বড়াই প্রিয় যত জিভ।
[৫] ওরা বলে, 'আমাদের জিভের জোরেই আমরা বিজয়ী,
আমাদের ঠোঁট আছে! তবে কেবা আমাদের প্রভু?'

[৬] 'দীনহীনদের অত্যাচার, নিঃস্বদের আর্তনাদের জন্য
এখন উত্থিত হব—বলছেন প্রভু;
যার উপর থুথু ফেলা হয়, তাকে আমি পরিত্রাণে অধিষ্ঠিত করব।'

[৭] প্রভুর কথাসকল শুদ্ধ কথা,
মাটির মূষাতে নিখাদ করা,
আগুনে সাতবারই শোধন করা রুপোর মত।

[৮] তুমি, প্রভু, আমাদের উপর দৃষ্টি রাখবে,
তেমন মানুষের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবে চিরকাল।
[৯] দুর্জনেরা যখন চারদিকে চলাফেরা করে,
আদমসন্তানদের মধ্যে তখন নীচতার উদয়।

সামসঙ্গীত ১৩

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] আর কতকাল, প্রভু? তুমি কি আমাকে ভুলে থাকবে চিরকাল?
আর কতকাল আমা থেকে লুকিয়ে রাখবে শ্রীমুখ?
[৩] আর কতকাল মনে দুশ্চিন্তা,
অন্তরে বেদনা আমাকে প্রতিদিন সইতে হবে?
আর কতকাল আমার শত্রু আমার মাথায় উঠবে?

[৪] চেয়ে দেখ! আমাকে সাড়া দাও গো প্রভু, পরমেশ্বর আমার;
দাও আলো আমার চোখে, পাছে মৃত্যুঘুমে ঘুমিয়ে পড়ি,
[৫] পাছে আমার শত্রু বলে, 'তার সঙ্গে পেরেছি এবার,'
আমি টলমল হলে পাছে আমার বিপক্ষরা মেতে ওঠে।

[৬] আমি কিন্তু তোমার কৃপায় ভরসা রাখি,
তোমার পরিত্রাণে মেতে ওঠে আমার অন্তর,
প্রভুর উদ্দেশে গাইব গান, তিনি যে করেছেন আমার উপকার।

সামসঙ্গীত ১৪

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা।*

নির্বোধ মনে মনে বলে, 'পরমেশ্বর নেই।'
তারা ভ্রষ্ট মানুষ, করে জঘন্য কাজ;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই।

[২] স্বর্গ থেকে প্রভু আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন,
দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

[৩] সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।

[৪] যারা আমার জাতিকে গ্রাস করে যেমন রুটি গ্রাস করে খায়,
যারা প্রভুকে ডাকে না,

ওইসব অপকর্মার কি কোন জ্ঞান নেই?

৫ ওরা নিদারুণ ভয়ে অভিভূত হবে,
কারণ ধার্মিকের বংশের সঙ্গেই তো পরমেশ্বর।
৬ তোমরা তো দীনহীনের প্রকল্প অবজ্ঞা কর,
কিন্তু প্রভুই তার আশ্রয়স্থল!

৭ সিয়োন থেকে কে নিয়ে আসবে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ?
প্রভু যখন তাঁর আপন জাতিকে আবার ফিরিয়ে আনবেন,
তখন যাকোব মেতে উঠবে, ইস্রায়েল আনন্দ করবে।

সামসঙ্গীত ১৫

১ *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

কে তোমার তাঁবুতে আতিথ্য পাবে, প্রভু?
কে তোমার পবিত্র পর্বতে বসবাস করবে?

২ যার আচরণ নিখুঁত, যার কাজ ধর্মময়,
অন্তর থেকে যে সত্য কথা বলে,
৩ যার জিহ্বায় কুৎসা নেই,
বন্ধুর যে করে না অপকার,
প্রতিবেশীকে যে দেয় না অপবাদ,

৪ যার দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট মানুষ অবজ্ঞার পাত্র,
কিন্তু প্রভুভীরুকে যে সম্মান করে,
ক্ষতি হলেও যে আপন শপথের অন্যথা করে না,
৫ সুদে যে টাকা দেয় না,
নির্দোষের বিরুদ্ধে যে নেয় না কোন ঘুষ,
এমনই যার আচরণ, সে টলবে না কোনদিন।

সামসঙ্গীত ১৬

১ *মিক্তাম। দাউদের রচনা।*

আমাকে রক্ষা কর গো ঈশ্বর,
তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।

২ প্রভুকে বলেছি, 'প্রভু, তুমিই আমার মঙ্গল,
তোমার ঊর্ধ্বে কেউই নেই।'

৩ দেশে সেই পবিত্রজনদের প্রতি,
আর সেই মহীয়ানদের প্রতিই ছিল আমার পরম প্রীতি।

৪ অন্য দেবতার অনুগামী যারা, বহু বহু কষ্ট তাদের!
আমি কিন্তু তাদের উদ্দেশে রক্ত-নৈবেদ্য আর ঢেলে দেব না,
ওষ্ঠেও আর তুলে নেব না তাদের নাম।

৫ প্রভুই আমার স্বত্বাংশ, আমার পানপাত্র,
তোমার হাতেই আমার নিয়তির ভার।
৬ সীমানা আমার পক্ষে পড়েছে মনোহর স্থানে,
আমার উত্তরাধিকার আমার কাছে সত্যি অপরূপ।

৭ প্রভুকে ধন্য বলব, তিনি যে আমাকে মন্ত্রণা দেন,
রাত্রিতেও আমাকে উদ্বুদ্ধ করে আমার অন্তর।
৮ আমার সামনে প্রভুকে অনুক্ষণ রাখি,
তিনি আমার ডান পাশে বলে আমি টলব না।

৯ তাই আমার অন্তর আনন্দ করে, মেতে ওঠে আমার প্রাণ,
আমার দেহও ভরসাভরে করে বিশ্রাম,
১০ তুমি যে আমাকে বিসর্জন দেবে না পাতালের হাতে,
না, তোমার ভক্তজনকে তুমি সেই গহ্বর দেখতে দেবে না।

১১ তুমি আমাকে জানিয়ে দেবে জীবনের পথ,
তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা,
তোমার ডান পাশেই চিরন্তন সুখ।

সামসঙ্গীত ১৭

১ *প্রার্থনা। দাউদের রচনা।*

প্রভু, ধার্মিকের মিনতি শোন,
মন দিয়ে শোন আমার চিৎকার;
আমার প্রার্থনায় কান দাও তুমি,
আমার ওষ্ঠে ছলনা নেই।
২ তোমা থেকেই আসুক আমার সুবিচার,
তোমার চোখ সততায় নিবদ্ধ থাকুক।

৩ যাচাই কর আমার অন্তর, রাত্রিতে দেখতে এসো,
আগুনেও আমাকে পরীক্ষা কর, কিছুই খুঁজে পাবে না।
৪ অন্য মানুষের কাজকর্মের মত
কিছুই লঙ্ঘন করেনি আমার মুখ,
তোমার ওষ্ঠের বাণী অনুসারে
আমি হিংসকের যত পথ করেছি পরিহার।
৫ আমার পদক্ষেপ তোমার পথগুলিতে সুস্থির থাকল,

তাই টলেনি আমার পা।

[৬] তুমি আমাকে সাড়া দেবে বলে তোমাকে ডাকি, ঈশ্বর,
কান দাও, আমার কথা শোন।
[৭] দেখাও তোমার কৃপা কত অপরূপ,
তুমি যে শত্রুদের কবল থেকে তোমার ডান হাতের আশ্রয়ীর পরিত্রাতা।

[৮] চোখের মণির মতই আমাকে রক্ষা কর,
তোমার পক্ষ-ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখ
[৯] সেই দুর্জনদের হাত থেকে যারা আমাকে বিনাশ করছে,
মারমুখী সেই শত্রুদের হাত থেকে যারা ঘিরে ফেলেছে আমায়।

[১০] অন্তর ওরা রুদ্ধ করে রাখে,
ওদের মুখ গর্বের কথা বলে;
[১১] ওরা পিছু পিছু এসে এই যে ঘিরে ধরেছে আমায়,
চোখ নিবদ্ধ রাখে আমাকে ভূপাতিত করবে বলে;
[১২] ওরা শিকারের জন্য ক্ষুধার্ত সিংহের মত,
নিভৃতে বসা যুবসিংহের মত।

[১৩] উত্থিত হও, প্রভু; ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওকে ভূপাতিত কর,
তোমার খড়্গ দ্বারা দুর্জনের হাত থেকে বাঁচাও আমার প্রাণ,
[১৪] নিজের হাতে আমাকে বাঁচাও, প্রভু, ওই অমন মানুষের হাত থেকে,
সংসারের ওই মানুষের হাত থেকে যাদের অধিকার এই জীবনকালে।

তোমার দানগুলিতে ওদের উদর পূর্ণ কর,
ওদের সন্তানেরাও তৃপ্ত হোক,
ওদের শিশুদের জন্য ওরা বাকি অংশটুকু রেখে যাক।
[১৫] আমি কিন্তু ধর্মময়তা গুণে পাব তোমার শ্রীমুখের দর্শন,
জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

সামসঙ্গীত ১৮

[১] গানবাজনার পরিচালকের জন্য। প্রভুর দাস দাউদের রচনা। যেদিন প্রভু সমস্ত শত্রুর হাত থেকে ও সৌলের হাত থেকে দাউদকে উদ্ধার করলেন, সেদিন তিনি প্রভুর উদ্দেশে এই সঙ্গীতের বাণী নিবেদন করলেন। [২] তিনি বললেন:

আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রভু, আমার বল!
[৩] প্রভুই আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ, আমার মুক্তিদাতা,
আমার ঈশ্বর, আমার সেই শৈল যার কাছে নিয়েছি আশ্রয়,
আমার ঢাল, আমার ত্রাণশক্তি, আমার দুর্গ।
[৪] আমি প্রশংসনীয় সেই প্রভুকে ডাকি,

আমার শত্রুদের হাত থেকে পাবই পরিত্রাণ।

[৫] মৃত্যুর বাঁধন জড়িয়ে ধরেছিল আমায়,
ধ্বংসের খরস্রোত আতঙ্কিত করেছিল আমায়;
[৬] পাতালের বাঁধন আমায় ঘিরে ফেলেছিল,
সম্মুখীন ছিল মৃত্যুর ফাঁদ।

[৭] সেই সঙ্কটে আমি প্রভুকে ডাকলাম,
আমার পরমেশ্বরের কাছে চিৎকার করলাম;
তাঁর মন্দির থেকে তিনি শুনলেন আমার কণ্ঠ,
আমার সেই চিৎকার তাঁর কানে গেল।

[৮] পৃথিবী টলে উঠল, কাঁপতে লাগল;
পাহাড়পর্বতের ভিত আলোড়িত হল,
টলে উঠল তিনি রেগে উঠেছিলেন বলে।
[৯] তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে উদ্গীর্ণ হল ধোঁয়া,
তাঁর মুখ থেকে সর্বগ্রাসী আগুন;
তাঁর কাছ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার।

[১০] আকাশ নত করে তিনি নেমে এলেন,
কালো মেঘ ছিল তাঁর পদতলে।
[১১] খেরুব-পিঠে চড়ে তিনি উড়তে লাগলেন,
বায়ুর পাখায় ভর করে ভেসে এলেন।

[১২] অন্ধকারকে তিনি করলেন নিজের সর্বাঙ্গীণ আবরণ,
কালো জলরাশি, ঘন ঘন মেঘ ছিল তাঁর তাঁবু।
[১৩] তাঁর অগ্রণী দীপ্তি থেকে নির্গত হল মেঘপুঞ্জ,
শিলাবৃষ্টি ও জ্বলন্ত অঙ্গার।

[১৪] প্রভু আকাশ থেকে বজ্রনাদ করলেন,
পরাৎপর শোনালেন নিজ কণ্ঠস্বর।
[১৫] তীর ছুড়ে ছুড়ে তিনি ওদের ছত্রভঙ্গ করলেন,
বিদ্যুৎ হেনে ওদের বিহ্বল করলেন।

[১৬] তোমার ধমকে, প্রভু,
তোমার নাকের ফুৎকারের তাড়নায়
দেখা দিল সাগরের তলদেশের স্রোত,
অনাবৃত হল জগতের ভিত।

[১৭] ঊর্ধ্ব থেকে হাত বাড়িয়ে তিনি আমায় ধরলেন,
জলরাশি থেকে আমায় টেনে তুললেন,

[১৮] শক্তিশালী শত্রুর হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন,
আমার সেই বিদ্বেষীদের হাত থেকে,
যারা আমার চেয়ে বলিষ্ঠ ছিল।

[১৯] আমার বিপদের দিনে ওরা রুখে দাঁড়াল আমার সামনে,
প্রভু কিন্তু হলেন অবলম্বন আমার ;
[২০] তিনি আমাকে বের করে আনলেন উন্মুক্ত স্থানে,
আমাতে প্রীত বলেই আমাকে নিস্তার করলেন।

[২১] প্রভু আমার ধর্মময়তা অনুযায়ী আমাকে প্রতিদান দেন,
আমার হাতের শুচিতা অনুযায়ী আমাকে পুরস্কৃত করেন ;
[২২] কারণ আমি পালন করেছি প্রভুর পথসকল,
আমার পরমেশ্বরকে ত্যাগ করেছি, তেমন কুকর্ম করিনি।

[২৩] তাঁর সমস্ত সুবিচার রয়েছে আমার সামনে,
আমি তাঁর বিধিনিয়মও সরিয়ে দিইনি আমা থেকে,
[২৪] বরং তাঁর সঙ্গে থেকেছি নিষ্কলঙ্ক,
অন্যায় থেকে নিজেকে রেখেছি মুক্ত।
[২৫] প্রভু আমার ধর্মময়তা অনুযায়ী আমাকে পুরস্কৃত করেন,
তাঁর দৃষ্টিতে আমার হাতের শুচিতা অনুযায়ী পুরস্কৃত করেন।

[২৬] সৎমানুষের প্রতি তুমি সৎ,
খাঁটি মানুষের প্রতি তুমি খাঁটি ;
[২৭] পুণ্যবানের প্রতি তুমি পুণ্যবান,
কুটিলের প্রতি তুমি কিন্তু বিচক্ষণ।

[২৮] হ্যাঁ, বিনীত জনগণকেই তুমি পরিত্রাণ কর,
গর্বোদ্ধতদের চোখ কিন্তু অবনত কর।
[২৯] তুমিই তো, প্রভু, আমার প্রদীপ আলোময় করে রাখ,
আমার পরমেশ্বরই আমার অন্ধকার উজ্জ্বল করে তোলেন।
[৩০] তোমার সঙ্গে আমি সেনাদলের বিরুদ্ধে ছুটেই যাব,
আমার পরমেশ্বরের সঙ্গে লাফ দিয়ে প্রাচীর পার হতে পারব।

[৩১] তিনিই ঈশ্বর, তাঁর পথ নিখুঁত,
প্রভুর কথা পরিশুদ্ধ ;
তাঁর আশ্রয় নিয়েছে যারা,
তিনি নিজেই তাদের সকলের ঢাল।

[৩২] আসলে, প্রভু ছাড়া, কেবা পরমেশ্বর?
আমাদের পরমেশ্বর ব্যতীত, শৈল কেইবা আছে?

[৩৩] ঈশ্বর যিনি, তিনিই আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধেন,
তিনিই নিখুঁত করেন আমার চলার পথ।

[৩৪] তিনি আমার পা হরিণীর পায়ের মত করেন,
তাঁরই গুণে আমি পর্বতশিখরে অবিচল হয়ে থাকতে পারি;
[৩৫] তিনি আমার হাত যুদ্ধকুশল করে তোলেন,
তাই আমার বাহু ব্রঞ্জের ধনুক বাঁকাতে পারে।

[৩৬] তুমি আমাকে দিয়েছ তোমার বিজয়ের ঢাল,
আমায় ধরে রেখেছে তোমার ডান হাত,
তোমার রণশিক্ষা আমায় করেছে মহান;
[৩৭] প্রসারিত করেছ আমার চলার পথ,
তাই টলেনি আমার দু'টো পা।

[৩৮] আমার শত্রুদের ধাওয়া করে আমি ধরেই ফেলেছি তাদের,
আর ফিরে আসিনি তাদের শেষ না করে দিয়ে।
[৩৯] তাদের চূর্ণ করেছি, আর উঠতে পারেনি তারা,
পড়েছে আমার পদতলে।

[৪০] যুদ্ধের জন্য তুমি আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধলে,
আমার আক্রমণকারীদের আমার অধীনে নত করলে,
[৪১] আমাকে দেখিয়েছ আমার শত্রুদের পিঠ,
আমার বিদ্বেষীদের আমি স্তব্ধ করে দিলাম।

[৪২] চিৎকার করছিল তারা, কিন্তু তাদের ত্রাণ করার মত কেউই ছিল না,
প্রভুর কাছেও, তিনি কিন্তু সাড়া দিলেন না।
[৪৩] আমি তাদের গুঁড়িয়ে দিলাম বাতাসে ওড়া ধুলার মত,
তাদের মাড়িয়ে দিলাম পথের কাদার মত।

[৪৪] জনতার বিদ্রোহ থেকে তুমি রেহাই দিয়েছ আমায়,
আমায় রেখেছ জাতিসকলের শীর্ষপদে।
অপরিচিত এক জাতি আমার সেবা করে,
[৪৫] আমার কথা শোনামাত্র আমার প্রতি বাধ্য হয়।
বিদেশীরা আমাকে অনুনয়-বিনয় করে,
[৪৬] বিদেশীরা ম্লান হয়ে দুর্গ ছেড়ে কম্পিত হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

[৪৭] চিরজীবী হোন প্রভু! ধন্য আমার শৈল!
আমার ত্রাণেশ্বর বন্দিত হোন!
[৪৮] হে ঈশ্বর, তুমিই তো আমার পক্ষে প্রতিশোধ নাও,
জাতিসকলকে আমার অধীনে আন,

৪৯ তুমি তো আমার শত্রুদের ক্রোধ থেকে আমাকে রেহাই দাও,
তুমি তো আমার আক্রমণকারীদের ঊর্ধ্বেই আমাকে তুলে আন,
হিংসক মানুষের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

৫০ তাই প্রভু, জাতি-বিজাতির মাঝে আমি করব তোমার স্তুতি,
করব তোমার নামের গুণগান।

৫১ তিনি তাঁর রাজাকে বিজয়দানে মহিমান্বিত করেন,
তাঁর মসীহের প্রতি,
দাউদ ও তাঁর বংশের প্রতি কৃপা দেখান চিরকাল।

সামসঙ্গীত ১৯

১ *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

২ আকাশমণ্ডল বর্ণনা করছে ঈশ্বরের গৌরব,
গগনতল ঘোষণা করছে তাঁর হাতের কর্মকীর্তি;
৩ দিন দিনের কাছে সেই কথা ব্যক্ত করে,
রাত রাতের কাছে সেই জ্ঞান জ্ঞাত করে।
৪ নেই কোন কথা, নেই কোন বাণী,
শোনা যায় না কো তাদের কণ্ঠস্বর,
৫ তবু সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদের স্বরধ্বনি,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন।

সেখানে তিনি তাঁবু গাড়লেন সূর্যেরই জন্য
৬ যে বরের মত বাসর থেকে বেরিয়ে এসে
বীরের মতই মেতে ওঠে পথে দৌড়োবার জন্য;
৭ আকাশের এক প্রান্ত থেকে উঠে সে অপর প্রান্তে পরিক্রমা করে,
কিছুই এড়াতে পারে না কো তার উত্তাপ।

৮ প্রভুর বিধান নিখুঁত,
প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করে;
প্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য,
সরলমনাকে প্রজ্ঞাবান করে।
৯ প্রভুর আদেশমালা ন্যায্য,
হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে;
প্রভুর আজ্ঞা নির্মল,
চোখে আলো দান করে।

১০ প্রভুভয় শুদ্ধ, চিরস্থায়ী,
প্রভুর বিচারগুলি সত্যাশ্রয়ী, সব ক'টি ধর্মময়,

[১১] সোনার চেয়ে, অজস্র খাঁটি সোনার চেয়েও মূল্যবান,
মধুর চেয়ে, মৌচাকের ঝরে পড়া মধুর চেয়েও সুমধুর।

[১২] সেগুলি দ্বারা তোমার এ দাস সতর্ক হয়ে ওঠে,
সেগুলি পালনে রয়েছে মহালাভ।
[১৩] নিজের ভুলভ্রান্তি কেবা বুঝতে পারে?
আমার অজ্ঞাত পাপ ক্ষমা কর।

[১৪] স্পর্ধা থেকেও তোমার এ দাসকে দূরে রাখ,
তা যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে;
তবেই আমি হব পুণ্যবান,
গুরু অন্যায় থেকে নিষ্কলঙ্ক।

[১৫] তোমার গ্রহণযোগ্য হোক আমার মুখের কথা,
তোমার সম্মুখীন হোক আমার হৃদয়ের জপন,
ওগো প্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তিসাধক।

সামসঙ্গীত ২০

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] সঙ্কটের দিনে প্রভু তোমাকে সাড়া দিন,
যাকোবের পরমেশ্বরের নাম তোমাকে নিরাপদে রাখুক।
[৩] পবিত্রধাম থেকে তিনি তোমার কাছে সাহায্য প্রেরণ করুন,
সিয়োন থেকে তোমাকে সুস্থির রাখুন।

[৪] তিনি স্মরণ করুন তোমার সকল অর্ঘ্যদান,
তোমার আহুতি গ্রহণ করুন। *বিরাম*
[৫] তোমার মনোবাঞ্ছা মঞ্জুর করুন,
তোমার যত প্রকল্প সফল করুন।

[৬] তোমার বিজয়ের জন্য আমরা আনন্দধ্বনি তুলব,
আমাদের পরমেশ্বরের নামে পতাকা উত্তোলন করব;
তোমার সকল যাচনা পূরণ করুন প্রভু।

[৭] এখন আমি জানি—
প্রভু তাঁর অভিষিক্তজনকে পরিত্রাণ করেন;
তাঁর ডান হাতের বিজয়ী পরাক্রম দ্বারা
তাঁর পবিত্র স্বর্গ থেকে তাঁকে সাড়া দিলেন।

[৮] কেউ যুদ্ধরথে, আবার কেউ অশ্বে প্রতাপশালী,
আমরা কিন্তু প্রতাপশালী আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর নামে।

[৯] ওরা হাঁটু পেতে লুটিয়ে পড়ে,
আমরা কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, থাকি অবিচল।

[১০] রাজাকে বিজয়ী কর, প্রভু!
আমরা ডাকলে সেদিন আমাদের সাড়া দাও।

সামসঙ্গীত ২১

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] প্রভু, তোমার শক্তিতে রাজা আনন্দিত,
তোমার বিজয়দানে তিনি কতই না উল্লসিত!
[৩] তাঁর মনোবাঞ্ছা তুমি করেছ মঞ্জুর,
অগ্রাহ্য করনি তাঁর ওষ্ঠের অভিলাষ। *বিরাম*

[৪] মঙ্গল আশিসদানে তুমি তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে
খাঁটি সোনার মুকুটেই তাঁর মাথা করেছ বিভূষিত।
[৫] তোমার কাছে তিনি যাচনা করলেন জীবন, তা মঞ্জুর করেছ তাঁকে,
দীর্ঘায়ু চিরদিন চিরকাল।

[৬] তোমার বিজয়দানে তাঁর গৌরব মহান,
প্রভা ও মহিমায় তাঁকে করেছ শ্রীমণ্ডিত;
[৭] তাঁকে করেছ চিরকালীন আশিসধারার আধার,
তোমার উপস্থিতির আনন্দে তাঁকে করেছ আনন্দিত।
[৮] রাজা প্রভুতেই তো ভরসা রাখেন,
পরাৎপরের কৃপাগুণে তিনি টলবেন না।

[৯] তোমার হাত তোমার সকল শত্রুকে খুঁজে এনে ধরবে,
তোমার ডান হাত তোমার বিদ্বেষীদের খুঁজে বের করবে।
[১০] তোমার আবির্ভাবের দিনে তুমি তাদের একটা অগ্নিকুণ্ডই করবে,
সক্রোধে প্রভু তাদের গ্রাস করবেন,
আগুন তাদের কবলিত করবে।
[১১] তুমি তাদের সন্তানদের বিলোপ করবে পৃথিবী থেকে,
তাদের বংশকে আদমসন্তানদের মধ্য থেকে।

[১২] তোমার বিরুদ্ধে তারা দুরভিসন্ধি করেছে, খাটিয়েছে ফন্দি,
তবুও তারা কিছুই পারবে না,
[১৩] কারণ তখন তারা পিঠ ফেরাবে,
যখন তুমি ধনুক বেঁকিয়ে তাদের মুখ লক্ষ করবে।

[১৪] তোমার শক্তিতে উন্নীত হও, ওগো প্রভু,
বাদ্যের ঝঙ্কারে আমরা গাইব তোমার পরাক্রমের গুণগান।

সামসঙ্গীত ২২

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর : প্রভাতের হরিণী। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?’
আমার গর্জনের যত বাণী থেকে দূরেই রয়েছে আমার পরিত্রাণ!
[৩] হে আমার পরমেশ্বর, দিনমানে ডাকি, কিন্তু তুমি দাও না সাড়া,
রাতেও ডাকি, বিরাম নেই তো আমার।

[৪] অথচ তুমি সেই পবিত্রজন, তুমি সিংহাসনে সমাসীন,
তুমি ইস্রায়েলের প্রশংসাবাদ।
[৫] তোমাতে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভরসা রাখল,
ভরসা রাখল আর তাদের তুমি রেহাই দিলে।
[৬] তারা তোমার কাছে চিৎকার করেই নিষ্কৃতি পেল,
তোমাতে ভরসা রেখেই তাদের লজ্জিত হতে হল না।

[৭] কিন্তু আমি তো কীট, মানুষ নই,
লোকদের অপবাদ, জনতার অবজ্ঞার পাত্র।
[৮] আমাকে দেখে সকলে উপহাস করে,
মুখ বেঁকিয়ে নাড়ায় মাথা—
[৯] ‘প্রভুর উপর ও নির্ভর করেছে, ওকে তিনিই রেহাই দিন;
ওর প্রিয়জন বলে ওকে তিনিই উদ্ধার করুন।’

[১০] অথচ তুমিই গর্ভ থেকে আমাকে বের করে আনলে,
মাতৃবক্ষে নিরাপদে রাখলে আমায়;
[১১] জন্ম থেকে আমি তোমার হাতে সমর্পিত,
মাতৃগর্ভ থেকে তুমি তো আমার ঈশ্বর।
[১২] আমা থেকে দূরে থেকো না,
কারণ সঙ্কট আসন্ন! সহায়ক কেউ নেই!

[১৩] আমাকে ঘিরে ফেলেছে অনেক বৃষ,
বাশানের বলিষ্ঠ বৃষ ছেঁকে ধরেছে আমায়;
[১৪] গ্রাসোদ্যত গর্জমান সিংহের মত
ওরা আমার দিকে ব্যাদান করছে মুখ।

[১৫] আমি জলের মত পতিত, আমার সকল হাড় গ্রন্থিচ্যুত,
আমার হৃদয় মোমের মত হয়ে বুকের মধ্যে গলে যায়।
পাথরকুচির মত শুষ্ক আমার গলা,
[১৬] তালুতে লাগানো আমার জিভ;
তুমি মরণধুলায় শায়িত করেছ আমায়।

[১৭] কুকুরের পাল আমাকে ঘিরে ফেলেছে,
চারদিকে দুরাচারের দল ;
আমার হাত, আমার পা বিঁধে ফেলেছে ওরা,
[১৮] আমি আমার সকল হাড় গুনতে পারি,
ওরা আমার উপর দৃষ্টি রেখে তাকায়—
[১৯] ওরা নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করে,
আমার পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করে।

[২০] তুমি কিন্তু, ওগো প্রভু, দূরে থেকো না,
ওগো শক্তি আমার, আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো।
[২১] খড়্গের আঘাত থেকে আমার প্রাণ,
কুকুরের গ্রাস থেকে আমার এই একমাত্র জীবন উদ্ধার কর ;
[২২] আমায় ত্রাণ কর সিংহের মুখ থেকে, বন্য বৃষের শৃঙ্গ থেকে ;
হ্যাঁ, তুমি সাড়া দিয়েছ আমায়।

[২৩] তাই আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব,
তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে।
[২৪] তাঁর প্রশংসা কর তোমরা, প্রভুভীরু,
তাঁর গৌরবকীর্তন কর, সমগ্র যাকোবকুল,
তাঁকে শ্রদ্ধা জানাও, সমগ্র ইস্রায়েলকুল।

[২৫] তিনি তো অবজ্ঞা করেননি,
ঘৃণাও করেননি অবনমিতের অবনতি ;
তার কাছ থেকে শ্রীমুখও লুকিয়ে রাখেননি,
বরং সে চিৎকার করলেই তিনি তাকে সাড়া দিলেন।

[২৬] তুমিই আমার প্রশংসাবাদের পাত্র মহা জনসমাবেশে,
যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের সামনে আমার ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করব ;
[২৭] বিনম্ররা খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে ;
প্রভুর অন্বেষী সকল তাঁর প্রশংসা করবে—
‘তোমাদের হৃদয় চিরজীবী হোক!’

[২৮] পৃথিবীর সকল প্রান্ত স্মরণ করবে, প্রভুর দিকে ফিরে চাইবে,
জাতি-বিজাতির সকল গোষ্ঠী তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করবে,
[২৯] কারণ প্রভুরই তো রাজ-অধিকার,
তিনি জাতি-বিজাতির উপর প্রভুত্ব করেন।
[৩০] যারা পৃথিবী-গর্ভে সুপ্ত, তারা তাঁকেই শুধু প্রণাম করবে ;
যারা ধুলায় নেমে গেল, তারা তাঁর সম্মুখে হাঁটু পাতবে :
তিনিই বাঁচিয়ে রাখেননি তাদের প্রাণ।

[৩১] কোন এক বংশধারা তাঁর সেবা করবে,
আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে প্রচারিত হবে প্রভুর কথা ;
[৩২] তারা তাঁর ধর্মময়তার কথা ঘোষণা করবে,
যে জাতি একদিন জন্ম নেবে, সেই জাতির মানুষকে তারা বলবে :
'তিনিই এসব কিছু সাধন করলেন।'

সামসঙ্গীত ২৩

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

প্রভু আমার পালক ;
অভাব নেই তো আমার।

[২] আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে,
আমায় নিয়ে যান শান্ত জলের কূলে ;

[৩] তিনি সঞ্জীবিত করেন আমার প্রাণ,
তাঁর নামের খাতিরে
আমায় চালনা করেন ধর্মপথে।

[৪] মৃত্যু-ছায়ার উপত্যকাও যদি পেরিয়ে যাই,
আমি কোন অনিষ্টের ভয় করি না, তুমি যে আমার সঙ্গে আছ।
তোমার যষ্টি, তোমার পাচনি আমাকে সান্ত্বনা দেয়।

[৫] আমার সম্মুখে তুমি সাজাও ভোজনপাট
আমার শত্রুদের সামনে ;
আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত কর ;
আমার পানপাত্র উচ্ছলিত।

[৬] মঙ্গল ও কৃপাই হবে আমার সহচর
আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে,
আমি প্রভুর গৃহে ফিরব—চিরদিনের মত!

সামসঙ্গীত ২৪

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু,
জগৎ ও জগদ্বাসী সকল ;
[২] তিনি সাগরের জলরাশির উপরে তা স্থাপন করলেন,
নদনদীর উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন।

[৩] প্রভুর পর্বতে কে গিয়ে উঠবে,
তাঁর পবিত্রধামে কে থাকতে পারবে?

[৪] সেই তো, যার হাত নির্দোষ, শুদ্ধ যার হৃদয়,
অলীকতার প্রতি যে তোলে না প্রাণ,
নেয় না ছলনার শপথ।
[৫] সেই তো পাবে প্রভুর কাছ থেকে আশিসধারা,
তার ত্রাণেশ্বরের কাছ থেকে ধর্মময়তা পাবে।
[৬] এই তো তাঁর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,
তোমার শ্রীমুখ অন্বেষী, যাকোবের ঈশ্বর। *বিরাম*

[৭] হে তোরণ, উত্তোলন কর শির,
উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।
[৮] কে এই গৌরবের রাজা?
শক্তিমান পরাক্রমী প্রভু,
যুদ্ধে পরাক্রমী প্রভু।

[৯] হে তোরণ, উত্তোলন কর শির,
উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।
[১০] এই গৌরবের রাজা, তিনি কে?
সেনাবাহিনীর প্রভু,
তিনিই গৌরবের রাজা। *বিরাম*

সামসঙ্গীত ২৫

[১] *দাউদের রচনা।*

আলেফ তোমার প্রতি, প্রভু, তুলে ধরি আমার প্রাণ;

বেথ [২] তোমাতেই, পরমেশ্বর আমার, ভরসা রাখি;
আমাকে যেন লজ্জা না পেতে হয়,
আমার শত্রুরা যেন আমার উপর জয়োল্লাস না করে।

গিমেল[৩] যারা তোমাতে আশা রাখে, তারা কেউই লজ্জা পাবে না;
তারাই লজ্জা পাবে, যারা অকারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

দালেথ[৪] আমাকে চিনিয়ে দাও তোমার পথসকল, প্রভু,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার পন্থাসকল।

হে [৫] তোমার সত্যে আমাকে চালনা কর, আমাকে শিক্ষা দাও,
তুমিই তো আমার ত্রাণেশ্বর,

বাউ তোমাতেই আশা রাখি সারাদিন।

জাইন [৬] তোমার স্নেহ, তোমার কৃপা মনে রেখ, প্রভু,
অনাদিকাল থেকেই সেই স্নেহ, সেই কৃপা।

হেথ [৭] আমার যৌবনকালের পাপ ও অন্যায় মনে রেখো না,
তোমার কৃপায় আমায় মনে রেখ
তোমার মঙ্গলময়তার খাতিরে, প্রভু।

টেথ [৮] প্রভু মঙ্গলময়, ন্যায়শীল,
তাই পাপীদের তিনি শেখান তাঁর আপন পথ।

ইয়োধ [৯] ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন,
বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ।

কাফ [১০] যারা তাঁর সন্ধি, তাঁর নির্দেশমালা পালন করে,
তাদের জন্য প্রভুর সকল পথ কৃপা ও সত্যেরই পথ।

লামেধ [১১] তোমার নামের দোহাই, প্রভু,
ক্ষমা কর আমার অপরাধ—কতই না বড় অপরাধ।

মেম [১২] কে সেই মানুষ যে প্রভুকে করে ভয়?
তিনি তাকে দেখাবেন কোন্ পথ বেছে নিতে হবে।

নুন [১৩] তার প্রাণ মঙ্গলময়তায় দিন যাপন করবে,
তার বংশ পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

সামেখ [১৪] যারা প্রভুকে ভয় করে, তাদের জন্যই তাঁর মনের গোপন কথা,
তিনি তাদের জানান তাঁর সন্ধির কথা।

আইন [১৫] প্রভুর দিকেই নিবদ্ধ আমার চোখ,
তিনি তো আমার পা জাল থেকে বের করে দেন।

পে [১৬] আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমাকে দয়া কর,
আমি যে একাই, আমি যে দুঃখী।

সাধে [১৭] আমার অন্তরের যত সঙ্কট দূর করে দাও,
আমার যত ক্লেশ থেকে আমায় বের করে আন।

কোফ [১৮] আমার অবনতি, আমার দুর্দশা দেখ,
হরণ কর গো আমার সকল পাপ।

রেশ [১৯] দেখ আমার শত্রুদের—অনেকেই তারা,
তারা তীব্র ঘৃণায় আমাকে ঘৃণা করে।

শিন [২০] আমার প্রাণ রক্ষা কর, উদ্ধার কর আমায়;

আমাকে যেন লজ্জা না পেতে হয়—তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।

তাউ [২১] সততা সরলতা আমাকে পালন করুক,
তোমাতেই যে রেখেছি আশা।

[২২] পরমেশ্বর, ইস্রায়েলকে মুক্ত কর
তার সকল সঙ্কট থেকে।

সামসঙ্গীত ২৬

[১] *দাউদের রচনা।*

আমার সুবিচার কর, প্রভু,—সততায় চলেছি আমি;
প্রভুতেই ভরসা রেখেছি, আমি টলব না।
[২] আমাকে পরীক্ষা কর, প্রভু, আমাকে যাচাই কর,
আগুনে শোধন কর আমার অন্তর, আমার হৃদয়।

[৩] তোমার কৃপা তো আমার চোখের সামনে,
আমি তোমার সত্যে চলি।
[৪] আমি মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে বসি না,
যাই না ভণ্ডদের সঙ্গে,
[৫] অপকর্মাদের সংসর্গ ঘৃণা করি,
বসি না দুর্জনদের সঙ্গে।

[৬] নির্দোষিতায় হাত ধুয়ে
তোমার বেদি প্রদক্ষিণ করতে করতে, প্রভু,
[৭] আমি স্তুতিবাদ জানাই,
বর্ণনা করি তোমার সকল আশ্চর্য কাজ।
[৮] তোমার আবাস, তোমার এই গৃহ ভালবাসি, প্রভু,
এই স্থানটি, যেখানে বিরাজে তোমার গৌরব।

[৯] আমার প্রাণ হরণ করো না কো পাপীদের সঙ্গে,
আমার জীবন রক্তলোভী লোকদের সঙ্গে;
[১০] অধর্মই তো তাদের হাতে,
অন্যায়-উপহারে পূর্ণই তাদের ডান হাত।

[১১] আমি কিন্তু সততায় চলি,
আমার মুক্তি সাধন কর, আমাকে দয়া কর।
[১২] আমার পা থাকে সমতল পথে;
মহা জনসমাবেশে আমি প্রভুকে ধন্য বলব।

[১] *দাউদের রচনা।*

প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ,
কাকে ভয় করব আমি?
প্রভুই আমার জীবনের আশ্রয়দুর্গ,
কার্ ভয়ে কম্পিত হব আমি?

[২] আমাকে গ্রাস করবার জন্য
যখন আমার বিরুদ্ধে অপকর্মারা এগিয়ে আসে,
তখন আমার বিপক্ষ ও শত্রু যারা,
তারাই হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ে।

[৩] আমার বিরুদ্ধে যদিও সেনাদল শিবির বসায়,
আমার হৃদয় ভয় করবে না;
আমার বিরুদ্ধে যদিও যুদ্ধ বাধে,
তখনও আমি ভরসা রাখব।

[৪] প্রভুর কাছে আমার শুধু এই যাচনা—এইটুকু মাত্র অন্বেষণ করি—
আমি প্রভুর গৃহে বাস করতে চাই
আমার জীবনের সমস্ত দিন,
প্রভুর কান্তির উপর যেন দৃষ্টি রাখতে পারি,
তাঁর মন্দির দর্শনে যেন মুগ্ধ হতে পারি।

[৫] তিনি তো অশুভ দিনে
আপন কুটিরে লুকিয়ে রাখবেন আমায়,
আপন তাঁবু-নিভৃতে আমায় গোপন করে রাখবেন,
শৈলশিখরে আমায় তুলে আনবেন।

[৬] তখন যত শত্রু ঘিরে ফেলেছে আমায়,
তাদের উপর আমার মাথা উঁচু করব;
জয়ধ্বনি তুলে তাঁর তাঁবুতে আমি বলি উৎসর্গ করব,
বাদ্যের ঝঙ্কারে প্রভুর উদ্দেশে গাইব গান।

[৭] শোন, প্রভু, আমার কণ্ঠ—ডাকছি তো আমি:
আমাকে দয়া কর, আমাকে সাড়া দাও।
[৮] তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে:
'তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা,'
আমি তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করি, প্রভু।

[৯] আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না তোমার শ্রীমুখ,

ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার দাসকে সরিয়ে দিয়ো না—তুমিই যে আমার সহায়;
আমায় দূরে ঠেলে দিয়ো না,
আমায় পরিত্যাগ করো না, ত্রাণেশ আমার।
[১০] আমার পিতা, আমার মাতা আমায় পরিত্যাগ করলেন,
প্রভু কিন্তু গ্রহণ করলেন আমায়।

[১১] তোমার পথ আমাকে শেখাও, প্রভু,
আমার শত্রুদের কারণে আমাকে চালনা কর সরল পথে;
[১২] আমার বিপক্ষদের ইচ্ছার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ো না,
মিথ্যাসাক্ষীর দল আমার বিরুদ্ধে উঠে নিশ্বাসে নিশ্বাসে হিংসা ছড়ায়।

[১৩] আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—
প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখবই আমি জীবিতের দেশে।
[১৪] প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক, শক্ত হও,
তোমার অন্তর দৃঢ় হোক, প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক।

সামসঙ্গীত ২৮

[১] *দাউদের রচনা।*

হে প্রভু, আমার শৈল,
চিৎকার ক'রে আমি তোমাকে ডাকছি,
আমার প্রতি বধির থেকো না;
তুমি আমার প্রতি মৌন থাকলে,
তবে আমি তাদেরই মত হব যারা সেই গর্তে নেমে যায়।

[২] যখন আমি তোমার কাছে চিৎকার করি,
যখন তোমার পরম পবিত্রস্থানের দিকে দু'হাত তুলি,
তখন তুমি শোন গো আমার মিনতির কণ্ঠ।

[৩] আমায় টেনে নিয়ে যেয়ো না দুর্জন আর অপকর্মাদের সঙ্গে,
বন্ধুদের সঙ্গে ওরা শান্তির কথা বলে,
কুকর্মই কিন্তু ওদের হৃদয়ে।

[৪] ওদের কর্ম, ওদের কুকাজ অনুযায়ী ওদের প্রতিফল দাও,
ওদের হাতের অপকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দাও,
দাও ওদের যোগ্য প্রতিদান।
[৫] প্রভুর কর্মকীর্তি, তাঁর হাতের কর্মকাণ্ড ওরা বোঝেনি,
তাই তিনি ওদের ভেঙে দিয়ে আর পুনর্নির্মাণ করবেন না।

[৬] ধন্য প্রভু!

তিনি তো শুনেছেন আমার মিনতির কণ্ঠ,

৭ প্রভুই আমার শক্তি, আমার ঢাল ;
তাঁর উপরেই আমার অন্তর নির্ভরশীল ;
আমি সহায়তা পেয়েছি বলেই আমার অন্তর উল্লসিত,
গানে গানে আমি তাঁকে বলি, 'ধন্যবাদ।'

৮ প্রভুই তাঁর আপন জাতির শক্তি,
তিনিই তাঁর অভিষিক্তজনের আশ্রয়দুর্গ, তাঁর পরিত্রাণ ;
৯ তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর,
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।

সামসঙ্গীত ২৯

১ *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

প্রভুতে আরোপ কর তোমরা, হে ঈশ্বরের সন্তান,
প্রভুতে আরোপ কর গৌরব ও শক্তি।
২ প্রভুতে আরোপ কর তাঁর নামের গৌরব,
তাঁর পবিত্রতার আবির্ভাবে প্রভুর সম্মুখে কর প্রণিপাত।

৩ প্রভুর কণ্ঠস্বর জলরাশির উপরে বিরাজিত,
গৌরবের ঈশ্বর বজ্রনাদ করেন,
প্রভু বিপুল জলরাশির উপরে বিরাজিত।
৪ প্রভুর কণ্ঠস্বর শক্তিশালী,
প্রভুর কণ্ঠস্বর মহিমময়।

৫ প্রভুর কণ্ঠস্বর এরসগাছ ভেঙে ফেলে,
প্রভু লেবাননের এরসগাছ ভেঙে ফেলেন।
৬ তাঁর কণ্ঠস্বরে লেবানন লাফিয়ে ওঠে বাছুরের মত,
সিরিয়োন মহিষশাবকের মত।

৭ প্রভুর কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দেয় আগুনের বিদ্যুৎমালা,
৮ প্রভুর কণ্ঠস্বর প্রান্তর কম্পিত করে,
প্রভু কাদেশ প্রান্তর কম্পিত করেন।
৯ প্রভুর কণ্ঠস্বরে হরিণী প্রসব করে,
বনের পাতা খসে পড়ে।

তাঁর মন্দিরে সবাই বলে ওঠে : 'গৌরব!'
১০ প্রভু জলপ্লাবনের উপরে সমাসীন,

প্রভু রাজারূপে চিরসমাসীন।
[১১] প্রভু তাঁর আপন জাতিকে শক্তি দেন,
প্রভু তাঁর আপন জাতিকে ধন্য করেন শান্তিদানে।

সামসঙ্গীত ৩০

[১] *সামসঙ্গীত। [প্রভুর উদ্দেশে] গৃহ-উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে গান। দাউদের রচনা।*

[২] তোমার বন্দনা করব, প্রভু: তুমি যে তুলে নিয়েছ আমায়,
আমার শত্রুদের দাওনি আমার উপর আনন্দ করতে।
[৩] প্রভু, পরমেশ্বর আমার, চিৎকার করেছি তোমার কাছে,
আর তুমি আমায় করেছ নিরাময়।
[৪] পাতাল থেকেই তুমি আমার প্রাণ তুলে এনেছ, প্রভু,
আমি সেই গর্তে নেমে যাচ্ছিলাম আর তুমি আমায় করেছ সঞ্জীবিত।

[৫] প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান কর, তাঁর ভক্তজন সকল,
তাঁর পবিত্রতা স্মরণ ক'রে কর তাঁর স্তুতিগান।
[৬] কিছুক্ষণ ধরেই মাত্র তাঁর ক্রোধ,
কিন্তু তাঁর প্রসন্নতা জীবনপ্রসারী।
সন্ধ্যায় বিলাপের আগমন,
কিন্তু প্রভাতে আনন্দোচ্ছ্বাস।

[৭] আমার সুখের দিনে আমি বললাম:
'আমি টলব না!'
[৮] তোমার প্রসন্নতায় তুমি, প্রভু,
আমাকে স্থিতমূল করেছ প্রতাপশালী একটা পর্বতের মত।
তুমি কিন্তু যখন লুকিয়ে রেখেছ শ্রীমুখ,
আমি তখন হয়ে পড়েছি সন্ত্রাসিত।

[৯] চিৎকার করে আমি তোমাকে ডাকছি, প্রভু,
আমার প্রভুরই কাছে দয়া ভিক্ষা করছি।
[১০] কীবা লাভ, আমি যদি মরি,
সেই গহ্বরে যদি নেমে যাই?
ধুলাই কি করবে তোমার স্তুতি?
তা কি করবে তোমার বিশ্বস্ততা প্রচার?

[১১] প্রভু, শোন, আমাকে দয়া কর,
প্রভু, হও তুমি আমার সহায়।
[১২] তুমি নৃত্যেই পরিণত করেছ আমার বিলাপ,

আমার চটের কাপড় খুলে দিয়ে আমায় পরিয়েছ আনন্দ-বসন ;
[১৩] তাই আমার অন্তর নিরন্তর করবে তোমার স্তবগান,
প্রভু, পরমেশ্বর আমার, চিরকাল করব তোমার স্তুতিগান।

সামসঙ্গীত ৩১

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] প্রভু, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।
তোমার ধর্মময়তায় আমাকে রেহাই দাও।
[৩] কান দাও, শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার কর।

হও তুমি আমার জন্য একটি শৈলাশ্রয়,
আমার পরিত্রাণের জন্য একটি দৃঢ় গিরিদুর্গ।
[৪] তুমিই তো আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ,
তোমার নামের দোহাই আমাকে চালনা কর, দেখাও পথ।

[৫] আমার জন্য গোপনে পাতা সেই জাল থেকে আমায় বের করে আন,
তুমিই তো আশ্রয়দুর্গ আমার।
[৬] তোমারই হাতে নিজেকে সঁপে দিই,
হে প্রভু, সত্যের ঈশ্বর, সাধন কর আমার মুক্তিকর্ম !

[৭] যারা অলীক দেবমূর্তির সেবা করে, তাদের আমি ঘৃণা করি,
আমি কিন্তু প্রভুর উপরেই ভরসা রাখি।
[৮] তুমি আমার দশা দেখেছ,
আমার প্রাণের যত সঙ্কট জেনেছ বলে
তোমার এই কৃপার জন্য আমি মেতে উঠব, আনন্দ করব।
[৯] তুমি আমাকে তুলে দাওনি কো শত্রুর হাতে,
বরং উন্মুক্ত স্থানেই রেখেছ আমার চরণ।

[১০] আমাকে দয়া কর, প্রভু ; সঙ্কটে পড়ে আছি—
চোখ গলা অন্ত্ররাজি আমার, দুঃখে ক্ষীণ হয়ে আসে,
[১১] আমার জীবন বেদনায়,
আমার আয়ুষ্কাল ক্রন্দনে নিঃশেষিত,
আমার বল কষ্টে টলমান,
আমার হাড় শুষ্ক হয়ে গেছে।

[১২] আমার সকল বিরোধীর কাছে আমি অপবাদের পাত্র,
প্রতিবেশীদের কাছে শঙ্কার বস্তু,

পরিচিতদের কাছে মহাবিভীষিকা,
পথে আমাকে দেখে সকলে আমা থেকে পালিয়ে যায়।
[১৩] মৃতের মত আমাকে ভুলে গেছে সবাই,
আমি হয়েছি ফেলানো একটা পাত্রের মত।

[১৪] শুনি অনেকের কানাকানি,
চারদিকে শঙ্কা-ভয়।
আমার বিরুদ্ধে ওরা একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হয়,
আমার প্রাণ নেবার জন্য ষড়যন্ত্র করে।

[১৫] আমি কিন্তু তোমাতে ভরসা রাখি, প্রভু ;
আমি বলি, 'তুমি আমার পরমেশ্বর,
[১৬] তোমার হাতেই আমার আয়ুষ্কাল,'
আমার শত্রুদের, আমার নিপীড়কদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর।
[১৭] তোমার দাসের উপর শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল,
তোমার কৃপায় ত্রাণ কর আমায়।

[১৮] তোমাকে ডেকেছি, প্রভু !
আমি লজ্জায় না পড়ি যেন ;
দুর্জনেরাই লজ্জায় পড়ুক,
[১৯] ওরাই পাতালে থাকুক নিশ্চুপ।
নির্বাক্ হোক মিথ্যাপটু সেই ঠোঁট যা অহঙ্কার ও বিদ্রূপ দেখিয়ে
ধার্মিকের বিরুদ্ধে উদ্ধতভাবে কথা বলে।

[২০] কতই না মহান তোমার সেই মঙ্গলময়তা, প্রভু,
যা তাদের জন্য তুমি সঞ্চিত রাখ যারা ভয় করে তোমায়,
যা আদমসন্তানদের দৃষ্টিগোচরে
তুমি তোমার আশ্রিতজনকে মঞ্জুর কর।

[২১] মানুষের চক্রান্ত থেকে
তুমি আপন শ্রীমুখের নিভৃতে তাদের লুকিয়ে রাখ,
জিভের আক্রমণ থেকে
তুমি আপন কুটিরেই তাদের নিরাপদে রাখ।

[২২] ধন্য প্রভু ! সুরক্ষিত নগরে আমার জন্য
তিনি সাধন করলেন তাঁর কৃপার আশ্চর্য কীর্তি।
[২৩] বিহ্বল হয়ে আমি বলেছিলাম,
'তোমার দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন আমি,'
তবু যখন তোমার কাছে চিৎকার করলাম,

তুমি তখন শুনলে আমার মিনতির কণ্ঠ।

[২৪] প্রভুকে ভালবাস, তাঁর ভক্তজন সবাই,
প্রভু আপন বিশ্বস্তদের রক্ষা করেন,
কিন্তু অহঙ্কারীর উপর অপর্যাপ্ত প্রতিফল দেন।
[২৫] শক্ত হও, অন্তর দৃঢ় করে তোল তোমরা,
তোমরা সকলে, যারা প্রভুর প্রত্যাশায় আছ।

সামসঙ্গীত ৩২

[১] *দাউদের রচনা। মাস্কিল।*

সুখী সেই জন, যার অন্যায় হরণ করা হল,
আবৃত হল যার পাপ।
[২] সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না,
যার আত্মায় ছলনা নেই।

[৩] নীরব থাকতাম বলে ক্ষয় ধরত আমার হাড়ে,
গর্জন করতাম সারাদিন।
[৪] দিনরাত ভারী ছিল আমার উপর তোমার হাত,
বিকৃত হচ্ছিল আমার বল গ্রীষ্মের তাপে যেন। *বিরাম*

[৫] কিন্তু যখন আমার পাপ জানালাম তোমায়,
যখন আর আবৃত রাখিনি আমার অপরাধ,
যখন বললাম, 'প্রভুর কাছে আমার যত অন্যায় স্বীকার করব,'
তখনই তুমি হরণ করলে আমার পাপের দণ্ড। *বিরাম*

[৬] তাই প্রতিটি ভক্তজন সঙ্কটকালে তোমার কাছে প্রার্থনা করুক;
বিশাল জলোচ্ছ্বাস এলেও তার নাগাল পাবেই না।
[৭] তুমিই আমার গোপন আশ্রয়,
সঙ্কট থেকে তুমিই তো রক্ষা কর আমায়,
মুক্তির আনন্দগানের মধ্যে তুমিই আমায় ঘিরে রাখ। *বিরাম*

[৮] আমি তোমাকে সদ্বিবেচনা দেব,
তোমাকে দেখাব তোমার চলার পথ,
তোমার উপর চোখ নিবদ্ধ রেখে তোমাকে মন্ত্রণা দেব।

[৯] ঘোড়া ও খচ্চরের মত নির্বোধ হয়ো না তোমরা,
বল্গা-লাগাম দিয়েই তাদের সামলাতে হয়,
নইলে তারা তোমার কাছে আসবে না।

[১০] দুর্জনের অনেক যন্ত্রণা আছে,

কিন্তু প্রভুতে যে ভরসা রাখে, কৃপাই তাকে ঘিরে থাকে।

[১১] প্রভুতে আনন্দ কর, মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল,
সানন্দে চিৎকার কর তোমরা সবাই, সরলহৃদয় যারা।

সামসঙ্গীত ৩৩

[১] প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল,
ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন।
[২] সেতারের সুরে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ,
দশতন্ত্রী বীণা বাজিয়ে তাঁর উদ্দেশে কর স্তবগান।
[৩] তাঁর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
নিপুণ হাতে সেতার বাজাও জয়ধ্বনির মধ্যে।

[৪] ন্যায়সঙ্গতই তো প্রভুর বাণী,
বিশ্বস্ততায় সাধিত তাঁর প্রতিটি কাজ।
[৫] তিনি ধর্মময়তা ও ন্যায় ভালবাসেন;
পৃথিবী প্রভুর কৃপায় পরিপূর্ণ।

[৬] প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল,
তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব।
[৭] তিনি যেন চর্মপুটেই সংগ্রহ করেন সাগরের জল,
ভাণ্ডারে রাখেন অতলের জল।

[৮] প্রভুকে ভয় করুক সমগ্র পৃথিবী,
তাঁকে শ্রদ্ধা করুক সকল জগদ্বাসী।
[৯] কারণ তিনি কথা বলতেই সবই আবির্ভূত হয়,
তিনি আজ্ঞা দিতেই সবই উপস্থিত হয়।

[১০] প্রভু দেশগুলির প্রকল্প ব্যর্থ করেন,
জাতিসকলের ভাবনা বিফল করেন,
[১১] প্রভুর প্রকল্প কিন্তু চিরস্থায়ী,
তাঁর হৃদয়ের ভাবনা যুগযুগস্থায়ী।
[১২] সুখী সেই দেশ, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর;
সুখী সেই জাতি, যাকে তিনি বেছে নিলেন আপন উত্তরাধিকার রূপে।

[১৩] প্রভু স্বর্গ থেকে তাকিয়ে সকল আদমসন্তানকে দেখেন,
[১৪] নিজ বাসস্থান থেকে সকল মর্তবাসীর দিকে লক্ষ করেন;
[১৫] তিনিই তো গড়েছেন এক একজনেরই হৃদয়,
তিনিই তো বোঝেন তাদের সকল কাজ।

[১৬] আপন সুবিপুল বাহিনীগুণে রাজা পান না কো পরিত্রাণ,
আপন মহাপ্রতাপে যোদ্ধাও উদ্ধার পায় না,
[১৭] অশ্বও তো ত্রাণের জন্য বৃথা আশা,
তার প্রবল শক্তিবলেও সে নিষ্কৃতি দিতে পারে না।

[১৮] কিন্তু দেখ, প্রভুর চোখ নিবদ্ধ তাদেরই প্রতি,
যারা তাঁকে ভয় করে, যারা তাঁর কৃপার প্রত্যাশায় থাকে,
[১৯] তিনি মৃত্যু থেকে তাদের প্রাণ উদ্ধার করবেন,
তাদের বাঁচিয়ে রাখবেন দুর্ভিক্ষের দিনে।

[২০] আমাদের প্রাণ প্রভুর প্রতীক্ষায় আছে,
তিনিই আমাদের সহায়, আমাদের ঢাল;
[২১] তাঁকে নিয়ে আমাদের অন্তর আনন্দিত,
তাঁর পবিত্র নামেই যে আমরা ভরসা রাখি।
[২২] আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।

সামসঙ্গীত ৩৪

[১] *দাউদের রচনা। সেসময়ে তিনি আবিমেলেকের সামনে উন্মাদ হবার ভান করলেন, এবং আবিমেলেক দ্বারা তাড়িত হয়ে চলে গেলেন।*

আলেফ [২] সর্বদাই আমি প্রভুকে বলব ধন্য,
নিয়তই আমার মুখে তাঁর প্রশংসাবাদ।

বেথ [৩] প্রভুতে গর্ব করে আমার প্রাণ,
শুনুক, আনন্দ করুক বিনম্র সকল।

গিমেল [৪] আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর,
এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি।

দালেথ [৫] প্রভুর অন্বেষণ করেছি, তিনি আমাকে সাড়া দিলেন,
যত ভয়-শঙ্কা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।

হে [৬] তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

জাইন [৭] এই দীনহীন ডাকে, প্রভু শোনেন,
তার সকল সঙ্কট থেকে তাকে পরিত্রাণ করেন।

হেথ [৮] প্রভুর দূত প্রভুভীরুদের চারপাশে শিবির বসান,
তাদের নিস্তার করেন।

টেথ [৯] আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়,
সুখী সেই মানুষ, যে তাঁর আশ্রিতজন।

ইয়োধ[১০] প্রভুকে ভয় কর, তাঁর পবিত্রজন সকল,
যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের তো নেই কোন কিছুর অভাব।

কাফ [১১] যুবসিংহেরা অভাবগ্রস্ত হয়ে ক্ষুধায় ভুগছে,
কিন্তু প্রভুর অন্বেষীদের নেই কোন মঙ্গলের অভাব।

লামেধ[১২] এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন;
তোমাদের শেখাব প্রভুভয়—

মেম [১৩] কে সেই মানুষ, জীবনই যার অভিলাষ?
মঙ্গল দেখতে চায় ব'লে দীর্ঘায়ু যার আকাঙ্ক্ষা?

নুন [১৪] কুকর্ম থেকে তোমার জিহ্বা মুক্ত রাখ,
ছলনার কথা থেকে তোমার ওষ্ঠ,

সামেখ[১৫] পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর,
শান্তির অন্বেষণ ক'রে কর অনুসরণ।

আইন [১৬] ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ,
তাদের চিৎকারের প্রতি তাঁর কান;

পে [১৭] প্রভুর মুখ অপকর্মাদের প্রতিকূল
পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি উচ্ছেদ করার জন্য।

সাধে [১৮] তারা চিৎকার করে, প্রভু শোনেন,
তাদের সকল সঙ্কট থেকে তাদের উদ্ধার করেন।

কোফ[১৯] যারা ভগ্নহৃদয়, প্রভু তাদের কাছে কাছে থাকেন,
যাদের আত্মা বিচূর্ণ, তিনি তাদের পরিত্রাণ করেন।

রেশ [২০] ধার্মিকের অনেক দুর্দশা আছে,
কিন্তু সেই সবকিছু থেকে প্রভু তাকে উদ্ধার করেন;

শিন [২১] তিনি তার প্রতিটি হাড়ের যত্ন নেন,
সেগুলির একটাও ভগ্ন হবে না।

তাউ [২২] কুকর্ম ঘটায় দুর্জনের মৃত্যু,
যারা ধার্মিককে ঘৃণা করে, তারা দণ্ডিত হবে।

[২৩] প্রভু তাঁর আপন দাসদের প্রাণমুক্তি সাধন করেন;
তাঁর আশ্রিতজন কেউই দণ্ডিত হবে না।

[১] *দাউদের রচনা।*

যারা আমাকে অভিযুক্ত করে, তাদের অভিযুক্ত কর, প্রভু,
যারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।
[২] হাতে নাও ঢাল ও রক্ষাফলক,
আমার সাহায্যে উত্থিত হও।
[৩] যারা আমাকে ধাওয়া করে,
তাদের বিরুদ্ধে বর্শা ও বল্লম হাতে ধর;
আমার প্রাণকে বল,
'আমিই তোমার পরিত্রাণ।'

[৪] যারা আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে,
তারা লজ্জিত অপমানিত হোক;
যারা আমার অনিষ্ট ভাবে,
তারা নতমুখ হয়ে পিছু হটে যাক।

[৫] তারা বাতাসের সামনে তুষেরই মতন হোক,
তাদের ঠেলা দিন প্রভুর দূত।
[৬] তাদের পথ অন্ধকারময় পিচ্ছিল হোক,
তাদের ধাওয়া করুন প্রভুর দূত।

[৭] তারা আমার জন্য অকারণেই পেতেছে গোপন জাল,
আমার প্রাণের জন্য অকারণেই খুঁড়েছে গহ্বর।
[৮] তাদের উপর অজান্তেই নেমে আসুক সর্বনাশ,
তাদের সেই গোপন জাল তাদেরই ধরুক,
সেখানে তাদের সর্বনাশে তারাই পড়ুক।

[৯] তখন আমার প্রাণ প্রভুতে উল্লাস করবে,
তাঁর পরিত্রাণে মেতে উঠবে;
[১০] আমার সকল হাড় বলে উঠুক,
'কেবা তোমারই মত, প্রভু?'
তুমিই তো দীনজনকে তার চেয়ে শক্তিশালীর হাত থেকে,
দীনহীন ও নিঃস্বকে লুণ্ঠকের হাত থেকে উদ্ধার কর।

[১১] উঠেছিল হিংসাত্মক সাক্ষীর দল;
আমি যা জানতাম না, তা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করত;
[১২] মঙ্গলের প্রতিদানে আমার অনিষ্ট করত—
আমার প্রাণ, আহা, সন্তানবিহীন যেন!

[১৩] অথচ তারা অসুস্থ হলে আমি চটের কাপড় পরতাম,
উপবাসে নিজেকে ক্লিষ্ট করতাম,
অন্তরে প্রার্থনা জপতাম।
[১৪] ঘুরে বেড়াতাম যেন বন্ধুর জন্য, আপন ভাইয়ের জন্যই দুঃখ ক'রে,
যেন মায়ের বিলাপে শোকার্ত হয়ে মাথা নত করে রাখতাম।

[১৫] কিন্তু আমি পায়ে হোঁচট খেলে তারা আনন্দিত হয়ে একত্র হয়,
আমার অজান্তে আমাকে আঘাত করতেই একত্র হয়,
আমার নিন্দা করে, কখনও থামে না।
[১৬] এই অশুচি, এই বিদ্রূপকারী সকলে একজোট হয়ে
আমার বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষে।

[১৭] কতকাল তুমি তাকিয়ে থাকবে, প্রভু?
তাদের হিংসা থেকে উদ্ধার কর আমার প্রাণ,
সিংহের দাঁত থেকে আমার একমাত্র জীবন।
[১৮] মহা জনসমাবেশে আমি তোমাকে জানাব ধন্যবাদ,
সুবিপুল জনতার মাঝে করব তোমার প্রশংসাবাদ।

[১৯] আমার মিথ্যাবাদী শত্রুসকল
আমাকে নিয়ে যেন আনন্দ না করে;
যারা আমাকে অকারণে ঘৃণা করে,
তারা যেন চোখ বেঁকিয়ে তামাশা না করে।
[২০] তারা বলে না কো শান্তির কথা,
দেশের শান্ত লোকদের বিরুদ্ধে ছলনা খাটায়।
[২১] আমার দিকে মুখ ব্যাদান ক'রে তারা বিদ্রূপ করে বলে,
'কী মজা! স্বচক্ষেই দেখেছি আমরা।'

[২২] প্রভু, তুমি সবকিছু দেখেছ—বধির থেকো না!
প্রভু, আমা থেকে দূরে থেকো না!
[২৩] জাগ! জেগে ওঠ আমার সুবিচারের জন্য,
আমার পক্ষসমর্থনের জন্য, পরমেশ্বর আমার, প্রভু আমার।
[২৪] তোমার ধর্মময়তায় আমার বিচার কর, প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
আমাকে নিয়ে তারা যেন আনন্দ না করে;

[২৫] তারা যেন মনে মনে না বলে, 'খুশি তো আমরা,'
যেন না বলে, 'গ্রাস করেছি তাকে।'
[২৬] যারা আমার অনিষ্ট নিয়ে আনন্দ করে,
তারা লজ্জিত হোক, হোক নতমুখ;

যারা আমার উপর বড়াই করে,
তারা লজ্জায় অপমানে পরিবৃত হোক।

[২৭] যারা আমার ধর্মময়তায় প্রীত,
তারা সানন্দে চিৎকার করুক, করুক উল্লাস ;
তারা অনুক্ষণ বলে উঠুক, 'প্রভু মহান!
তিনি তাঁর দাসের শান্তিতে প্রীত।'
[২৮] তখন আমার জিহ্বা জপ করে যাবে ধর্মময়তা তোমার,
তোমার প্রশংসাবাদ সারাদিন ধরে।

সামসঙ্গীত ৩৬

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। প্রভুর দাস দাউদের রচনা।*

[২] দুর্জনের হৃদয়ে পাপের দৈবোক্তি বিরাজিত ;
ঈশ্বরভয় নেই তার চোখের সামনে।
[৩] সে এত তোষামোদে চোখে নিজেকে দেখে যে,
নিজের শঠতা খোঁজে না, তা ঘৃণাও করে না।

[৪] তার মুখের কথা অপকর্ম, ছলনাপূর্ণ,
সদ্বিবেচনা থেকে, সৎকাজ থেকে সে বিরত থাকে।
[৫] শয্যায় শুয়ে সে অপকর্মের কথা ভাবে,
কুপথে দাঁড়ায়, প্রত্যাখ্যান করে না সে অনাচার।

[৬] ওগো প্রভু, আকাশছোঁয়াই তোমার কৃপা,
মেঘলোক-প্রসারী বিশ্বস্ততা তোমার,
[৭] উঁচু পাহাড়পর্বতের মত তোমার ধর্মময়তা,
মহা অতলের মত তোমার ন্যায়—
মানুষ কি পশু সকলকেই তুমি ত্রাণ কর, প্রভু।
[৮] ওগো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা কত মূল্যবান!
তোমার পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় পায় আদমসন্তান ;

[৯] তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত,
তুমি তোমার অমৃতধারায় তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও।
[১০] তোমাতেই যে জীবনের উৎস!
তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

[১১] যারা তোমায় জানে, তাদের দান করে থাক গো তোমার কৃপা,
সরলহৃদয়দের কাছে ধর্মময়তা তোমার।
[১২] অহঙ্কারী যেন আমার দিকে পা না বাড়াতে পারে,
দুর্জনের হাত আমাকে যেন না তাড়িত করে।

[১৩] এই যে! লুটিয়ে পড়েছে অপকর্মার দল,
তারা নিক্ষিপ্তই এখন, উঠে দাঁড়াতে অক্ষম।

সামসঙ্গীত ৩৭

[১] *দাউদের রচনা।*

আলেফ দুষ্কর্মার বিষয়ে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না;
অপকর্মার বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ো না;
[২] তারা তো ঘাসের মত শীঘ্রই শুষ্ক হবে,
ম্লান হবে মাঠের তৃণের মত।

বেথ [৩] প্রভুতে ভরসা রাখ, সৎকর্ম কর,
এ দেশে বসবাস কর, বিশ্বস্ততা পালন কর;
[৪] প্রভুতে আনন্দ কর,
তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।

গিমেল [৫] প্রভুর সামনে মেলে ধর তোমার পথ,
তাঁর উপর ভরসা রাখ—কাজ করবেনই তিনি;
[৬] তিনি তোমার ধর্মময়তা ফুটিয়ে তুলবেন আলোকেরই মত,
তোমার ন্যায্যতা মধ্যাহ্নেরই মত।

দালেথ [৭] প্রভুর সামনে নিশ্চুপ হয়ে থাক, তাঁর প্রতীক্ষা কর;
যার পথ সমৃদ্ধ, যে ফন্দি খাটায়,
তেমন মানুষের বিষয়ে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না।

হে [৮] ক্রোধ থেকে দূরে থাক, রোষ বর্জন কর,
ক্ষুব্ধ হয়ো না—শুধু অমঙ্গলই তো এর ফল;
[৯] কারণ দুষ্কর্মারা উচ্ছিন্ন হবে,
কিন্তু যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

বাউ [১০] আর কিছুকাল, তারপর বিলীন হবেই দুর্জন,
তার স্থানের দিকে যত তাকাও, সে তো আর নেই।
[১১] কিন্তু দীনহীনেরা পাবে দেশের উত্তরাধিকার,
তারা করবে মহাশান্তি উপভোগ।

জাইন [১২] দুর্জন ধার্মিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে,
তার বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষে।
[১৩] কিন্তু তাকে নিয়ে প্রভু হাসেন,
দেখেন তো তিনি, এসে গেছে তার দিন।

হেথ [১৪] দীনহীন ও নিঃস্বকে ভূলুণ্ঠিত করবে ব'লে,

সৎপথের মানুষকে হত্যা করবে ব'লে,
দুর্জনেরা খড়্গ কোষমুক্ত করে, বাঁকায় ধনুক,
[১৫] তাদের খড়্গ তাদের নিজেদের হৃদয়ে ঢুকবে,
ভাঙবেই তাদের ধনুক।

টেথ [১৬] দুর্জনদের প্রাচুর্যের চেয়ে
ধার্মিকের সামান্য সম্পদই শ্রেয়;
[১৭] কারণ দুর্জনদের বাহু ভেঙে যাবে,
কিন্তু স্বয়ং প্রভুই ধার্মিকদের ধরে রাখেন।

ইয়োধ[১৮] প্রভু জানেন সৎমানুষের জীবন,
তাদের উত্তরাধিকার থাকবে চিরকাল।
[১৯] দুর্দশার দিনে তারা লজ্জিত হবে না,
দুর্ভিক্ষের দিনে পরিতৃপ্তই হবে।

কাফ [২০] দুর্জনেরা কিন্তু বিলুপ্ত হবে,
চারণভূমির শোভার মতই হবে প্রভুর শত্রুসকল;
তারা নিঃশেষিত হবে,
ধোঁয়ার মতই নিঃশেষিত হবে।

লামেধ[২১] ঋণ ক'রে দুর্জন তা করে না শোধ,
ধার্মিক কিন্তু দয়াবান দানশীল।
[২২] প্রভুর আশিসধন্য যারা, তারা পাবে দেশের উত্তরাধিকার,
কিন্তু তাঁর অভিশপ্ত যারা, তারা উচ্ছিন্ন হবে।

মেম [২৩] প্রভু মানুষের পদক্ষেপ অবিচল করেন,
তিনি তার পথে প্রীত।
[২৪] প্রভু তার হাত ধরে রাখেন ব'লে
পড়লেও সে পড়ে থাকবে না।

নুন [২৫] আমি যুবক ছিলাম, এখন তো প্রবীণ,
ধার্মিক যে পরিত্যক্ত, তার বংশ যে অন্নের ভিখারী,
তেমন কিছু দেখিনি।
[২৬] সারাদিন সে দয়া করে, করে ঋণদান,
তার বংশ আশিসধন্য হবে।

সামেখ[২৭] কুকর্ম থেকে সরে যাও, সৎকর্ম কর,
তবেই তুমি বসবাস করবে চিরকাল।
[২৮] কারণ প্রভু ন্যায়ই ভালবাসেন,
তিনি আপন ভক্তজনদের করবেন না পরিত্যাগ।

আইন দুর্জনদের ধ্বংস হবে চিরকালের মত,
তাদের বংশ উচ্ছিন্ন হবে।
[২৯] ধার্মিকেরাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার,
সেখানে তারা বসবাস করবে চিরকাল ধরে।

পে [৩০] ধার্মিকের মুখ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী,
তার জিহ্বা বলে ন্যায়ের কথা।
[৩১] তার পরমেশ্বরের বিধান তার অন্তরে বিরাজিত,
টলবে না কো তার পদক্ষেপ।

সাধে [৩২] ধার্মিকের দিকে তাকিয়ে থাকে দুর্জন,
তাকে হত্যা করবে, সেই সুযোগ অন্বেষণ করে।
[৩৩] প্রভু তার হাতে তাকে ছেড়ে দেবেন না,
বিচারেও তাকে দণ্ডিত হতে দেবেন না।

কোফ[৩৪] প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক, পালন কর তাঁর পথ,
তুমি যেন দেশের উত্তরাধিকার পেতে পার তিনি তোমাকে উন্নীত করবেন,
তুমি দেখতে পাবে দুর্জনদের উচ্ছেদ।

রেশ [৩৫] আমি দুর্জনকে মহীয়ান দেখলাম,
সে ছিল সুপ্রসারী, যেন সবুজ গাছের মত;
[৩৬] সেদিকে আবার গেলাম—কৈ! আর ছিল না সে;
তাকে খুঁজলাম—কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না।

শিন [৩৭] নির্দোষকে দেখ, ন্যায়নিষ্ঠকে লক্ষ কর:
শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য ভাবী বংশ আছে।
[৩৮] কিন্তু সকল অন্যায়কারীর ধ্বংস হবে,
দুর্জনদের ভাবী বংশ উচ্ছিন্ন হবে।

তাউ [৩৯] প্রভু থেকেই আসে ধার্মিকদের পরিত্রাণ,
সঙ্কটকালে তিনিই তাদের আশ্রয়দুর্গ।
[৪০] প্রভু তাদের সাহায্য করেন, তাদের রেহাই দেন,
দুর্জনদের হাত থেকে রেহাই দেন,
তাঁর আশ্রিতজন বলে তাদের ত্রাণ করেন।

সামসঙ্গীত ৩৮

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা। স্মরণার্থক।*

[২] আমাকে ভর্ৎসনা কর, প্রভু,—কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে নয়,
আমাকে শাস্তি দাও,—কিন্তু রুষ্ট হয়ে নয়।

[৩] তোমার তীরগুলি বিঁধে ফেলেছে আমায়,
আমার উপর নেমে পড়েছে তোমার হাত।
[৪] তোমার আক্রোশের ফলে আমার দেহের কোন অঙ্গ সুস্থ নয়,
আমার পাপের ফলে আমার একটা হাড়ও অক্ষত নয়;
[৫] মাথা ছাপিয়ে উঠেছে যত শঠতা আমার,
তা ভারী বোঝাই যেন, আমার পক্ষে তো বেশি ভারী।

[৬] আমার মূর্খতার ফলে
আমার ক্ষতসকল দুর্গন্ধময় পচনশীল।
[৭] আমি অত্যন্ত নুব্জ, ভ্রষ্ট,
শোকার্ত মনে ঘুরি সারাদিন।
[৮] কটিদেশ জুড়ে আমার কী জ্বালা,
আমার দেহের কোন অঙ্গ সুস্থ নয়।
[৯] আমি অত্যন্ত বিষণ্ন, চূর্ণবিচূর্ণ,
হৃদয়ের ক্রন্দনে গর্জে উঠি।

[১০] প্রভু, তোমার সামনেই তো প্রতিটি বাসনা আমার,
আমার বিলাপ তোমার কাছে গোপন নয়।
[১১] কেঁপে ওঠে হৃদয়, আমাকে ত্যাগ করেছে আমার বল,
আমার চোখের আলো—তাও আমার সঙ্গে নেই।

[১২] আমার প্রিয়জন ও বন্ধুসকল আমার ক্ষতগুলি থেকে দূরে দাঁড়ায়,
আমার প্রতিবেশীও দূরে থাকে;
[১৩] যারা আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট, তারা ফাঁদ ফেলে,
যারা আমার অনিষ্ট খোঁজে, তারা সর্বনাশের কথা বলে,
ছলনার চিন্তায় থাকে সারাদিন।

[১৪] বধিরের মত আমি তো শুনি না,
আমি বোবারই মত যে খোলে না মুখ,
[১৫] আমি তেমন মানুষের মত যে কিছুই শোনে না,
যার মুখে কোন উত্তর নেই।
[১৬] প্রভু, আমি তোমারই প্রত্যাশায় আছি,
প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তুমি আমাকে সাড়া দেবে।

[১৭] আমি তো বলেছি,
'আমাকে নিয়ে ওরা যেন আনন্দ না করতে পারে,
আমার পা টলমল হলে
ওরা যেন আমার উপর বড়াই না করতে পারে।'

[১৮] এই যে প্রায় পড়ে যাচ্ছি,
আমার যন্ত্রণা অনুক্ষণ আমার সামনে।
[১৯] তাই আমি আমার অপরাধ স্বীকার করি,
আমার পাপের জন্য উদ্বিগ্নই আমি।

[২০] আমার শত্রুরা সজীব, শক্তিশালী,
অনেকেই আমাকে অকারণে ঘৃণা করে।
[২১] মঙ্গলের প্রতিদানে তারা অনিষ্ট করে,
মঙ্গল অনুসরণ করি বলে তারা আমাকে অভিযুক্ত করে।
[২২] আমায় ত্যাগ করো না, প্রভু,
আমা থেকে দূরে থেকো না, পরমেশ্বর আমার;
[২৩] আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো,
হে প্রভু, আমার পরিত্রাণ।

সামসঙ্গীত ৩৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। ইদুথুনের সুর অনুসারে। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] আমি বলেছি, 'আমার পথসকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখব,
জিহ্বা থেকে যেন পাপ দূরে রাখতে পারি;
যতক্ষণ দুর্জন আমার সামনে থাকবে,
ততক্ষণ আমি মুখে বন্ধনী দেব।'

[৩] নির্বাক্ নিশ্চুপ হয়ে থাকলাম:
মঙ্গলের অভাবে মৌন থাকলাম,
আর বেড়ে চলল আমার দুঃখব্যথা!
[৪] বুকে হৃদয়ের কী সন্তাপ;
ভাবতে ভাবতে জ্বলতে লাগল আগুন,
তখন আমার এ জিহ্বায় একথা বললাম:
[৫] 'আমাকে জানাও, প্রভু, আমার পরিণাম,
কতটুকু আমার জীবনের আয়ু,
যেন জানতে পারি আমি কত না ভঙ্গুর।'

[৬] দেখ! আমার দিনগুলি কত মুষ্টিমেয় করেছ তুমি;
তোমার সামনে শূন্যতাই যেন আমার আয়ুষ্কাল।
মর্তবাসী প্রতিটি মানুষ একটা ফুৎকার মাত্র; *বিরাম*
[৭] আসা-যাওয়া করেও মানুষ একটা ছায়া মাত্র;
তার ব্যস্ততা সত্ত্বেও সে একটা ফুৎকার মাত্র;
সে জমায় অনেক কিছু, অথচ জানে না কে তা সংগ্রহ করবে।

[৮] এখন কিসের অপেক্ষায় আছি, প্রভু?
তোমাতেই শুধু আমার আশা।
[৯] আমার সমস্ত অন্যায় থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
আমাকে করো না নির্বোধের অপবাদের পাত্র।
[১০] নীরব আছি, খুলি না মুখ,
কারণ তুমিই তো করেছ এসব কিছু;

[১১] তোমার আঘাত আমা থেকে দূর করে দাও,
তোমার হাতের চাপে আমি যে নিঃশেষিত।
[১২] শঠতার জন্য শাস্তি দিয়ে তুমি মানুষকে সংশোধন কর;
কীটের মত ক্ষয় কর তার কামনার ধন;
প্রতিটি মানুষ একটা ফুৎকার মাত্র। *বিরাম*

[১৩] আমার প্রার্থনা শোন, প্রভু;
আমার চিৎকারে কান দাও গো তুমি;
আমার কান্না-বিলাপে বধির থেকো না,
কারণ তোমার গৃহে আমি তো বিদেশী,
আমিও প্রবাসী আমার সকল পিতৃপুরুষের মত।
[১৪] আমা থেকে সরিয়ে নাও তোমার দৃষ্টি,
যাওয়ার আগে, চিহ্নবিহীন হওয়ার আগে
আমি যেন পেতে পারি একটু আনন্দের স্বাদ।

সামসঙ্গীত ৪০

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

[২] আমি প্রভুর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিলাম,
আমার উপর আনত হয়ে তিনি আমার চিৎকার শুনলেন;
[৩] ধ্বংসের গর্ত থেকে, পঙ্কিল জলাভূমি থেকে
তিনি আমায় টেনে তুললেন।
আমার পা তিনি শৈলের উপর স্থাপন করলেন,
সুদৃঢ় করলেন আমার পদক্ষেপ।

[৪] আমার মুখে তিনি দিলেন একটি নতুন গান,
আমাদের পরমেশ্বরের প্রশংসাগান।
তা দেখে অনেকেই ভীত হবে,
প্রভুতে ভরসা রাখবে।
[৫] সুখী সেই জন, যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যে গর্বিতদের দিকে তাকায় না,

তাদের দিকেও না, যারা সরে গেছে মিথ্যাপথে।

৬ কত আশ্চর্য কাজ তুমি সাধন করেছ, প্রভু, আমার পরমেশ্বর,
আমাদের জন্য তোমার কত চিন্তা!
কেউই নেই তোমার মত।
আমি সেগুলির কথা প্রচার করতাম, বর্ণনা করতাম,
কিন্তু সংখ্যাই যে গণনার অতীত।

৭ যজ্ঞ ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নও,
বরং উন্মুক্ত করেছ আমার কান;
আহুতি ও পাপার্থে বলিদান চাওনি তুমি,
৮ তখন আমি বললাম, 'এই যে আমি আসছি।'
শাস্ত্রগ্রন্থে আমার বিষয়ে লেখা আছে,
৯ আমি যেন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করি;
হে আমার পরমেশ্বর, এতে আমি প্রীত,
আমার অন্ত্ররাজি-গভীরেই তোমার বিধান বিরাজিত।

১০ আমি মহা জনসমাবেশে ধর্মময়তার কথা প্রচার করলাম,
দেখ, রুদ্ধ করি না কো আমার ওষ্ঠ, তুমি তো জান, প্রভু।
১১ তোমার ধর্মময়তা লুকিয়ে রাখিনি হৃদয়-মাঝে,
বরং খুলে বলি তোমার বিশ্বস্ততা, তোমার ত্রাণকর্মের কথা।
আমি মহা জনসমাবেশের মাঝে
তোমার কৃপা, তোমার বিশ্বস্ততার কথা গোপন রাখিনি।

১২ তোমার স্নেহ থেকে আমায় বঞ্চিত করো না, প্রভু;
তোমার কৃপা, তোমার বিশ্বস্ততা আমায় অনুক্ষণ রক্ষা করুক।
১৩ অগণিত দুঃখবিপদ যে জড়িয়ে ধরেছে আমায়,
আমার যত শঠতা ধরে ফেলেছে আমায়,
আর দেখতে পাচ্ছি না কিছু।
আমার মাথার চুলের চেয়েও সেগুলি সংখ্যায় বেশি,
আমার হৃদয় নিঃশেষিত।

১৪ প্রসন্ন হয়ে, প্রভু, আমাকে কর উদ্ধার,
আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।
১৫ লজ্জিত নতমুখ হোক তারা সবাই,
আমার প্রাণ হরণ করতে সচেষ্ট যারা;
আমার অমঙ্গলে যারা প্রীত,
তারা অপমানিত হয়ে পিছু হটে যাক।

[১৬] যারা আমাকে ‘কি মজা, কি মজা’ বলে,
তারা নিজেরাই লজ্জায় আচ্ছন্ন হোক।

[১৭] তোমার সকল অন্বেষী মেতে উঠুক,
তোমাতে আনন্দ করুক,
যারা তোমার ত্রাণ ভালবাসে,
তারা অনুক্ষণ বলে উঠুক, ‘প্রভু মহান!’

[১৮] কিন্তু দীনহীন নিঃস্ব যে আমি!
প্রভুই আমার জন্য চিন্তা করবেন।
তুমিই তো আমার সহায়, আমার মুক্তিদাতা,
আর দেরি করো না, পরমেশ্বর আমার।

সামসঙ্গীত ৪১

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] সুখী সেই মানুষ, যে চিন্তা করে দীনজনের কথা;
বিপদের দিনে প্রভু তাকে নিষ্কৃতি দেন।
[৩] প্রভু তাকে রক্ষা করে বাঁচিয়ে রাখবেন,
দেশে সে সুখ ভোগ করবে।
তুমি শত্রুদের ইচ্ছার হাতে তাকে সঁপে দেবে না।
[৪] ব্যাধি-শয্যায় প্রভু হবেন তার অবলম্বন,
হ্যাঁ, তার রোগ-শয্যা তুমি উল্টিয়েই দেবে।

[৫] আমি বলেছি, ‘প্রভু, আমাকে দয়া কর;
নিরাময় কর আমার প্রাণ—তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।’
[৬] আমার শত্রুরা আমার বিষয়ে অমঙ্গলের কথা বলে:
‘ও কখন মরবে? কখন বিলুপ্ত হবে ওর নাম?’
[৭] যে কেউ আমাকে দেখতে আসে সে মিথ্যা বলে,
তার হৃদয় অপকর্ম জমায়,
তারপর বাইরে গিয়ে সেইসব রটিয়ে বেড়ায়।
[৮] আমার বিদ্বেষীরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে বিড়বিড় করে,
আমার বিরুদ্ধে আমার অমঙ্গল ভাবে:
[৯] ‘মারাত্মক কোন কিছু ভর করেছে ওকে,
যেখানে শুয়ে আছে, সেখান থেকে ও আর উঠতে পারবে না।’

[১০] যার উপর আমার ভরসা ছিল,
আমার অন্ন যে ভাগ করে খেত,

আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুও আমার বিরুদ্ধে বাড়াচ্ছে পা।
[১১] তুমি কিন্তু, প্রভু, আমাকে দয়া কর, আমাকে তুলে আন,
আমি যেন তাদের দিতে পারি প্রতিফল।

[১২] আমার শত্রু যদি আমার উপর সানন্দে চিৎকার না করতে পারে,
এতেই আমি বুঝব যে তুমি আমাতে প্রীত;
[১৩] আমার সততার জন্য তুমি আমায় ধরে রাখ,
তোমার সম্মুখেই আমায় সংস্থিত কর চিরকাল।

[১৪] ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে। আমেন, আমেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

সামসঙ্গীত ৪২–৪৩

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। মাস্কিল। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা।*

[২] হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল,
তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ।
[৩] পরমেশ্বরের জন্য, জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর,
কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?

[৪] এখন আমার নিজের অশ্রুজল আমার নিশিদিনের অন্ন,
লোকে যে সারাদিন আমাকে বলে, 'কোথায় তোমার পরমেশ্বর?'
[৫] একথা স্মরণ করে আমি প্রাণ উজাড় করে দিই—
জনতার সঙ্গে আমি শোভাযাত্রা ক'রে
তাদের নিয়ে যেতাম পরমেশ্বরের গৃহের দিকে,
উৎসব-মুখর ভিড়ের মাঝে হর্ষধ্বনি তুলে, ধন্যবাদগীতি গেয়ে।

[৬] প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি?
কেন আমার মধ্যে তুমি গর্জন কর?
পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক—আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ,
তিনি আমার শ্রীমুখের পরিত্রাণ, আমার পরমেশ্বর।

[৭] আমার মধ্যে আমার প্রাণ অবসন্ন,
তাই তোমায় স্মরণ করি
যর্দন ও হার্মোনের দেশ থেকে, মিসার পর্বত থেকে।
[৮] তোমার জলপ্রতাপের গর্জনে এক অতলের কাছে অন্য অতলের ডাক,
তোমার ঊর্মিমালা ও তরঙ্গরাশি বয়ে গেল আমার উপর দিয়ে।
[৯] দিনমানে প্রভু জারি করেন কৃপা,

রাতে আমার সঙ্গেই তাঁর গান—
একটি প্রার্থনা আমার জীবনেশ্বরের কাছে।
[১০] আমার শৈল ঈশ্বরকে বলব,
'কেন আমায় ভুলে গেছ?
কেনই বা শোকার্ত হয়ে শত্রুর তাড়নায় আমায় চলতে হয়?'
[১১] আমার বিরোধীদের অপবাদে
চূর্ণবিচূর্ণ আমার হাড়;
তারা যে সারাদিন আমাকে বলে,
'কোথায় তোমার পরমেশ্বর?'
[১২] প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি?
কেন আমার মধ্যে তুমি গর্জন কর?
পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক—আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ,
তিনি আমার শ্রীমুখের পরিত্রাণ, আমার পরমেশ্বর।

৪৩

[১] পরমেশ্বর, আমার সুবিচার কর;
অসৎ এক জাতির বিরুদ্ধে আমার পক্ষ সমর্থন কর;
ছলনা ও শঠতার মানুষের হাত থেকে আমায় রেহাই দাও।
[২] তুমি আমার রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর;
কেন ত্যাগ কর আমায়?
কেনই বা শোকার্ত হয়ে শত্রুর তাড়নায় আমায় চলতে হয়?
[৩] তোমার আলো, তোমার সত্য প্রেরণ কর,
তারাই আমাকে চালনা করুক;
আমাকে নিয়ে যাক তোমার পবিত্র পর্বতে, তোমার আবাসগৃহে।
[৪] তখন আমি যাব পরমেশ্বরের বেদির কাছে,
আমার আনন্দের, আমার পুলকের ঈশ্বরের কাছে;
সেতারের সুরে গাইব তোমার স্তুতি, হে পরমেশ্বর, আমার পরমেশ্বর।
[৫] প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি?
কেন আমার মধ্যে তুমি গর্জন কর?
পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক—আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ,
তিনি আমার শ্রীমুখের পরিত্রাণ, আমার পরমেশ্বর।

সামসঙ্গীত ৪৪

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। মাস্কিল।*

[২] পরমেশ্বর, নিজ কানেই শুনেছি—
আমাদের পিতৃগণ আমাদের বলেছেন সেই সমস্ত কর্মের কথা
যা তুমি সাধন করেছিলে তাঁদের আমলে, সেই প্রাচীনকালে।

[৩] তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করতে তুমি বিজাতিদের তাড়িয়েছিলে নিজেরই হাতে,
তাঁদের সমৃদ্ধি দিতে তুমি জাতিসকলকে ছিন্নভিন্ন করেছিলে।
[৪] তাঁরা এই দেশ দখল করেছিলেন নিজেদের খড়্গাবলে নয়,
তাঁদের বাহু যে তাঁদের জয়ী করেছিল, তাও তো নয়;
তোমার ডান হাত, তোমার বাহু, তোমার শ্রীমুখেরই আলো তা করল,
কারণ তাঁদের প্রতি তুমি প্রসন্নই ছিলে।

[৫] হে পরমেশ্বর, তুমিই যে আমার রাজা,
আজ্ঞা কর, যাকোব করবে জয়লাভ!
[৬] আমরা আমাদের বিপক্ষদের পিছিয়ে দিই তোমারই দ্বারা,
আমাদের শত্রুদের মাড়িয়ে দিই তোমারই নামগুণে।

[৭] আমার ধনুকে আমি তো ভরসা রাখি না,
আমার খড়্গাও আমাকে ত্রাণ করে না,
[৮] তুমিই বিপক্ষদের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ কর,
আমাদের বিদ্বেষীদের লজ্জিত কর।
[৯] আমরা পরমেশ্বরে গর্ব করি সারাদিন,
তোমার নামের স্তুতি করি চিরকাল। *বিরাম*

[১০] কিন্তু এখন তুমি আমাদের পরিত্যাগ করেছ, করেছ অপমানের পাত্র,
তুমি আর বেরিয়ে যাও না আমাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে;
[১১] বিপক্ষদের সামনে পিছিয়ে যেতে আমাদের বাধ্য করলে,
আমাদের বিদ্বেষীরা লুণ্ঠন করে আমাদের সম্পদ।

[১২] তুমি আমাদের তুলে দিয়েছ জবাইখানার মেষের মত,
আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছ বিজাতিদের মাঝে;
[১৩] তোমার আপন জাতিকে বিক্রি করেছ বিনামূল্যেই যেন,
সেই মূল্যে তোমার হয়নি কোন লাভ।

[১৪] প্রতিবেশীদের কাছে আমাদের করেছ অপবাদের পাত্র,
আশেপাশের লোকদের কাছে উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তু;
[১৫] বিজাতীয়দের কাছে আমাদের করেছ তামাশার বিষয়,
জাতিসকল অবজ্ঞায় মাথা নাড়ে।

[১৭] বিদ্রূপকারী ও নিন্দুকদের ডাকে,
প্রতিশোধকামী শত্রুদের সামনে

[১৬] আমার অপমানের কথা সামনেই রয়েছে সারাদিন,
লজ্জায় ঢেকে যায় আমার মুখ।

[১৮] আমাদের প্রতি এসব কিছু ঘটেছে এখন,
অথচ তোমাকে ভুলে গেছিলাম এমন নয়,
অবিশ্বস্তও ছিলাম না কো তোমার সন্ধির প্রতি।
[১৯] পিছন ফিরে তাকায়নি আমাদের হৃদয়,
আমাদের পদক্ষেপ কখনও সরে যায়নি তোমার পথ ছেড়ে।
[২০] তবুও তুমি এখন শিয়ালের আস্তানায় আমাদের করেছ চূর্ণ,
আমাদের আচ্ছন্ন করেছ মৃত্যু-ছায়ায়।

[২১] আমরা যদি ভুলে যেতাম আমাদের পরমেশ্বরের নাম,
যদি অঞ্জলি প্রসারিত করতাম বিদেশী কোন দেবতার প্রতি,
[২২] তবে পরমেশ্বর কি তা দেখতেন না?
তিনি তো জানেন হৃদয়ের যত গোপন গতি।
[২৩] তোমার খাতিরেই তো আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন,
বধ্য মেষেরই মত গণ্য।

[২৪] জাগ! কেন ঘুমিয়ে রয়েছ, প্রভু?
নিদ্রাভঙ্গ হও; আমাদের পরিত্যাগ করো না চিরকাল ধরে!
[২৫] কেন লুকিয়ে রাখছ শ্রীমুখ?
কেনই ভুলে থাকছ আমাদের এ দশা, এ নিপীড়ন?
[২৬] ধুলায় তো তলিয়ে আছে আমাদের প্রাণ,
মাটিতে লেগে আছে আমাদের দেহ।

[২৭] উত্থিত হও, আমাদের সহায়তা কর,
তোমার কৃপার দোহাই সাধন কর আমাদের মুক্তিকর্ম!

সামসঙ্গীত ৪৫

[১] গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: লিলিফুল ...। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। মাস্কিল। প্রেম-গীত।

[২] মধুর বাণী ফুটে ওঠে আমার হৃদয়ে—
রাজাকে শোনাব আমার কাব্য।
আমার জিহ্বা যেন ক্ষিপ্র লেখকের লেখনীর মত।

[৩] আদমসন্তানদের মধ্যে তুমি সুন্দরতম,
তোমার ওষ্ঠ প্রসাদে উচ্ছ্বসিত,
পরমেশ্বর যে তোমাকে আশিসধন্য করেছেন চিরকালের মত।

[৪] হে বীর, কটিদেশে খড়্গ বেঁধে নাও!

প্রভা ও মহিমা তোমারই!
[৫] সফল হও! সত্য, নম্রতা ও ধর্মময়তার পক্ষে রথে চড়!
তোমার ডান হাত তোমাকে শেখাবে ভয়ঙ্কর কীর্তি;
[৬] তোমার তীরগুলি জাতিসকলকে তোমার পদতলে বিদ্ধ করে,
রাজশত্রুরা নিষ্প্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

[৭] হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী;
তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড।
[৮] তুমি ধর্মময়তা ভালবাস কিন্তু অধর্ম ঘৃণা কর,
এজন্য পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমার সমকক্ষদের চেয়ে
তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন।

[৯] তোমার বসন সবই গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনির,
গজদন্তময় প্রাসাদগুলি থেকে তোমাকে বিনোদিত করে বীণার ঝঙ্কার।
[১০] তোমার প্রণয়িনীদের মধ্যে রয়েছেন কত রাজকন্যা;
ওফিরের সোনায় অলঙ্কৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রানী।

[১১] শোন কন্যা, দেখ, কান পেতে শোন—
তোমার স্বজাতি, তোমার পিতৃগৃহের কথা ভুলে যাও;
[১২] রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন;
তোমার প্রভুই তিনি—তাঁর চরণে কর প্রণিপাত।
[১৩] তুরস-বাসীরা আনে উপহার,
দেশে ধনবান সবাই তোমার শ্রীমুখের প্রত্যাশায় আছে।

[১৪] অন্তঃপুরে রাজকন্যার কী মহাগৌরব!
রত্নস্বর্ণ-খচিতই তাঁর বসন-ভূষণ।
[১৫] সুসজ্জিতা হয়ে তিনি এখন আনীতাই রাজার সামনে,
তাঁর পিছনে তাঁর কুমারী সখীদেরও আনা হচ্ছে তোমার সামনে,
[১৬] আনন্দোল্লাসের মাঝে আনীতা হয়ে
তাঁরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করছেন।
[১৭] তোমার পুত্রেরা থাকবে তোমার পিতৃপুরুষদের স্থলে,
তুমি তাদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর।

[১৮] আমি চিরস্মরণীয় করব তোমার নাম,
তাই জাতিসকল তোমার স্তুতিগান করে যাবে চিরদিন চিরকাল।

সামসঙ্গীত ৪৬

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। সুর: আলামোৎ। গান।*

২ পরমেশ্বর আমাদের আশ্রয়, আমাদের শক্তি,
সঙ্কটকালে তিনি নিত্য নিকটবর্তী সহায়;
৩ তাই আমরা ভয় করব না যদিও পৃথিবী কম্পিত হয়,
যদিও পাহাড়পর্বত টলে যায় সমুদ্র-গর্ভে;
৪ গর্জে ফুলে উঠুক জলরাশি,
তার তরঙ্গের আঘাতে কেঁপে উঠুক পর্বতমালা। *বিরাম*

৫ রয়েছে এমন এক নদী যার নানা স্রোতস্বিনী
আনন্দিত করে তোলে পরমেশ্বরের নগর, পরাৎপরের পবিত্র আবাস;
৬ পরমেশ্বর তার মধ্যে থাকেন—টলবে না সেই নগর,
ভোরের আবির্ভাবেই পরমেশ্বর তার সহায়তা করবেন।
৭ দেশগুলো গর্জে উঠল, টলে গেল রাজ্যসকল,
তিনি কণ্ঠস্বর শোনালেই পৃথিবী ভয়ে গলে গেল।

৮ সেনাবাহিনীর প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন,
যাকোবের পরমেশ্বর আমাদের দুর্গ। *বিরাম*

৯ এসো তোমরা, দেখ প্রভুর কর্মকীর্তি,
পৃথিবীতে কী ভয়ঙ্কর কাজ করেছেন তিনি—
১০ পৃথিবীর প্রান্তসীমায় রণ-যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটান,
ধনুক ভেঙে দেন, বর্শার অঙ্কুশ ছেটে ফেলেন,
আগুনে পুড়িয়ে দেন ঢাল।
১১ 'শান্ত হও তোমরা, জেনে নাও, আমিই তো পরমেশ্বর,
জাতি-বিজাতির মাঝে আমি উচ্চতম, পৃথিবী জুড়ে উচ্চতম।'

১২ সেনাবাহিনীর প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন,
যাকোবের পরমেশ্বর আমাদের দুর্গ। *বিরাম*

সামসঙ্গীত ৪৭

১ *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

২ সর্বজাতি, করতালি দাও,
আনন্দের কণ্ঠে পরমেশ্বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি,
৩ কারণ পরাৎপর প্রভু ভীতিপ্রদ,
সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি মহান রাজা।

৪ যত জাতিকে তিনি আমাদের অধীনে আনলেন,
যত দেশ আমাদের পদতলে;
৫ আমাদের উত্তরাধিকার বেছে নিলেন আমাদেরই জন্য—
তাঁর প্রীতিভাজন যাকোবের গর্বের পাত্র। *বিরাম*

৬ পরমেশ্বর আরোহণ করছেন জয়ধ্বনির মধ্যে,
প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে।
৭ স্তবগান কর, পরমেশ্বরের স্তবগান কর,
স্তবগান কর, আমাদের রাজার উদ্দেশে স্তবগান কর।
৮ পরমেশ্বরই সারা পৃথিবীর রাজা,
তাই নৈপুণ্যের সঙ্গে স্তবগান কর।
৯ পরমেশ্বর জাতি-বিজাতির উপর রাজত্ব করেন,
পরমেশ্বর তাঁর পবিত্র সিংহাসনে সমাসীন।
১০ আব্রাহামের পরমেশ্বরের আপন জাতির সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত ;
কারণ পরমেশ্বরেরই তো পৃথিবীর সমস্ত ঢাল,
সর্বোচ্চ তিনি।

সামসঙ্গীত ৪৮

১ *গান। সামসঙ্গীত। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা।*

২ আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে
প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়।
৩ তাঁর সেই পবিত্র পর্বত, সেই সুন্দর উঁচুস্থানই
সারা পৃথিবীর আনন্দের আধার।
উত্তরপ্রান্তে ওই সিয়োন পর্বত—
ওই তো মহান রাজার রাজপুর।
৪ তার দুর্গশ্রেণীর মাঝে পরমেশ্বর
যেন দুর্গরূপেই দর্শন দিলেন।
৫ ওই দেখ, রাজারা সম্মিলিত হয়ে
একসঙ্গে এগিয়ে এলেন ;
৬ দেখেই তাঁরা স্তম্ভিত হলেন,
সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন।
৭ ওখানে তাঁদের অন্তরে জাগল শিহরণ,
প্রসবিনী নারীর যন্ত্রণাই যেন,
৮ যেন পুব বাতাসের আঘাতে
ভেঙে যায় তার্সিসের যত জাহাজ।
৯ যেমনটি শুনেছিলাম, তেমনি দেখেছি আমরা
সেনাবাহিনীর প্রভুর নগরীতে,
আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে—
পরমেশ্বর তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখলেন চিরকালের মত। *বিরাম*

[১০] তোমার মন্দিরে আমরা তোমার কৃপার কথা ধ্যান করি, পরমেশ্বর,
[১১] তোমার নামের মত, পরমেশ্বর,
তোমার প্রশংসাও পৃথিবীর চারপ্রান্তে পরিব্যাপ্ত,
তোমার ডান হাত ধর্মময়তায় পরিপূর্ণ।
[১২] সিয়োন পর্বত আনন্দিত,
তোমার বিচারগুলির জন্য যুদা-কন্যারা উল্লসিত।

[১৩] ঘুরে ঘুরে তোমরা সিয়োন প্রদক্ষিণ কর,
তার দুর্গমিনার গুনে দেখ,
[১৪] ভাল করে দেখ তার সব প্রাকার, তার দুর্গশ্রেণী পরিদর্শন কর,
আগামী প্রজন্মের মানুষকে একথা যেন বলতে পার—
[১৫] ইনিই তো পরমেশ্বর, আমাদের পরমেশ্বর চিরদিন চিরকাল,
যিনি মৃত্যুর ওপারে আমাদের চালিত করবেন।

সামসঙ্গীত ৪৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

[২] শোন, সকল জাতি,
কান পেতে শোন, সকল জগদ্বাসী—
[৩] উঁচু-নিচু শ্রেণির যত মানুষ,
ধনী-নিঃস্ব নির্বিশেষে।

[৪] আমার মুখ বলে প্রজ্ঞার বাণী,
আমার অন্তর জপ করে সুবুদ্ধির কথা।
[৫] আমি একটা প্রবাদে কান দেব,
বীণার সুরে আমার রহস্য উদ্ঘাটন করব।

[৬] কেন ভয় করব দুর্দশার দিনে?
যখন দুষ্কর্মাদের শঠতা আমাকে ঘিরে ফেলে, তখন ভয় কেন?
[৭] নিজেদের ধনসম্পদের উপর তো তারা ভরসা রাখে,
নিজেদের বিপুল সম্পত্তি নিয়ে তো গর্ব করে।

[৮] কেউই তো মুক্তিমূল্য দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না,
কেউই পরমেশ্বরকে দিতে পারে না কো নিজের মুক্তিমূল্য।
[৯] বেশিই তো নিজের প্রাণমুক্তির মূল্য,
[১০] চিরজীবী হবার জন্য, সেই গহ্বর না দেখবার জন্য
তা কখনও যথেষ্ট হবে না।

[১১] মানুষ তো দেখে—
প্রজ্ঞাবানদের মৃত্যু হয়, মূর্খ নির্বোধ দু'জনেরই বিলোপ হয়,

নিজ ধনসম্পদ তারা অন্যদের কাছে রেখে যায়।
[১২] তাদের সমাধিই হবে তাদের চিরকালীন গৃহ,
তাদের আবাস যুগযুগ ধরে।
অথচ নিজ নিজ নাম অনুসারেই তারা রেখেছিল দেশের নাম!

[১৩] মানুষ সৌভাগ্যে কাটাতে পারে না কো জীবন,
সে তো নশ্বর পশুরই মত!

[১৪] যারা অসার সম্পদের মালিক, এই তো তাদের পরিণাম,
নিজেদের মুখের কথায় যারা প্রসন্ন, এই তো তাদের ভবিষ্যৎ— *বিরাম*
[১৫] তারা মেষপালের মত পাতালে চালিত হবে;
মৃত্যুই চরাবে তাদের;
তারা সরাসরিই নেমে যাবে।
প্রত্যূষে ক্ষয় হবে তাদের রূপ,
পাতাল হবে তাদের আবাসগৃহ।

[১৬] অবশ্যই, পরমেশ্বর আমার প্রাণকে মুক্তি দেবেন,
হ্যাঁ, তিনি নিজেই পাতালের হাত থেকে আমাকে তুলে আনবেন। *বিরাম*

[১৭] মানুষ ধনী হলে তুমি ভয় পেয়ো না,
তার গৃহের গৌরব বৃদ্ধি পেলেও নয়;
[১৮] মৃত্যুকালে সঙ্গে করে সে কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না,
তার সেই গৌরবও তার পিছু পিছু যাবে না।

[১৯] জীবনকালে সে নিজেকে ধন্য মনে করে বলত,
'মঙ্গল ভোগ করেছ বলে তুমি স্তুতির পাত্র!'
[২০] না, সে যাবে তার পিতৃপুরুষদের বংশের সঙ্গে,
যারা আলো আর দেখতে পাবে না।

[২১] মানুষ সৌভাগ্যে কাটাতে পারে না কো জীবন,
সে তো নশ্বর পশুরই মত!

সামসঙ্গীত ৫০

[১] *সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা।*

সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর স্বয়ং প্রভু কথা বলছেন,
সূর্যের উদয়স্থল থেকে তার অস্তস্থল পর্যন্ত মর্তকে ডাকছেন।
[২] সৌন্দর্যের পরম কান্তি সেই সিয়োন থেকে
পরমেশ্বর উদ্ভাসিত হন।

[৩] আমাদের পরমেশ্বর আসছেন, নীরব থাকবেন না;
তাঁর সম্মুখে সর্বগ্রাসী আগুন,
প্রচণ্ড ঝড় তাঁর চতুর্দিকে।

[৪] ঊর্ধ্বলোক থেকে তিনি স্বর্গকে ডাকছেন,
মর্তকে ডাকছেন তাঁর আপন জাতির বিচারের জন্য—
[৫] 'বলি উৎসর্গে আমার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছে যারা,
আমার সেই ভক্তদের আমার সামনে তোমরা সংগ্রহ কর।'
[৬] তখন স্বর্গ তাঁর ধর্মময়তা প্রচার করে—
স্বয়ং পরমেশ্বর বিচারকর্তা। *বিরাম*

[৭] 'শোন, আমার জাতি, আমি কথা বলব;
তোমার বিরুদ্ধেই, ইস্রায়েল, সাক্ষ্য দেব—
আমিই পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর!
[৮] তোমার সমস্ত যজ্ঞের জন্য যে তোমাকে ভর্ৎসনা করছি, তা নয়,
তোমার আহুতি সবসময়ই তো আমার সামনে।
[৯] কোন বৃষ নেব না তোমার গোশালা থেকে,
কোন ছাগও তোমার ঘেরি থেকে।
[১০] আমারই তো বনের সকল প্রাণী,
পাহাড়পর্বতে অজস্র যত জন্তু।
[১১] আমি চিনি পর্বতের সকল পাখি,
আমারই তো মাঠের যত জীব।

[১২] আমার ক্ষুধা পেলেও আমি বলতাম না তোমায়,
আমারই তো জগৎ ও তার যত বস্তু।
[১৩] আমি কি খাই বলদের মাংস?
আমি কি পান করি ছাগের রক্ত?

[১৪] স্তুতিবাদই হোক পরমেশ্বরের কাছে তোমার যজ্ঞ,
পরাৎপরের কাছে তোমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন কর;
[১৫] সঙ্কটের দিনে আমায় ডাক:
আমি তোমাকে নিস্তার করব আর তুমি আমাকে সম্মান করবে।'

[১৬] কিন্তু দুর্জনকে পরমেশ্বর বলেন,
'কি করে আমার বিধিনিয়ম আবৃত্তি কর,
কি করে আমার সন্ধির কথা মুখে তুলে আন?
[১৭] তুমি তো যে শৃঙ্খলা ঘৃণা কর,
পিছনে ফেলে দাও আমার বাণীসকল।

[১৮] চোরকে দেখে তুমি তার সঙ্গে কত খুশি,
ব্যভিচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বই কর;
[১৯] অনিষ্ট কথনে ছেড়ে দাও মুখ,
ছলনাই আঁটে তোমার জিভ;
[২০] সারাদিন বসে তুমি তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথা বল,
আপন সহোদরের কুৎসা রটাও।
[২১] তুমি তাই কর আর আমি কি নীরব থাকব?
তুমি কি মনে কর, আমি তোমার মত?
আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করব,
তোমার মুখের উপরেই তোমাকে অভিযুক্ত করব।

[২২] একথা বুঝে নাও তোমরা, যারা পরমেশ্বরকে ভুলে গেছ,
পাছে তিনি তোমাদের ছিন্নভিন্ন করেন,
তবে উদ্ধারকর্তা থাকবে না কেউ।
[২৩] স্তুতি-যজ্ঞ, সেই তো আমার প্রতি সম্মান,
যার আচরণ নিখুঁত, তাকে দেখাব পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।'

সামসঙ্গীত ৫১

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।* [২] *সেসময়ে, তিনি বেথশেবার কাছে যাওয়ার পর, নাথান নবী তাঁর কাছে এলেন।*

[৩] আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা অনুসারে,
তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।
[৪] আমার অন্যায় থেকে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর,
আমার পাপ থেকে শোধন কর আমায়।

[৫] আমার অপরাধ আমি তো জানি;
আমার সামনেই অনুক্ষণ আমার পাপ;
[৬] তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে করেছি পাপ।
তোমার চোখে যা কুৎসিত, তাই করেছি আমি—
কাজেই তোমার বাণীতে তুমি ধর্মময়,
তোমার বিচারে তুমি ত্রুটিহীন।

[৭] সত্যি, অন্যায়েই হয়েছে আমার জন্ম,
পাপেই আমার জননী আমায় গর্ভধারণ করলেন।
[৮] জানি, আন্তর সত্যনিষ্ঠায় তুমি প্রীত,
হৃদয়ের নিভৃতে তুমি প্রজ্ঞা শেখাও আমায়।
[৯] হিসোপ দিয়ে আমায় পাপমুক্ত কর, তবেই শুদ্ধ হব;

আমাকে ধৌত কর, তবেই তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব ;

[১০] আমাকে শোনাও পুলক ও আনন্দের সুর,
মেতে উঠবে সেই হাড়গুলি যা তুমি করেছ চূর্ণ।
[১১] আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ,
আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

[১২] আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর,
আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।
[১৩] তোমার শ্রীমুখ থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়ো না কো দূরে,
আমা থেকে তোমার পবিত্র আত্মাকে করো না হরণ।

[১৪] আমাকে ফিরিয়ে দাও তোমার ত্রাণের পুলক,
আমার মধ্যে এক উদার আত্মা ধরে রাখ।
[১৫] আমি অপরাধীদের শেখাব তোমার পথসকল,
পাপীরা তখন ফিরবে তোমার কাছে।

[১৬] হে পরমেশ্বর, আমার ত্রাণেশ্বর, রক্তপাত থেকে উদ্ধার কর আমায়,
আর আমার জিহ্বা করবে তোমার ধর্মময়তার গুণকীর্তন।
[১৭] হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,
আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ।

[১৮] যজ্ঞে তুমি যে প্রীত নও,
আমি আহুতি দিলে তাতেও তুমি প্রসন্ন নও।
[১৯] ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি,
ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

[২০] তোমার প্রসন্নতায় সিয়োনের মঙ্গল কর,
পুনর্নির্মাণ কর যেরুসালেমের প্রাচীর।
[২১] তখনই তুমি যথার্থ যজ্ঞ, আহুতি ও পূর্ণাহুতিতে প্রীত হবে,
তখনই তোমার বেদির উপরে নিবেদিত হবে বৃষের বলি।

সামসঙ্গীত ৫২

[১] গানবাজনার পরিচালকের জন্য। মাস্কিল। দাউদের রচনা। [২] সেসময়ে এদোমীয় দোয়েগ এসে সৌলকে এই খবর দিল যে, 'দাউদ আবিমেলেকের ঘরে প্রবেশ করেছে।'

[৩] হে প্রভাবশালী মানুষ, কেন দুষ্কর্ম নিয়ে গর্ব কর?
ঈশ্বরের কৃপা নিত্যস্থায়ী!
[৪] তোমার জিহ্বা ধ্বংসের কথা কল্পনা করে,
তা শাণিত ক্ষুরেরই মত,
হে প্রতারণার সাধক।

[৫] ভালোর চেয়ে মন্দ,
সরল কথার চেয়ে মিথ্যাই তুমি ভালবাস ; *বিরাম*
[৬] তুমি সর্বনাশেরই সব কথা ভালবাস,
হে ছলনাপটু জিভ।

[৭] তাই ঈশ্বর তোমাকে ধ্বংস করবেন চিরকালের মত,
তোমার তাঁবু থেকে তোমাকে ধরে নিয়ে উচ্ছিন্ন করবেন,
তোমাকে নির্মূল করবেন জীবিতের দেশ থেকে ; *বিরাম*
[৮] তা দেখে ধার্মিকেরা ভয় পেয়ে
সেই লোকের পিছনে হেসে বলবে :
[৯] 'এই যে সেই লোক,
যে পরমেশ্বরকে করেনি তার আপন আশ্রয়দুর্গ,
বরং ধনসম্পদের প্রাচুর্যে ভরসা রাখল,
সব ধ্বংস করে শক্তি সঞ্চয় করল।'

[১০] আমি কিন্তু পরমেশ্বরের গৃহে যেন সতেজ জলপাইগাছের মত,
পরমেশ্বরের কৃপায় ভরসা রাখি চিরদিন চিরকাল।
[১১] তুমি যা করেছ, তার জন্য তোমার স্তুতি করব চিরকাল ;
তোমার ভক্তদের সামনে আশা রাখব তোমার নামেই,
মঙ্গলময় সেই নাম।

সামসঙ্গীত ৫৩

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর : মাহালাৎ। মাস্কিল। দাউদের রচনা।*

[২] নির্বোধ মনে মনে বলে, 'পরমেশ্বর নেই।'
তারা ভ্রষ্ট মানুষ, অপকর্ম করে ;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই।

[৩] স্বর্গ থেকে পরমেশ্বর আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন,
দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

[৪] তারা সবাই বিপথে গেছে,
সবাই মিলে কদাচার ;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই,
একজনও নেই।

[৫] যারা আমার জাতিকে গ্রাস করে যেমন রুটি গ্রাস করে খায়,
যারা পরমেশ্বরকে ডাকে না,
ওই অপকর্মাদের কি কোন জ্ঞান নেই?

৬ ওরা ভয়শূন্য স্থানে নিদারুণ ভয়ে অভিভূত হবে,
কারণ পরমেশ্বর অত্যাচারীদের হাড় ছড়িয়ে দিলেন;
তুমি ওদের লজ্জায় অভিভূত করলে,
কারণ পরমেশ্বর ওদের করলেন পরিত্যাগ।

৭ সিয়োন থেকে কে নিয়ে আসবে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ?
পরমেশ্বর যখন তাঁর আপন জাতিকে আবার ফিরিয়ে আনবেন,
তখন যাকোব মেতে উঠবে, ইস্রায়েল আনন্দ করবে।

সামসঙ্গীত ৫৪

১ *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। মাস্কিল। দাউদের রচনা।* ২ *সেসময়ে জিফের কয়েকটি লোক এসে সৌলকে বলল, 'দেখুন, দাউদ আমাদের কাছে লুকিয়ে আছে।'*

৩ পরমেশ্বর, তোমার নামের দোহাই সাধন কর আমার পরিত্রাণ,
তোমার পরাক্রমের দোহাই সম্পন্ন কর আমার সুবিচার।
৪ পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শোন,
কান দাও আমার মুখের কথায়।

৫ উদ্ধত লোক আমার বিরুদ্ধে উঠছে,
হিংসাপন্থী লোক আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে,
তারা নিজেদের সামনে পরমেশ্বরকে রাখে না। *বিরাম*

৬ সত্যি, পরমেশ্বরই আমার সহায়,
কেবল প্রভুই ধরে রাখেন আমার প্রাণ।
৭ অনিষ্ট ফিরে যাক আমার শত্রুদের কাছে,
তোমার বিশ্বস্ততায় তুমি তাদের স্তব্ধ করে দাও।

৮ আমি স্বেচ্ছাপূর্বক তোমার কাছে বলি উৎসর্গ করব,
তোমার নামের স্তুতিবাদ করব, প্রভু, মঙ্গলময় সেই নাম;
৯ হ্যাঁ, সেই নাম সকল সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছে আমায়,
আর আমি বিজয়ীর চোখে আমার শত্রুদের উপর তাকাতে পারলাম।

সামসঙ্গীত ৫৫

১ *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। মাস্কিল। দাউদের রচনা।*

২ আমার প্রার্থনায় কান দাও গো পরমেশ্বর,
আমার মিনতি থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখো না।
৩ আমাকে শোন, সাড়া দাও;
আমি তো দুশ্চিন্তায় অস্থির,
৪ শত্রুর কোলাহলে, দুর্জনের অত্যাচারে আমি সন্ত্রাসিত।

আমার উপর ওরা দুর্দশা আনে,
ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে নির্যাতন করে।

৫ বুকে হৃদয় কেঁপে কেঁপে ওঠে,
মৃত্যুর বিভীষিকা আমার উপর ঝরে পড়ে;
৬ আমাতে ভয় শিহরণ ঢোকে;
আমাকে আতঙ্ক আচ্ছাদিত করে।
৭ আমি বলি, 'কে আমাকে দিতে পারবে কপোতের মত ডানা,
আমি যেন উড়ে চলে গিয়ে বিশ্রাম পেতে পারি?
৮ দেখ, আমি দূরে পালিয়ে
প্রান্তরে রাত্রিযাপন করতাম, *বিরাম*
৯ ঝড়ঝঞ্ঝার কবল থেকে আশ্রয় পাবার জন্য
শীঘ্রই চলে যেতাম।'

১০ ওদের ধ্বংস কর, প্রভু; ওদের ভাষায় বিভেদ আন;
নগরে আমি যে দেখি হিংসা বিবাদ।
১১ দিনরাত নগরপ্রাচীরের উপর দিয়ে
ওরা ঘোরাফেরা করে,
১২ ভিতরে অপকর্ম অধর্ম বিরাজিত;
ভিতরে শুধু সর্বনাশ;
শাসানি ও ছলনা কখনও রাস্তা-ঘাট ছাড়ে না।

১৩ কোন শত্রু যে আমাকে অপবাদ দেয়, তেমন নয়,
তবে তা সহ্য করতাম।
কোন বিদ্বেষীও যে আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তেমন নয়,
তবে তার কাছ থেকে নিজেকে লুকোতে পারতাম।
১৪ কিন্তু তুমিই তো তাই করছ,
তুমি যে আমার বন্ধু, আমার পরমাত্মীয়, আমার সাথী।
১৫ আমরা মিলে কত না মধুর আলাপ করতাম,
কতই না অন্তরঙ্গতার সঙ্গে পরমেশ্বরের গৃহের দিকে হেঁটে চলতাম।

১৬ ওদের উপর মৃত্যু নামুক;
ওরা জিয়ন্তই পাতালে নেমে যাক,
কারণ ওদের ঘরে ওদের অন্তরে অনিষ্ট বিরাজিত।

১৭ আমি কিন্তু পরমেশ্বরকে ডাকি,
আর প্রভু ত্রাণ করেন আমায়।
১৮ সন্ধ্যা সকাল মধ্যাহ্নে আমি বিলাপ করি, গর্জে উঠি,

আর তিনি শোনেন আমার কণ্ঠ।
[১৯] আমার আক্রমণকারীদের হাত থেকে
তিনি শান্তিদানে আমাকে মুক্ত করেন,
কারণ ভিড় করেই ওরা আমাকে ঘিরে রাখছিল।

[২০] আদি থেকে যিনি সিংহাসনে সমাসীন,
সেই ঈশ্বর আমাকে শুনে ওদের অবনমিত করবেন,
কারণ ওদের পরিবর্তনও নেই,
পরমেশ্বরকেও ওরা ভয় করে না।

[২১] ও বন্ধুর বিরুদ্ধে বাড়ায় হাত,
আপন সন্ধি লঙ্ঘন করে।
[২২] ননির চেয়ে মসৃণ ওর মুখ,
কিন্তু ওর অন্তরে সংগ্রাম,
তেলের চেয়েও স্নিগ্ধ ওর কথা,
কিন্তু খোলা খড়্গেরই মত।

[২৩] প্রভুর উপর ফেলে দাও তোমার বোঝা,
তিনি তোমাকে ধরে রাখবেন;
ধার্মিককে তিনি কখনও টলমল হতে দেবেন না।

[২৪] ওগো পরমেশ্বর, রক্তলোভী ছলনাপটু মানুষ যারা,
তাদের তুমি গভীর গহ্বরে নামিয়ে দেবে;
তারা আয়ুর মধ্যভাগেও পৌঁছতে পারবে না।
আমি কিন্তু তোমাতেই ভরসা রাখি।

সামসঙ্গীত ৫৬

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: যোনাথ্ এলেম রেহোকীম। দাউদের রচনা। মিক্তাম। সেসময়ে ফিলিস্তিনিরা তাঁকে গাতে বন্দি করে রাখছিল।*

[২] আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর,
মানুষ যে অত্যাচার করে আমায়;
সারাদিন আক্রমণ চালিয়ে আমাকে তাড়না দেয়।
[৩] সারাদিন আমার শত্রুরা অত্যাচার করে আমায়,
কিন্তু, সেই ঊর্ধ্বলোকে, অনেকেই আমার পক্ষে সংগ্রামরত।

[৪] ভয়ের দিনে আমি তোমাতে ভরসা রাখি,
[৫] পরমেশ্বরে আমি তাঁর বাণীর প্রশংসা করি,
পরমেশ্বরেই তো ভরসা রাখি, ভীত হব না,

নশ্বর মানুষ আমার জন্য কীবা করতে পারবে?

৬ সারাদিন ওরা আমার কথা উলট-পালট করে,
আমার অনিষ্টের জন্য ভাবতে থাকে;
৭ ষড়যন্ত্র করে, চেয়ে থাকে আমার দিকে,
আমার প্রাণ হরণের প্রত্যাশায়
লক্ষ করে আমার পদক্ষেপ।
৮ অমন অপকর্মের জন্য ওরা যেন রেহাই না পেতে পারে!
ক্রোধভরে, পরমেশ্বর, জাতিসকলকে ধুলায় লুটিয়ে দাও।

৯ তুমি আমার দুর্দশার হিসাব রেখেছ,
তোমার পাত্রে রাখ গো আমার চোখের জল,
এসব কি তোমার খাতায় নেই?

১০ আমি তোমাকে ডাকলেই
সেদিন আমার শত্রুরা পিছন ফিরে চলে যাবে।
এতেই আমি জানি, পরমেশ্বর আমার পক্ষে।

১১ পরমেশ্বরে আমি তাঁর বাণীর প্রশংসা করি,
প্রভুতে তাঁর বাণীর প্রশংসা করি,
১২ পরমেশ্বরেই তো ভরসা রাখি, ভীত হব না,
লোকে আমার জন্য কীবা করতে পারবে?

১৩ ওগো পরমেশ্বর, আমি আমার সকল ব্রতের অধীন—
তোমাকে অর্ঘ্য নিবেদন করে জানাব ধন্যবাদ;
১৪ কারণ তুমি মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ,
পতন থেকে আমার পা করেছ উদ্ধার;
আমি যেন তোমার সম্মুখে, পরমেশ্বর,
জীবনের আলোতে চলতে পারি।

সামসঙ্গীত ৫৭

১ গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: বিনাশ করো না। দাউদের রচনা। মিক্তাম। সেসময়ে তিনি সৌলের সামনে থেকে গুহায় পালিয়ে যান।

২ আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, আমাকে দয়া কর,
তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছে আমার প্রাণ;
আমি তোমার পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় নেব
যতক্ষণ সর্বনাশ না চলে যায়।
৩ চিৎকার করে আমি পরাৎপর পরমেশ্বরকে ডাকি,
সেই ঈশ্বরকে যিনি পরাৎপর প্রতিফলদাতা।

[৪] স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে তিনি আমায় ত্রাণ করুন,
আমার অত্যাচারীদের ভর্ৎসনা করুন ; *বিরাম*
পরমেশ্বর তাঁর কৃপা ও বিশ্বস্ততা পাঠান যেন।

[৫] সিংহপালের মাঝে আমি শুয়েই থাকি,
মানুষদের প্রতি ওরা ঈর্ষায় জ্বলন্ত :
ওদের দাঁত বর্শা ও তীর,
ওদের জিহ্বা তীক্ষ্ণ খড়্গ।

[৬] স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হও, পরমেশ্বর,
সারা পৃথিবীর উপর বিরাজ করুক তোমার গৌরব।

[৭] আমার পায়ের সামনে ওরা জাল পাতল,
আমার প্রাণের জন্য পাতল ফাঁস,
আমার সামনে গর্ত খুঁড়ল,
কিন্তু তার মধ্যে নিজেরাই পড়ে গেল। *বিরাম*

[৮] আমার অন্তর সুস্থির, পরমেশ্বর,
আমার অন্তর সুস্থির,
আমি গান গাইব, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।
[৯] জাগ, আমার গৌরব!
জাগ, সেতার ও বীণা!
আমি উষাকে জাগরিত করব।

[১০] জাতিসকলের মাঝে আমি তোমার স্তুতিগান করব, প্রভু ;
সর্বদেশের মানুষের মাঝে করব তোমার স্তবগান,
[১১] কারণ মহান, আহা, আকাশছোঁয়াই তোমার কৃপা,
মেঘলোক-প্রসারী বিশ্বস্ততা তোমার।

[১২] স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হও, পরমেশ্বর,
সারা পৃথিবীর উপর বিরাজ করুক তোমার গৌরব।

সামসঙ্গীত ৫৮

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর : বিনাশ করো না। দাউদের রচনা। মিক্তাম।*

[২] হে প্রতাপশালীরা, তোমরা কি সত্যি ন্যায্য রায় উচ্চারণ কর?
তোমরা কি সততার সঙ্গে আদমসন্তানদের বিচার কর?
[৩] না! অন্তরে তোমরা অন্যায়ই গড়ে তোল,
পৃথিবী জুড়ে তোমাদের হাত হিংসাই তৈরি করে।
[৪] মাতৃগর্ভ থেকে দুর্জনেরা বিপথগামী,

জন্ম থেকে মিথ্যাবাদীরা পথভ্রষ্ট।

[৫] বিষাক্ত সাপেরই মত ওরা বিষাক্ত,
বধির চন্দ্রবোড়ারই মত যা কান বন্ধ করে,
[৬] পাছে শোনে সাপুড়ের সুর,
নিপুণ মন্ত্রজালিকের সুর।

[৭] ওদের মুখের দাঁত ভেঙে দাও গো পরমেশ্বর,
উপড়ে ফেল যত সিংহের দাঁত, ওগো প্রভু।
[৮] সরে যাওয়া জলের মতই ওরা বিলীন হয়ে যাক,
ম্লান হয়ে পড়া তেমন মানুষদের মত নিজেদের তীর মাড়িয়ে দিক,
[৯] চলতে চলতে গলে যাওয়া শামুকের মত হোক,
সূর্য দেখে না, গর্ভে এমন মৃত ভ্রূণেরই মত হোক।
[১০] কাঁটাগাছ কিংবা বন্যজন্তু বা আগুন
এক পলকেই ওদের ছিনিয়ে নিক।

[১১] প্রতিশোধ দেখে ধার্মিকজন আনন্দ করবে,
দুর্জনের রক্তে পা ধুয়ে নেবে।
[১২] মানুষ তখন বলবে, 'ধার্মিকের জন্য সত্যি পুরস্কার আছে;
সত্যি ঈশ্বর আছেন, যিনি পৃথিবীতে বিচার সম্পাদন করেন।'

সামসঙ্গীত ৫৯

[১] গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: বিনাশ করো না। দাউদের রচনা। মিক্তাম। সেসময়ে সৌল দাউদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের কাছে ওত পেতে থাকতে লোক পাঠিয়েছিলেন।

[২] শত্রুদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর, পরমেশ্বর আমার,
আক্রমণকারীদের হাত থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ।
[৩] অপকর্মাদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
আমাকে ত্রাণ কর রক্তলোভী মানুষদের হাত থেকে।

[৪] দেখ, ওরা আমার প্রাণ নেবার জন্য ওত পেতে আছে,
শক্তিশালীরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে;
আমার কোন অন্যায় নেই, নেই কোন পাপ, ওগো প্রভু,
[৫] আমি নির্দোষী হলেও ওরা ছুটে আসছে, নিজেদের প্রস্তুত করছে।
জাগ, আমার কাছে এসে চেয়ে দেখ!
[৬] হে প্রভু সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
সকল বিজাতির শাস্তি দিতে নিদ্রাভঙ্গ হও,
জঘন্য বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি দয়া করো না। *বিরাম*

[৭] সন্ধ্যায় ওরা ফিরে আসে, কুকুরের মত ডাক ছাড়ে,

শহরের পথে-ঘাটে ঘোরে।
[৮] দেখ, ওদের মুখে কেমন কথা!
ওদের ঠোঁটে রয়েছে খড়্গ:
'কেবা আমাদের শুনতে পায়?'

[৯] তুমি কিন্তু, প্রভু, ওদের নিয়ে তুমি তো হাস,
সকল বিজাতিকে উপহাস কর।
[১০] হে শক্তি, তোমারই দিকে চেয়ে আছি,
তুমিই যে আমার দুর্গ, হে পরমেশ্বর।
[১১] সেই কৃপাময় পরমেশ্বর এসে দাঁড়াবেন আমার সামনে,
পরমেশ্বরের জন্যই আমি আমার শত্রুদের উপর বিজয়ীর চোখে তাকাতে পারব।

[১২] তুমি ওদের সংহার করো না, পাছে আমার স্বজাতি ভুলে যায়,
তোমার প্রতাপে ওদের তাড়িত করে লুটিয়ে দাও,
হে প্রভু, আমাদের ঢাল।
[১৩] ওদের ঠোঁটের কথা মুখের পাপমাত্র!
ওদের অহঙ্কারে নিজেরাই ধরা পড়ুক,
ওরা যে অভিশাপ ও মিথ্যা উচ্চারণ করে!
[১৪] ওদের শেষ করে ফেল, রুষ্ট হয়ে ওদের শেষ করে ফেল,
ওরা নিশ্চিহ্ন হোক;
জানুক যে পরমেশ্বরই পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত
যাকোবের উপর প্রভুত্ব করেন। *বিরাম*

[১৫] সন্ধ্যায় ওরা ফিরে আসে, কুকুরের মত ডাক ছাড়ে,
শহরের পথে-ঘাটে ঘোরে;
[১৬] শিকারের খোঁজে ঘোরে;
তৃপ্ত না হলে গড়গড় করে।

[১৭] আমি কিন্তু করব তোমার শক্তির গুণগান,
প্রভাতে করব তোমার কৃপার গুণকীর্তন,
তুমি যে হলে আমার দুর্গ,
সঙ্কটের দিনে আমার আশ্রয়স্থল।

[১৮] হে শক্তি, তোমার উদ্দেশে স্তবগান করব,
হে পরমেশ্বর, তুমি যে আমার দুর্গ,
তুমি যে আমার কৃপাময় পরমেশ্বর।

সামসঙ্গীত ৬০

[১] গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: শুশান এদুৎ। মিক্তাম। দাউদের রচনা। শিক্ষণীয়। [২] সেসময়ে তিনি আরাম-নাহারাইমের ও আরাম জোবার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, এবং যোয়াব ফেরার পথে লবণ-উপত্যকায় এদোমীয়দের বারো হাজার লোক পরাজিত করলেন।

[৩] হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের ত্যাগ করেছ, করেছ ভগ্নচূর্ণ,
তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে, এখন ফিরে এসো আমাদের কাছে।
[৪] এ দেশকে কম্পান্বিত করেছ, করেছ দীর্ণ,
এর ফাটলগুলি সংস্কার কর—টলে যাচ্ছে যে দেশ!
[৫] তোমার জাতিকে দেখিয়েছ দুর্দশার দিন,
আমাদের পান করিয়েছ এমন এক আঙুররস—
আমাদের ঘুর লাগে এখন।

[৬] যারা তোমাকে ভয় করে, তাদের দিয়েছ একটা চিহ্ন,
ধনুকের আঘাত থেকে তারা যেন দূরে পালিয়ে যেতে পারে। *বিরাম*
[৭] তোমার প্রীতিভাজনেরা যেন নিস্তার পেতে পারে,
তোমার ডান হাত দ্বারা আমাদের ত্রাণ কর, সাড়া দাও।

[৮] তাঁর পবিত্রধামে পরমেশ্বর কথা বললেন,
'আমি উল্লাস করব, সিখেম বিভক্ত করব,
সুক্কোৎ উপত্যকা মেপে নেব।
[৯] গিলেয়াদ তো আমার, মানাসেও আমার,
এফ্রাইম আমার শিরস্ত্রাণ, যুদা আমার রাজদণ্ড,
[১০] মোয়াব আমার ধোয়ার পাত্র,
এদোমের উপর পাদুকা নিক্ষেপ করব,
ফিলিস্তিয়ার উপর আমার জয়নাদ তুলব।'

[১১] কে আমাকে সুরক্ষিত নগরীতে নিয়ে যাবে?
কে আমাকে এদোমে চালনা করবে?
[১২] হে পরমেশ্বর, তুমিই নয় কি, যে তুমি ত্যাগ করেছ আমাদের,
যে তুমি, হে পরমেশ্বর, আর বেরিয়ে যাও না আমাদের বাহিনীর সঙ্গে?

[১৩] শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তায় এসো,
বৃথাই যে মানুষের দেওয়া পরিত্রাণ।
[১৪] পরমেশ্বরের সঙ্গে আমরা পরাক্রম সাধন করব,
তিনিই তো আমাদের শত্রুদের পায়ে মাড়িয়ে দেবেন।

সামসঙ্গীত ৬১

[১] গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। দাউদের রচনা।

[২] আমার চিৎকার শোন গো পরমেশ্বর,
আমার প্রার্থনায় মনোযোগ দাও।
[৩] পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি,
আমার অন্তর মূর্ছিত-প্রায়;
আমার পক্ষে উঁচু সেই শৈলে আমায় নিয়ে চল।
[৪] তুমিই তো হলে আমার আশ্রয়,
শত্রুর সামনে দৃঢ় দুর্গমিনার।
[৫] তোমার তাঁবুতে বাস করব চিরকাল,
তোমার ডানার নিভৃতে আশ্রয় নেব, *বিরাম*
[৬] কারণ তুমি, পরমেশ্বর, শুনেছ আমার ব্রতসকল,
যারা ভয় করে তোমার নাম,
তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার দিয়েছ আমায়।
[৭] রাজার আয়ুর দিনগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে দাও,
তাঁর জীবনের বর্ষগুলি প্রসারিত হোক যুগে যুগান্তে।
[৮] পরমেশ্বরের সম্মুখে তিনি সিংহাসনে চিরসমাসীন থাকুন,
কৃপা ও বিশ্বস্ততা তাঁকে রক্ষা করুক।
[৯] তবেই আমি চিরদিন করব তোমার নামগান,
দিনে দিনে আমার ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করব।

সামসঙ্গীত ৬২

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। ইদুথুনের সুর অনুসারে। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] কেবল পরমেশ্বরেই স্বস্তি পায় আমার প্রাণ,
তাঁরই কাছ থেকে আসে আমার পরিত্রাণ।
[৩] কেবল তিনিই আমার শৈল, আমার পরিত্রাণ,
তিনি আমার দুর্গ—আমি টলব না।
[৪] এই যে মানুষ হেলে পড়া কোন প্রাচীরের মত,
টলমল কোন বেড়ারই মত,
তাকে বিধ্বস্ত করতে তোমরা একযোগে আক্রমণ চালাবে আর কতকাল?
[৫] উচ্চপদ থেকে তাকে নামাবার জন্য ওরা শুধু ফন্দি আঁটে,
মিথ্যায় প্রসন্ন ওরা,
মুখে আশীর্বাদ করে,
কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দেয়। *বিরাম*
[৬] কেবল পরমেশ্বরেই স্বস্তি পায় আমার প্রাণ,
তাঁরই কাছ থেকে আসে আমার আশা;

[৭] কেবল তিনিই আমার শৈল, আমার পরিত্রাণ,
তিনি আমার দুর্গ—আমি টলব না।
[৮] পরমেশ্বরেই আমার পরিত্রাণ, আমার গৌরব ;
পরমেশ্বরেই আমার শক্তিশৈল, আমার আশ্রয়।
[৯] হে জনগণ, তাঁর উপরেই অনুক্ষণ ভরসা রাখ,
তাঁর সম্মুখে অন্তর উজাড় করে দাও—পরমেশ্বর আমাদের আশ্রয়।

বিরাম

[১০] সত্যি, আদমসন্তান একটা ফুৎকার মাত্র,
মানবসন্তান মায়াই শুধু,
দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে তারা মিলে ফুৎকারের চেয়েও লঘুভার।
[১১] তোমরা শোষণে ভরসা রেখো না,
লুণ্ঠনেও বৃথা আশা রেখো না ;
ধনসম্পদে হৃদয় আসক্ত করো না,
যদিও সেই সম্পদ বাড়ে।
[১২] পরমেশ্বর একটি কথা বলেছেন,
আমি শুনেছি দু'টি কথা—
পরমেশ্বরেরই তো সর্বশক্তি,
[১৩] কৃপাও তোমার, ওগো প্রভু,
তুমি তো প্রত্যেককে কাজ অনুযায়ী দান কর প্রতিফল।

সামসঙ্গীত ৬৩

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা। সেসময়ে তিনি যুদার মরুপ্রান্তরে ছিলেন।*

[২] ওগো পরমেশ্বর, ওগো আমার ঈশ্বর, ভোর হতে তোমারই অন্বেষণ করি,
তোমারই জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর,
তোমারই জন্য আমার দেহ ব্যাকুল,
যেন শুষ্ক, শীর্ণ, জলহীন ভূমি।
[৩] তাই পবিত্রধামে তোমার দিকেই দৃষ্টি রাখি
তোমার শক্তি ও গৌরব দেখবার জন্য।
[৪] তোমার কৃপা জীবনের চেয়ে শ্রেয়,
তাই আমার ওষ্ঠ তোমার মহিমাকীর্তন করবে।
[৫] তাই যতদিন বাঁচব আমি তোমাকে বলব ধন্য,
তোমার নামে দু'হাত তুলব।
[৬] সুস্বাদু ভোজেই যেন তৃপ্ত হবে আমার প্রাণ,

আনন্দপ্লুত ওষ্ঠে আমার মুখ করবে তোমার প্রশংসাবাদ।

৭ শয়নে আমি তোমায় স্মরণ করি,
রাতের প্রহরে প্রহরে করি তোমার ধ্যান।
৮ তুমি আমার সহায় হলে,
তাই তোমার পক্ষ-ছায়ায় আমি করি আনন্দগান।
৯ তোমাকে আঁকড়ে থাকে আমার প্রাণ,
আমাকে ধরে রাখে তোমার ডান হাত।

১০ কিন্তু আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট যারা,
তারা নেমে যাবে পৃথিবীর তলদেশে।
১১ তাদের তুলে দেওয়া হবে খড়্গের মুখে,
শিয়ালদেরই খাদ্য হবে তারা।
১২ রাজা কিন্তু পরমেশ্বরে আনন্দ করবেন,
যে কেউ তাঁর দিব্যি দিয়ে শপথ করে, সে গর্ববোধ করবে,
কারণ বন্ধ করা হবেই মিথ্যাবাদীদের মুখ।

সামসঙ্গীত ৬৪

১ *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

২ শোন, পরমেশ্বর, আমার বিলাপের কণ্ঠ,
শত্রুর ভয়ভীতি থেকে আমার জীবন রক্ষা কর।
৩ দুষ্কর্মাদের চক্রান্ত থেকে, অপকর্মাদের কোলাহল থেকে
আমাকে লুকিয়ে রাখ।

৪ ওরা জিহ্বা তীক্ষ্ণ করে খড়্গের মত,
তীরের মতই ছোড়ে তিক্ত কথা।
৫ নিভৃতস্থান থেকে ওরা নির্দোষকে লক্ষ করে,
হঠাৎ তীর ছোড়ে, আর কিছুই করে না ভয়।
৬ কুকর্মের জন্য ওরা মন স্থির করে,
গোপনে ফাঁদ পাতার ষড়যন্ত্র করে,
ওরা বলে, 'কে তা দেখতে পাবে?'
৭ অন্যায়ের কথা ভেবে ওরা সুচিন্তিত ফন্দি খাটায়।
মানুষ তো একটা সমাধিস্থল, তার অন্তর অতল।

৮ পরমেশ্বর কিন্তু ওদের উপর তীর ছুড়বেন,
হঠাৎ আহত হবে ওরা;
৯ ওদের নিজেদের জিহ্বাই ঘটাবে ওদের পতন,
ওদের দেখে সবাই মাথা নেড়ে উপহাস করবে।

[১০] তখন ভয় পেয়ে
সকলে পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করবে,
তিনি যা সাধন করেছেন, তা বুঝতে পারবে।

[১১] ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করবে,
প্রভুতে আশ্রয় নেবে;
সরলহৃদয় সকল মানুষ উৎফুল্ল হবে।

সামসঙ্গীত ৬৫

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা। গান।*

[২] হে পরমেশ্বর, সিয়োনে প্রশংসা তোমার প্রাপ্য;
তোমার কাছে ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়;
[৩] তুমি যে মিনতি শোন;
তোমার কাছে আসে নশ্বর সকল জীব।
[৪] আমাদের পক্ষে ভারী তো অপরাধের বোঝা,
কিন্তু আমাদের যত অন্যায় তুমি মার্জনা কর।

[৫] সুখী সেই জন, যাকে বেছে নিয়ে তুমি কাছে ডাকলে,
সে তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস।
তোমার গৃহের মঙ্গলদানে,
তোমার মন্দিরের পবিত্রতায় আমরা পরিতৃপ্ত হব।
[৬] তোমার ধর্মময়তার ভয়ঙ্কর কীর্তি দ্বারাই
তুমি তো আমাদের সাড়া দাও, হে আমাদের ত্রাণেশ্বর;
পৃথিবীর সকল প্রান্তের,
সুদূর যত সাগরের ভরসা যে তুমি,

[৭] তুমি পরাক্রমে পরিবৃত হয়ে
মহাপ্রতাপে পাহাড়পর্বত কর অবিচল।
[৮] তুমি শান্ত কর সাগর-গর্জন,
তরঙ্গ-গর্জন, জাতিসকলের কোলাহল।
[৯] তোমার মহা মহা চিহ্ন দে'খে
ভয় পেল পৃথিবীর প্রান্তদেশের অধিবাসী।
প্রভাত ও সন্ধ্যার বহির্দ্বারে
তুমি জাগাও আনন্দধ্বনি।

[১০] এই পৃথিবীকে দেখতে এসে তা তুমি জলসিক্ত কর,
প্রচুর দানেই তাকে ধনবতী করে তোল;
উছলে পড়ে পরমেশ্বরের নদী,

শস্যের ফসল ফলাও তুমি ;
এভাবেই তুমি প্রস্তুত কর মাটির বুক—
[১১] জলসিক্ত কর তার খাঁজ, সমান কর তার আল,
তা কোমল কর বৃষ্টিধারায়,
তার অঙ্কুর আশীর্বাদ কর।

[১২] তুমি বছরকে তোমার মঙ্গলদানেই মুকুটভূষিত কর,
তোমার রথ গমনে ঝরে পড়ে প্রাচুর্যের ধারা ;
[১৩] প্রান্তরের চারণভূমিতেও ঝরে পড়ে থাকে সেই ধারা ;
গিরিশ্রেণীর গায়ে আনন্দের সাজ।
[১৪] মাঠ মেষপাল-বসনে পরিবৃত,
উপত্যকা শস্য-আবরণে অলঙ্কৃত,
সবকিছু জয়ধ্বনি করে, করে গান।

সামসঙ্গীত ৬৬

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। গান। সামসঙ্গীত।*

সমগ্র পৃথিবী,
পরমেশ্বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল আনন্দচিৎকার,
[২] তাঁর নামের গৌরবে স্তবগান কর,
তাঁকে অর্পণ কর গৌরবময় প্রশংসাগান।
[৩] পরমেশ্বরকে বল : 'তোমার কর্মকীর্তি কত ভয়ঙ্কর !
তোমার প্রতাপ কত মহান !
তাই তোমার শত্রুরা তোমার বশ্যতা স্বীকার করে।
[৪] সমগ্র পৃথিবী তোমার উদ্দেশে প্রণত হোক,
তোমার উদ্দেশে স্তবগান করুক, করুক তোমার নামগান।' *বিরাম*

[৫] এসো তোমরা, দেখ পরমেশ্বরের যত কাজ,
আদমসন্তানদের জন্য তাঁর কর্মকীর্তি কেমন ভয়ঙ্কর !
[৬] তিনি সাগর শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করলেন,
পায়ে হেঁটেই পার হল তারা ;
সেইখানে এসো, আমরা তাঁকে নিয়ে আনন্দ করি।
[৭] স্বপরাক্রমে যিনি শাসন করেন চিরকাল,
তাঁর চোখ দেশগুলিকে লক্ষ করে,
বিদ্রোহীরা তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না। *বিরাম*

[৮] জাতিসকল, আমাদের পরমেশ্বরকে বল ধন্য,
শোনা যাক তাঁর প্রশংসাগানের সুর।

৯ তিনিই তো জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন আমাদের প্রাণ,
আমাদের পা টলমল হতে দিলেন না।
১০ তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, পরমেশ্বর,
আমাদের শোধন করেছ যেইভাবে রুপো শোধন করা হয়।
১১ আমাদের নিয়ে গেছ কারাবাসে,
আমাদের পিঠে চাপিয়েছ বোঝা।
১২ আমাদের মাথার উপর দিয়ে
মানুষকে চড়াতে দিয়েছ ঘোড়া ;
আগুন ও জল পার হয়ে এসেছি আমরা,
শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।

১৩ আহুতিবলি নিয়ে আমি তোমার গৃহে ঢুকব,
তোমার কাছে উদ্‌যাপন করব সেই ব্রতসকল,
১৪ আমার ওষ্ঠ যা উচ্চারণ করল,
সঙ্কটে আমার মুখ যা প্রতিজ্ঞা করল।
১৫ তোমার উদ্দেশে আমি দগ্ধ মেষের ধূপ-ধোঁয়ার সঙ্গে
নধর পশু আহুতিরূপে উৎসর্গ করব,
বৃষের সঙ্গে ছাগও বলিদান করব। *বিরাম*

১৬ এসো, শোন তোমরা সকলে, পরমেশ্বরকে ভয় কর যারা,
এসো, তোমাদের বলব আমার জন্য কী করেছেন তিনি—
১৭ আমার এই মুখে আমি চিৎকার করে ডেকেছিলাম তাঁকে,
আমার এই জিহ্বায় বেজে উঠেছিল তাঁর বন্দনাগান।
১৮ মনে মনে আমি যদি অধর্মের প্রতি আসক্ত থাকতাম,
তবে প্রভু আমাকে শুনতেন না।
১৯ কিন্তু সত্যি শুনেছেন পরমেশ্বর,
তিনি মনোযোগ দিয়েছেন আমার প্রার্থনার কণ্ঠে।

২০ ধন্য পরমেশ্বর! তিনি তো ফিরিয়ে দেননি প্রার্থনা আমার,
আমা থেকে ফিরিয়ে নেননি তিনি তাঁর কৃপা।

সামসঙ্গীত ৬৭

১ *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। সামসঙ্গীত। গান।*

২ পরমেশ্বর আমাদের দয়া করুন, আমাদের আশীর্বাদ করুন,
আমাদের উপর আপন শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তুলুন, বিরাম
৩ যেন পৃথিবীতে জ্ঞাত হয় তোমার পথ,
সকল দেশের মাঝে তোমার পরিত্রাণ।

৪ জাতিসকল তোমার স্তুতি করুক, পরমেশ্বর,
সর্বজাতি করুক তোমার স্তুতি।

৫ মহোল্লাসে আনন্দগান করুক সকল দেশ,
তুমি যে ন্যায়ের সঙ্গেই জাতিসকল বিচার কর,
পৃথিবীতে যত দেশ চালিত কর। *বিরাম*

৬ জাতিসকল তোমার স্তুতি করুক, পরমেশ্বর,
সর্বজাতি করুক তোমার স্তুতি।

৭ এই দেশভূমি দিয়েছে তার আপন ফসল ;
পরমেশ্বর, আমাদের পরমেশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন।
৮ পরমেশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন,
তাঁকে ভয় করুক পৃথিবীর সকল প্রান্ত।

সামসঙ্গীত ৬৮

১ *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা। সামসঙ্গীত। গান।*

২ উত্থিত হোন পরমেশ্বর, তাঁর শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হোক,
তাঁর বিদ্বেষীরা তাঁর সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাক।
৩ ধোঁয়া যেমন দূর করা হয়,
তেমনি তুমি ওদের দূর করে দাও,
মোম যেমন গলে আগুনের মুখে,
তেমনি পরমেশ্বরের সম্মুখে দুর্জনেরা লুপ্ত হোক।

৪ ধার্মিকেরা কিন্তু আনন্দ করুক,
পরমেশ্বরের সম্মুখে উল্লাস করুক,
আনন্দে মেতে উঠুক,
৫ পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান গাও তোমরা, কর তাঁর নামগান,
মেঘপ্রান্তরে 'প্রভু' নামে যিনি রথে চড়েন,
প্রস্তুত কর তাঁর পথ, তাঁর সম্মুখে কর আনন্দোল্লাস।

৬ এতিমদের পিতা, বিধবাদের রক্ষক,
তা-ই পরমেশ্বর নিজের পবিত্র বাসস্থানে।
৭ পরমেশ্বর সঙ্গীহীনদের ঘরে আসন দেন,
বন্দিদের আনন্দময় মুক্তিদানে বের করে আনেন,
বিদ্রোহীরা কিন্তু বসবাস করবে দগ্ধ মাটির দেশে।

৮ হে পরমেশ্বর, যখন তুমি বেরিয়ে যেতে তোমার আপন জাতির সামনে,
যখন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে তুমি যাত্রা করতে, *বিরাম*

[৯] তখন সিনাইয়ের পরমেশ্বরের সম্মুখে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর যিনি,
সেই পরমেশ্বরের সম্মুখে পৃথিবী কেঁপে উঠল,
আকাশ ঝরাল বৃষ্টিধারা।

[১০] তুমি তখন অপর্যাপ্ত বর্ষা সিঞ্চন করলে, পরমেশ্বর,
তোমার উত্তরাধিকারের শ্রান্ত মানুষকে তুমি উজ্জীবিত করলে।
[১১] তোমার লোকেরা সেই স্থানে বাস করল,
যা তোমার মঙ্গলময়তায়, পরমেশ্বর, তুমি প্রস্তুত করেছিলে দীনহীনের জন্য।

[১২] প্রভু একটি বাণী ঘোষণা করেন,
শুভসংবাদ এ : 'সেনাদল সুবিশাল!
[১৩] যত রাজা ও সেনাদল পালিয়ে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে,
ঘরের সেই সুন্দরী লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করে নিচ্ছে।

[১৪] তোমরা মেষঘেরিতে ঘুমিয়ে পড়ছ,
এমন সময়ে কপোতীর ডানা রুপোয় মোড়া,
পালকে পালকে সোনার আভা।'
[১৫] সেই সর্বশক্তিমান যখন রাজাদের চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন,
তখন সালমোন পর্বতে হল তুষারপাত।

[১৬] বাশানের পর্বত পরমেশ্বরেরই পর্বত,
বহুচূড়াময় পর্বতই বাশানের পর্বত;
[১৭] হে বহুচূড়াময় পর্বতমালা, কেন ঈর্ষার চোখে তাকাও সেই পর্বতের দিকে?
পরমেশ্বর নিজেই সেই পর্বত বেছে নিয়েছেন আপন আবাসরূপে,
সেইখানে প্রভু বসবাস করবেন চিরকাল।

[১৮] লক্ষ লক্ষ, অসংখ্যই পরমেশ্বরের রথ,
প্রভু সিনাই থেকে এসে প্রবেশ করলেন পবিত্রধামে।
[১৯] বন্দিদের সঙ্গে করে নিয়ে তুমি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলে,
মানুষদের কাছ থেকে, বিদ্রোহীদেরও কাছ থেকে উপঢৌকন পেলে,
যেন একটি বাসস্থান পেতে পার, হে প্রভু পরমেশ্বর।

[২০] ধন্য প্রভু দিনের পর দিন!
আমাদের ত্রাণেশ্বর আমাদের ভার বহন করেন। *বিরাম*
[২১] আমাদের ঈশ্বর পরিত্রাণকারী ঈশ্বর,
পরমেশ্বর প্রভুরই তো যত মৃত্যুর নির্গম-দ্বার!
[২২] হ্যাঁ, পরমেশ্বর তাঁর শত্রুদের মাথা
এবং অধর্মচারীদের সকেশ ললাটও চূর্ণ করবেন।

[২৩] প্রভু বললেন, 'বাশান থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব,

সমুদ্রতল থেকেই তাদের ফিরিয়ে আনব,
[২৪] তোমার পা যেন রক্তে সিঞ্চিত হয়,
তোমার কুকুরদের জিভ যেন শত্রুদের মধ্যে নিজ নিজ অংশ পেতে পারে।’

[২৫] তোমার শোভাযাত্রা, পরমেশ্বর, এখন দেখা দিচ্ছে,
আমার ঈশ্বর, আমার রাজার শোভাযাত্রা পবিত্রধাম অভিমুখে—
[২৬] আগে গায়কদল, পিছনে বাদকদল,
মাঝখানে খঞ্জনি বাজিয়ে কুমারীর দল।

[২৭] মহা জনসমাবেশে তোমরা পরমেশ্বরকে বল ধন্য,
ইস্রায়েলের উদ্ভবের সময় থেকেই প্রভুকে বল ধন্য।
[২৮] সেখানে দেখ, কনিষ্ঠজন বেঞ্জামিন আগে আগে আছে,
পরপর যুদার নেতারা তাদের লোকসহ,
জাবুলোনের নেতারা, নেফ্তালির নেতাসকল।

[২৯] পরমেশ্বর, তোমার শক্তি জারি কর,
পরমেশ্বর, আমাদের জন্য যা করেছ, তা দৃঢ় করে তোল।
[৩০] যেরুসালেম-শিখরে তোমার মন্দিরের খাতিরে
তোমার কাছে রাজারা আনবেন উপহার।

[৩১] নলবনের সেই পশুকে ধমক দাও,
জাতিদের বাছুরগুলির সঙ্গে সেই বৃষের পালকেও ধমক দাও,
বিনীত হয়ে ওরা তাল তাল রুপো এনে দিক;
যুদ্ধপ্রিয় যত জাতিকে বিক্ষিপ্ত কর;
[৩২] মিশর থেকে রাজদূতেরা আসবে,
ইথিওপিয়া পরমেশ্বরের কাছে হাত পাতবে।

[৩৩] পৃথিবীর রাজ্যসকল, পরমেশ্বরের উদ্দেশে কর গান,
প্রভুর উদ্দেশে তোল বাদ্যের ঝঙ্কার, *বিরাম*
[৩৪] তাঁরই উদ্দেশে, প্রাচীনকাল থেকে স্বর্গের স্বর্গে রথে চড়েন যিনি;
এই যে, তিনি শক্তিশালী কণ্ঠে বজ্রনাদ করেন।

[৩৫] পরমেশ্বরে আরোপ কর শক্তি,
তাঁর মহিমা ইস্রায়েলের উপর,
তাঁর শক্তি মেঘলোকে বিরাজিত।
[৩৬] পরমেশ্বর, তোমার পবিত্রধাম থেকে তুমি ভয়ঙ্কর,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিনি, তিনি তাঁর আপন জাতিকে শক্তি ও বল দান করেন।
ধন্য পরমেশ্বর!

সামসঙ্গীত ৬৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: লিলিফুল। দাউদের রচনা।*

[২] আমাকে ত্রাণ কর গো পরমেশ্বর,
আমার গলা যে ছাপিয়ে উঠছে জল।
[৩] পাঁকের গভীরে ডুবে গেছি, পা রাখার মত স্থান নেই,
অথৈ জলে পড়ে গেছি,
আমায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে খরস্রোত।

[৪] ডেকে ডেকে আমি পরিশ্রান্ত, আমার গলদেশ শুষ্ক,
আমার পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ।

[৫] যারা আমাকে অকারণে ঘৃণা করে,
তারা আমার মাথার চুলের চেয়েও সংখ্যায় বেশি।
যারা আমাকে অন্যায়ভাবে স্তব্ধ করে দেয়,
আমার সেই শত্রুরা অনেক শক্তিশালী।
আমি যা চুরি করিনি,
তা নাকি আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে?

[৬] হে পরমেশ্বর, তুমি জান আমি কতই না মূর্খ,
তোমার কাছে আমার কোন অপরাধ গোপন নয়।
[৭] হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, যারা তোমাতে আশা রাখে,
আমার কারণে তাদের যেন লজ্জিত না হতে হয়;
হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যারা তোমার অন্বেষণ করে,
আমার কারণে তাদের যেন অপমানিত না হতে হয়।
[৮] কারণ তোমার জন্যই আমি অপবাদ সহ্য করছি,
লজ্জায় ঢেকে যায় আমার মুখ।
[৯] আমার আপন ভাইদের কাছে আমি আজ বিদেশী যেন,
আমার সহোদরদের কাছে অপরিচিত লোকের মত।
[১০] কারণ তোমার গৃহের জন্য আগ্রহ গ্রাস করছে আমায়,
আমার উপরেই পড়ছে তোমার অপমানকারীদের অপবাদ।

[১১] উপবাস করে করেছি ক্রন্দন,
এজন্যও তারা আমাকে দিল অপবাদ।
[১২] গায়ে দিয়েছি চটের কাপড়,
অথচ তাদের কাছে হলাম কৌতুকের পাত্র।
[১৩] নগরদ্বারে বসে যারা, তারা আমার নিন্দা করে,
আমাকে নিয়ে গান বাঁধে মাতালের দল।

[১৪] আমি কিন্তু তোমার কাছে, প্রভু,
প্রসন্নতার সময়ে প্রার্থনা করি ;
তোমার মহাকৃপায়, পরমেশ্বর,
তোমার পরিত্রাণের বিশ্বস্ততায় আমাকে সাড়া দাও।

[১৫] পাঁকের গভীর থেকে আমাকে উদ্ধার কর আমি যেন না ডুবে যাই ;
আমার বিদ্বেষীদের হাত থেকে,
অথৈ জলগর্ভ থেকে আমি যেন উদ্ধার পাই।
[১৬] বন্যার খরস্রোত আমায় যেন না বয়ে নিয়ে যায়,
আমাকে যেন গ্রাস না করে সাগরতল,
আমার উপর যেন আপন মুখ বন্ধ না করে গহ্বর।

[১৭] আমাকে সাড়া দাও, প্রভু, তোমার কৃপা যে মঙ্গলময়!
তোমার অপার স্নেহের দোহাই আমার দিকে ফিরে চাও।
[১৮] তোমার দাস থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ,
সঙ্কটে আছি, শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও।
[১৯] কাছে এসো, আমার প্রাণমুক্তির মূল্য দাও ;
আমার শত্রুদের কারণে আমাকে মুক্ত কর।

[২০] তুমি তো জান আমার লাঞ্ছনা, আমার লজ্জা, আমার অপমান,
তোমার সামনেই তো আমার সকল শত্রু।
[২১] সেই অপবাদ ভেঙে দিয়েছে আমার হৃদয়, আমি অসুস্থ এখন ;
সহানুভূতি আশা করেছি—পাইনি কিছুই ;
কোন এক সান্ত্বনাদাতার প্রতীক্ষায় ছিলাম—পাইনি কাউকে।

[২২] আমার খাদ্যে ওরা মাখিয়েছে বিষ,
আমার তৃষ্ণায় পান করার মত আমাকে দিল সির্কা।
[২৩] ওদের ভোজনপাট হোক ওদের নিজেদের ফাঁদ,
ওদের প্রাচুর্য হোক ওদের নিজেদের ফাঁস।
[২৪] ওদের চোখ অন্ধ হোক ওরা যেন না দেখতে পায়,
ওদের কোমর কাঁপতে থাকুক অনুক্ষণ।

[২৫] ওদের উপর ঢেলে দাও তোমার আক্রোশ,
ওদের ধরে ফেলুক তোমার উত্তপ্ত ক্রোধ।
[২৬] ওদের বসতি হোক জনহীন,
ওদের শিবিরে কেউই বাস না করে যেন।
[২৭] কারণ যাকে তুমি আঘাত করেছ, ওরা তাকে তো ধাওয়া করে,
যাকে তুমি আহত করেছ, তার যন্ত্রণা ওরা বাড়িয়ে দেয়।

২৮ দ্বিগুণ কর ওদের দণ্ড,
ওরা তোমার ধর্মময়তা পেতে অক্ষম হোক।
২৯ জীবনগ্রন্থ থেকে মুছে ফেলা হোক ওদের নাম,
ধার্মিকদের সঙ্গে ওরা তালিকাভুক্ত যেন না হয়।

৩০ আর আমি—আমি তো দুঃখী, বেদনাপীড়িতই আমি!
পরমেশ্বর, তোমার পরিত্রাণ আমায় নিরাপদে রাখুক।
৩১ গান গেয়ে আমি পরমেশ্বরের নামের প্রশংসা করব,
ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর মহিমাকীর্তন করব;
৩২ বলদ বা শিঙ-ক্ষুর থাকা বাছুরগুলির চেয়ে
এতেই প্রীত হবেন প্রভু।

৩৩ তা দেখে বিনম্ররা আনন্দিত হোক,
ঈশ্বর-অন্বেষী সকল! তোমাদের হৃদয় উজ্জীবিত হোক;
৩৪ কারণ প্রভু নিঃস্বকে শোনেন,
বন্দিদশায় পতিত তাঁর আপনজনদের তিনি অবজ্ঞা করেন না।

৩৫ আকাশ ও পৃথিবী তাঁর প্রশংসা করুক,
করুক যত সাগর ও সাগর-গর্ভে যত জলচর প্রাণী।
৩৬ কারণ পরমেশ্বর সিয়োনকে ত্রাণ করবেন,
যুদার নগরগুলি পুনর্নির্মাণ করবেন,
তখন লোকে সেখানে বাস করবে, হবে সেই দেশের মালিক।
৩৭ তাঁর দাসদের বংশ পাবে সেই দেশের উত্তরাধিকার,
যারা তাঁর নাম ভালবাসে, তারা সেখানে করবে বসবাস।

সামসঙ্গীত ৭০

১ *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা। স্মরণার্থক।*

২ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার,
আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

৩ লজ্জিত নতমুখ হোক তারা,
আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট যারা;
আমার অমঙ্গলে যারা প্রীত,
তারা অপমানিত হয়ে পিছু হটে যাক।
৪ যারা 'কি মজা, কি মজা' বলে,
লজ্জায় তারা নিজেদের মুখ ফিরিয়ে দিক।

৫ তোমার সকল অন্বেষী মেতে উঠুক,
তোমাতে আনন্দ করুক,

যারা তোমার ত্রাণ ভালবাসে,
তারা অনুক্ষণ বলে উঠুক, ‘পরমেশ্বর মহান!’

৬ কিন্তু দীনহীন নিঃস্ব যে আমি!
আমার কাছে শীঘ্রই এসো, পরমেশ্বর।
তুমিই তো আমার সহায়, আমার মুক্তিদাতা,
আর দেরি করো না, প্রভু।

সামসঙ্গীত ৭১

১ প্রভু, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।
২ তোমার ধর্মময়তায় আমাকে উদ্ধার কর, রেহাই দাও,
কান দাও, কর গো পরিত্রাণ।
৩ হও তুমি আমার জন্য একটি শৈলাশ্রয়,
যেখানে আমাকে ত্রাণ করার জন্য
তুমি আমাকে চিরকালের মত ঢুকতে আজ্ঞা কর,
তুমিই যে আমার শৈল, তুমিই যে আমার গিরিদুর্গ।

৪ হে আমার পরমেশ্বর, দুর্জনের হাত থেকে,
অসৎ নির্দয় মানুষের হাত থেকে আমাকে রেহাই দাও।
৫ তুমিই তো আমার আশা, প্রভু,
যৌবনকাল থেকে তুমিই তো আমার ভরসা, প্রভু।
৬ জন্ম থেকেই আমি তোমার উপর নির্ভরশীল,
মাতৃগর্ভ থেকে তুমিই আমার সহায়,
তোমার উদ্দেশে আমার অবিরত প্রশংসাবাদ।

৭ অনেকের কাছে আমি হয়েছি প্রহেলিকা যেন,
তুমিই কিন্তু হলে আমার দৃঢ় আশ্রয়।
৮ আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পূর্ণ,
পূর্ণই তোমার কান্তিতে সারাদিন ধরে।

৯ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না,
আমি শক্তিহীন হলে, তখনও আমাকে পরিত্যাগ করো না।
১০ আমার শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে,
যারা আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট, তারা একজোট হয়ে মন্ত্রণা করছে;
১১ ওরা বলে: ‘পরমেশ্বর তাকে ত্যাগ করেছেন,
ধাওয়া করে ধর তাকে,
উদ্ধার করার মত তার কেউ নেই।’

১২ আমা থেকে দূরে থেকো না, পরমেশ্বর,
আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, পরমেশ্বর আমার।
১৩ আমার অভিযোগকারী সবাই লজ্জিত নিঃশেষিত হোক,
আমার অনিষ্ট করতে সচেষ্ট সবাই
অপবাদে অপমানে আচ্ছন্ন হোক।

১৪ আমি কিন্তু অনুক্ষণ আশা রাখব,
করে যাব নব নব প্রশংসা তোমার।
১৫ আমার মুখ প্রচার করে যাবে তোমার ধর্মময়তা,
সারাদিন তোমার পরিত্রাণের কথা,
যদিও তার পরিমাপ আমার জানার অতীত।

১৬ এবার আমি প্রভুর পরাক্রান্ত কর্মকীর্তির বর্ণনায় আসব,
তোমারই, শুধু তোমারই ধর্মময়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেব।
১৭ যৌবনকাল থেকে তুমি, পরমেশ্বর, উদ্বুদ্ধ করেছ আমায়,
আর আমি আজও প্রচার করে চলি তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।
১৮ এখন আমি যে বৃদ্ধ, যে শুভ্রকেশ,
আমায় ত্যাগ করো না গো পরমেশ্বর,
যতক্ষণ না প্রচার করি তোমার প্রতাপ,
আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে তোমার পরাক্রম।
১৯ হে পরমেশ্বর, তোমার ধর্মময়তা আকাশছোঁয়া,
তুমি মহাকর্মই করেছ সাধন,
কেইবা তোমার মত, পরমেশ্বর?

২০ তুমি আমাকে বহু সঙ্কট ও অমঙ্গল দেখতে দিয়েছ,
তবু আমাকে পুনরুজ্জীবিত করবে,
আমাকে পুনরুত্থিতই করবে পৃথিবীর অতল থেকে,
২১ মহত্তর মর্যাদায় আমাকে ভূষিত করবে,
আমাকে পুনরায় সান্ত্বনা দান করবে।

২২ তখন বীণার ঝঙ্কারে আমি তোমার বিশ্বস্ততার জন্য
তোমাকে ধন্যবাদ জানাব, হে আমার পরমেশ্বর;
সেতার বাজিয়ে তোমার স্তবগান করব, হে ইস্রায়েলের পবিত্রজন।
২৩ তোমার স্তবগান গেয়ে আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ,
মুখর হয়ে উঠবে এই প্রাণ, যার মুক্তিকর্ম তুমি সাধন করলে।
২৪ আমার জিহ্বাও সারাদিন ধরে
তোমার ধর্মময়তা প্রচার করে যাবে,
কারণ আমার অনিষ্ট করতে সচেষ্ট যারা,

তারা হল লজ্জিত নতমুখ।

সামসঙ্গীত ৭২

[১] *সলোমনের রচনা।*

পরমেশ্বর, রাজাকে তোমার সুবিচার,
রাজপুত্রকে তোমার ধর্মময়তা প্রদান কর;
[২] তিনি ধর্মময়তায় তোমার আপন জনগণকে,
সুবিচার মতে তোমার দীনদুঃখীদের বিচার করুন।
[৩] পর্বতমালা জনগণের কাছে বয়ে আনুক শান্তি,
উপপর্বত ধর্মময়তাই বয়ে আনুক।
[৪] তিনি জাতির দীনদুঃখীদের পক্ষে বিচার করবেন,
করবেন নিঃস্ব মানুষের সন্তানদের পরিত্রাণ,
অত্যাচারীকে কিন্তু চূর্ণ করবেন।
[৫] তিনি দীর্ঘায়ু হবেন সূর্যের মত,
চন্দ্রের মত—যুগযুগস্থায়ী।
[৬] তিনি নেমে আসবেন তৃণভূমির উপরে বর্ষার মত,
সেই বৃষ্টিধারার মত যা মাটিকে জলসিক্ত করে।
[৭] তাঁর জীবনকালে ধর্মময়তা হবে প্রস্ফুটিত,
চন্দ্র যতদিন না বিলীন হয়,
ততদিন মহাশান্তি হবে বিরাজিত।
[৮] তিনি এক সাগর থেকে আর এক সাগর পর্যন্ত আধিপত্য করবেন,
মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায়।
[৯] মরুবাসীরা তাঁর সম্মুখে হাঁটু পাত করবে,
তাঁর শত্রুরা ধুলা চেটে খাবে।
[১০] তার্সিস ও দ্বীপপুঞ্জের রাজারা নিয়ে আসবেন অর্ঘ্যদান,
শেবা ও সাবার রাজারা রাজস্ব আনবেন;
[১১] সকল রাজা তাঁর উদ্দেশে প্রণিপাত করবেন,
তাঁকে সেবা করবে সকল দেশ।
[১২] কেননা যে-নিঃস্ব সাহায্যের জন্য চিৎকার করে,
যে-দীনজন অসহায় হয়, তিনি তাদের উদ্ধার করবেন।
[১৩] তিনি দীনহীন ও নিঃস্বের প্রতি দয়া করবেন,
ত্রাণ করবেন নিঃস্বদের প্রাণ।
[১৪] শোষণ আর হিংসার কবল থেকে তাদের মুক্ত করবেন,
তাঁর দৃষ্টিতে তাদের রক্ত হবে মূল্যবান।

[১৫] তিনি দীর্ঘজীবী হবেন,
তাঁকে দেওয়া হবে শেবা দেশের সোনা;
তাঁর জন্য নিত্যই প্রার্থনা করা হবে,
সারাদিন ধরে তাঁকে বলা হবে ধন্য।

[১৬] দেশে গমের প্রাচুর্য হবে,
পর্বত চূড়ায় চূড়ায় দোলবে তার শিষ।
লেবাননের মতই ফলবে তার ফল,
তার শস্য ফুটে উঠবে যেন মাটির ঘাস।

[১৭] তাঁর নাম বিরাজ করুক চিরকাল!
সূর্যের সামনে চিরস্থায়ী থাকুক সেই নাম,
তবেই সেই নামে সকল দেশ হবে আশিসধন্য,
তারা তাঁকে সুখী বলবে।

[১৮] ধন্য প্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
তিনিই আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক!
[১৯] ধন্য তাঁর গৌরবময় নাম চিরকাল,
সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হোক।
আমেন, আমেন।

[২০] যেসের পুত্র দাউদের প্রার্থনা-মালা সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড

সামসঙ্গীত ৭৩

[১] *সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা।*

আহা, ইস্রায়েলের প্রতি,
শুদ্ধহৃদয়দেরই প্রতি পরমেশ্বর কতই না মঙ্গলময়!

[২] অথচ আমি প্রায় হোঁচট খাচ্ছিলাম,
প্রায় টলে যাচ্ছিল আমার পা,
[৩] কারণ দুর্জনদের সমৃদ্ধি দেখে
দাম্ভিকদের ঈর্ষা করেছিলাম।
[৪] ওদের কখনও দুঃখকষ্ট নেই,
ওদের দেহ হৃষ্টপুষ্ট।
[৫] ওরা মরমানুষের মত দুর্দশাগ্রস্ত নয়;
অন্য লোকদের মত আঘাতগ্রস্ত নয়—

[৬] অহঙ্কার যেন ওদের গলার মালা,

হিংসাই ওদের বসন যেন।
৭ ওদের মেদপিণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে ওদের চোখ,
ওদের হৃদয় থেকে কত কুচিন্তা উপচে পড়ে।

৮ ওরা ব্যঙ্গ করে, ঈর্ষায় ভরা কথা বলে,
উঁচুস্থান থেকে অত্যাচারের হুমকি দেয়।
৯ ওরা আকাশ পর্যন্তই মুখ উঁচু করে,
ওদের জিহ্বা পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়ায়;

১০ এজন্য তাঁর জনগণ এই দিকে ফেরে
যেখানে প্রচুর জল পান করতে পারে।
১১ ওরা বলে, 'কী করেই বা জানবেন ঈশ্বর?
পরাৎপরের কি জানা থাকতে পারে?'
১২ দেখ, এরাই তো দুর্জন;
সবসময় নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ায় ধনসম্পদ।

১৩ তাই বৃথাই আমি শুদ্ধ রেখেছি হৃদয়,
বৃথাই নির্দোষিতায় ধুয়েছি দু'হাত।
১৪ আমি তো আঘাতগ্রস্ত সারাদিন ধরে,
দণ্ডিতই প্রতিটি সকালে।
১৫ যদি বলতাম, 'ওদের মতই কথা বলব,'
তাহলে তোমার এ যুগের সন্তানদের প্রতি অবিশ্বস্ত হতাম।

১৬ এসব বুঝবার জন্য ভাবতে লাগলাম,
কিন্তু আমার চোখে এ কী কঠিন কাজ!
১৭ অবশেষে ঈশ্বরের পবিত্রধামে ঢুকেই
আমি বুঝতে পারলাম ওদের পরিণাম।

১৮ আসলে তুমি তো পিচ্ছিল স্থানেই ওদের রাখ,
ওদের লুটিয়ে দাও সর্বনাশের মুখে।
১৯ এক পলকেই ওদের কী ধ্বংস হল—
ওরা আতঙ্কে নিঃশেষিত, বিলীন।
২০ প্রভু, জেগে ওঠার পর একটা স্বপ্নের মত,
জেগে উঠে তুমি অপচ্ছায়াই বলে ওদের অবজ্ঞা কর।

২১ যখন অস্থির ছিল আমার মন,
যখন উদ্বিগ্ন ছিল আমার হৃদয়,
২২ তখন আমি অবোধ অজ্ঞ ছিলাম,
তোমার সামনে ছিলাম পশুরই মত।

[২৩] আমি কিন্তু নিরন্তর তোমার সঙ্গে আছি,
তুমি আমার ডান হাত ধারণ করে রাখ।
[২৪] তোমার সুমন্ত্রণা দ্বারা তুমি আমায় চালনা কর,
আর শেষে তোমার আপন গৌরবে আমায় গ্রহণ করবে।

[২৫] স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে?
তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই।
[২৬] আমার দেহ, আমার হৃদয় নিঃশেষিতও হতে পারে,
পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল,
আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

[২৭] তোমা থেকে যারা দূরে আছে, তারা সত্যি লুপ্ত হবে,
তোমার প্রতি যারা অবিশ্বস্ত, তুমি তাদের সকলকে স্তব্ধ করে দাও।
[২৮] আমি কিন্তু—পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল,
তোমার কর্মকীর্তি বর্ণনা করার জন্য
আমি প্রভু পরমেশ্বরেই নিয়েছি আশ্রয়।

সামসঙ্গীত ৭৪

[১] *মাস্কিল। আসাফের রচনা।*

পরমেশ্বর, কেন তুমি আমাদের ত্যাগ করেছ চিরকালের মত?
কেন তোমার চারণভূমির মেষপালের প্রতি জ্বলে ওঠে তোমার ক্রোধ?
[২] মনে রেখ সেই জনমণ্ডলীর কথা তুমি যাকে একদিন কিনলে,
সেই গোষ্ঠীকে তোমার সম্পদরূপে তুমি যার মুক্তিকর্ম সাধন করলে,
সেই সিয়োন পর্বতকে তুমি যেখানে করলে বসবাস।

[৩] বাড়াও পা এ চিরকালীন ধ্বংসস্তূপের দিকে,
শত্রু সবকিছু ধ্বংস করল তোমার পবিত্রধামে।
[৪] তোমার বিরোধীরা গর্জে উঠল আমাদের সঙ্গে তোমার সেই সাক্ষাৎ-স্থানে,
সেখানে নিজেদের পতাকা পুঁতে রাখল চিহ্নরূপে।

[৫] বনের গভীরে কুড়াল উঁচু করে চালায় যারা,
[৬] তাদের মত কুঠার গদার আঘাতে
তারা ভেঙে ফেলল কাঠের যত কারুকাজ।

[৭] তারা আগুনে দিল তোমার পবিত্রধাম,
তোমার নামের আবাস ভূমিসাৎ ক'রে কলুষিতই করল।
[৮] তারা মনে মনে বলছিল, 'এসো, আমরা এদের সম্পূর্ণই চূর্ণ করি;'
তারা পুড়িয়ে দিল দেশে আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সমস্ত সাক্ষাৎ-স্থান।

[৯] আমরা আর কোন চিহ্ন দেখি না,
আর কোন নবী নেই,
আর আমরা কেউই জানি না এসব আর কতকাল?

[১০] আর কতকাল, পরমেশ্বর, বিরোধী দল দিয়ে যাবে অপবাদ?
শত্রু কি তোমার নাম উপেক্ষা করে যাবে চিরকাল?
[১১] কেন তুমি ফিরিয়ে নাও হাত?
কেনই বা তুমি ডান হাত এমনিই রাখ কোলের উপর?

[১২] অথচ পরমেশ্বর আদি থেকেই আমার রাজা,
তিনি পৃথিবীর বুকে সাধন করলেন পরিত্রাণ।
[১৩] তোমার প্রতাপে তুমি বিভক্ত করলে সাগর,
জলরাশির উপর টুকরো টুকরো করে ফেললে নাগদানবদের মাথা।
[১৪] তুমি লেভিয়াথানের সাত মাথা চূর্ণ করলে,
তার দেহটাকে মরুপ্রাণীদেরই খেতে দিলে,

[১৫] তুমিই খুলে দিলে জলের উৎস ও স্রোতের মুখ,
তুমিই সনাতন নদনদী শুষ্ক করলে।
[১৬] দিনও তোমার, রাতও তোমার,
তুমিই বসিয়েছ চন্দ্র ও সূর্য,
[১৭] তুমিই স্থাপন করেছ পৃথিবীর সীমারেখা,
তুমিই প্রবর্তন করেছ গ্রীষ্ম ও শীতের ঋতুচক্র।

[১৮] মনে রেখ, শত্রু প্রভুকে দিল অপবাদ,
নির্বোধ এক জাতি উপেক্ষা করল তোমার নাম।
[১৯] তোমার এ কপোতটির প্রাণ তুমি দিয়ো না গো বন্যজন্তুর মুখে,
তোমার দুঃখীদের প্রাণ ভুলে থেকো না চিরকাল ধরে।

[২০] তোমার আপন সন্ধি রক্ষা কর,
কেননা পৃথিবীর যত অন্ধকার কোণ হিংসার আস্তানায় পরিপূর্ণ।
[২১] অত্যাচারিতকে যেন না ফিরতে হয় অপমানিত হয়ে,
দুঃখী ও নিঃস্ব যেন করতে পারে তোমার নামের প্রশংসাবাদ।

[২২] উত্থিত হও, পরমেশ্বর; আত্মপক্ষ সমর্থন কর;
মনে রেখ, নির্বোধ মানুষ তোমায় অপবাদ দেয় সারাদিন।
[২৩] তোমার বিরোধীদের চিৎকার ভুলো না,
বাড়ে দিনে দিনে তোমার বিরোধীদের কোলাহল।

সামসঙ্গীত ৭৫

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: বিনাশ করো না। সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা। গান।*

[২] আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, পরমেশ্বর,
তোমাকে জানাই ধন্যবাদ ;
নিকটবর্তী—এ-ই তোমার নাম,
তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তি সঙ্কীর্তিত।

[৩] হ্যাঁ, আমারই নিরূপিত সময়ে
আমি সততার সঙ্গে বিচার সম্পাদন করব।
[৪] টলমল হয়ে উঠুক জগৎ ও তার সকল অধিবাসী,
আমিই তার স্তম্ভ ধরে রাখি অবিচল। *বিরাম*

[৫] দাম্ভিকদের আমি বলি, 'দম্ভ করো না,'
দুর্জনদের বলি, 'মাথা উঁচু করো না,
[৬] মাথা উঁচু করো না ঊর্ধ্বলোকের দিকে,
কথা বলো না উদ্ধতভাবে।'

[৭] পুব থেকে নয়, পশ্চিম থেকেও নয়,
মরুভূমি থেকে নয়, পাহাড়পর্বত থেকেও নয়,
[৮] পরমেশ্বর থেকেই বরং আসে বিচার,
কাউকে তিনি অবনমিত করেন, কাউকে উন্নীত করেন।
[৯] প্রভুর হাতে একটা পানপাত্র আছে,
মসলা-মেশানো সফেন আঙুররসে পূর্ণ সেই পাত্র ;
তিনি পাত্র থেকে তা ঢেলে দিচ্ছেন,
আর তার তলানি পর্যন্তই খাবে তারা,
তারা সকলেই পান করবে পৃথিবীর দুর্জন যারা।

[১০] আমি কিন্তু উল্লাস করব চিরকাল,
যাকোবের পরমেশ্বরের উদ্দেশে করব স্তবগান ;
[১১] আমি দুর্জনদের স্পর্ধা উচ্ছিন্ন করব,
তখন ধার্মিকদের প্রতাপ উন্নীত হবে।

সামসঙ্গীত ৭৬

[১] গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রে। সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা। গান।

[২] যুদায় পরমেশ্বর সুপরিচিত,
ইস্রায়েলে তাঁর নাম সুমহান।
[৩] সালেমে তাঁর তাঁবু,
সিয়োনে তাঁর আবাসগৃহ,
[৪] এইখানে তিনি ভেঙে দিলেন ধনুকের যত বিদ্যুৎশিখা,
ঢাল, খড়্গ, সংগ্রাম। *বিরাম*

[৫] শিকারের পর্বতমালায়
কত উজ্জ্বল তুমি, হে মহামহিম!
[৬] সম্পদ-লুণ্ঠিত হয়ে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল যত বীর,
কোন যোদ্ধা আর খুঁজে পাচ্ছিল না তার আপন হাত।
[৭] হে যাকোবের পরমেশ্বর, তোমার ধমক শুনে
থামল রথ, থামল অশ্ব।
[৮] তুমি—ভয়ঙ্কর তুমি!
তোমার ক্রোধ জ্বলে উঠলে কেবা দাঁড়াতে পারে তোমার সামনে?
[১০] পৃথিবীর সকল বিনম্রদের পরিত্রাণ করবে ব'লে
যখন তুমি বিচার করতে উত্থিত হও, পরমেশ্বর,
[৯] স্বর্গ থেকে যখন তুমি ঘোষণা কর তোমার বিচার আদেশ,
তখন ভয়ে মর্ত হয়ে পড়ে নিশ্চুপ। *বিরাম*
[১১] তুমি তো চূর্ণই কর মানুষের রোষ,
এ রোষ থেকে যারা বেঁচেছে, তাদের তুমি তোমাতেই ঘিরে রাখ।
[১২] তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে ব্রত নিয়ে সেগুলি পালনও কর।
যারা তাঁর চারপাশে আছে, সেই ভয়ঙ্করের কাছে তারা আনুক উপহার।
[১৩] তিনিই তো ক্ষমতাশালীদের শ্বাস কেড়ে নেন,
পৃথিবীর রাজাদের কাছে তিনি ভয়ঙ্কর।

সামসঙ্গীত ৭৭

[১] গানবাজনার পরিচালকের জন্য। ইদুথুনের সুর অনুসারে। আসাফের রচনা। সামসঙ্গীত।

[২] আমার কণ্ঠ পরমেশ্বরের কাছে যায়, আমি তো ডাকছি;
আমার কণ্ঠ পরমেশ্বরের কাছে যায়, তিনি যেন আমায় শুনতে পান।
[৩] সঙ্কটের দিনে প্রভুর অন্বেষণ করি,
সারারাত আমার হাত অক্লান্তভাবে প্রসারিত থাকে,
সান্ত্বনা মানে না আমার প্রাণ।
[৪] তোমার কথা স্মরণ ক'রে, পরমেশ্বর, আমি করি বিলাপ,
ভাবতে ভাবতে আমার আত্মা হয়ে পড়ে মূর্ছাতুর। *বিরাম*
[৫] জাগরণে তুমি তো খোলা রাখ আমার চোখ,
আমি অস্থির, আমি নির্বাক্।
[৬] চিন্তা করি বিগত দিনগুলির কথা,
অতীতকালের বছরগুলির কথা স্মরণ করি।
[৭] রাতে আমার হৃদয়ে বাজতে থাকে একটি গান,
ভাবতে ভাবতে আমার আত্মা এই প্রশ্নের হয় সম্মুখীন:

[৮] প্রভু কি আমাদের ত্যাগ করবেন চিরকালের মত?
তিনি কি আর কখনও প্রসন্ন হবেন না?
[৯] তাঁর কৃপা কি ফুরিয়ে গেছে চিরদিনের মত?
চিরতরে কি নিঃশেষ হয়েছে তাঁর সেই কথা?
[১০] ঈশ্বর কি ভুলে গেছেন তাঁর দয়া?
ক্রুদ্ধ হয়ে কি বন্ধ করেছেন তাঁর স্নেহধারা? *বিরাম*

[১১] তখন আমি বলি, 'এই তো আমার দুঃখ,
পরাৎপরের ডান হাতের পরিবর্তন হল।'
[১২] প্রভুর মহাকর্মের কথা স্মরণ করব,
স্মরণ করব অতীতকালের তোমার আশ্চর্য কাজের কথা।
[১৩] মনে মনে জপ করব তোমার কর্মকাহিনী,
ধ্যান করব তোমার মহাকর্ম সকল।

[১৪] পরমেশ্বর, তোমার পথ পুণ্যময়,
পরমেশ্বরের মত কেইবা তেমন মহান ঈশ্বর?
[১৫] তুমিই সেই ঈশ্বর, যিনি আশ্চর্য কাজ সাধন করেন,
জাতিসকলের মাঝে যিনি আপন প্রতাপ প্রকাশ করেন;
[১৬] নিজ বাহুবলে তুমি তোমার আপন জনগণ,
যাকোব ও যোসেফের সন্তানদের করেছ মুক্ত। *বিরাম*

[১৭] পরমেশ্বর, জলরাশি তোমাকে দেখল!
দেখে কম্পিত হল সেই জলরাশি;
অতলদেশও আলোড়িত হয়ে উঠল।
[১৮] মেঘপুঞ্জ ঢেলে দিল জলধারা,
আকাশে বেজে উঠল বজ্রধ্বনি,
চারদিকে ছুটাছুটি করল তোমার তীর।

[১৯] ঘূর্ণিঝড়ে নিনাদিত হল তোমার বজ্রনাদ,
বিদ্যুৎ ঝলকে আলোকিত হল জগৎ;
পৃথিবী আলোড়িত হল, কেঁপে উঠল;
[২০] তোমার পথ ছিল সাগরের মাঝে,
তোমার সরণি বিশাল জলরাশির মাঝে,
অথচ তোমার পায়ের চিহ্ন অদৃশ্যই ছিল।

[২১] মোশী ও আরোনের হাত দ্বারা
তুমি তোমার আপন জাতিকে চালনা করলে মেষপালেরই মত।

[১] *মাস্কিল। আসাফের রচনা।*

হে আমার আপন জাতি, আমার শিক্ষায় কান দাও,
আমার মুখের কথা কান পেতে শোন।
[২] এক উপমা-কাহিনীর জন্য আমি মুখ খুলব,
অতীতের গূঢ় ইতিকথা উচ্চারণ করব।

[৩] আমরা যা শুনেছি জেনেছি,
আমাদের পিতৃগণ যা বর্ণনা করেছেন আমাদের কাছে,
[৪] আমরা তা গোপন রাখব না তাদের সন্তানদের কাছে;
আগামী যুগের মানুষের কাছে
বর্ণনা করব প্রভুর প্রশংসা, তাঁর প্রতাপ,
সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন।

[৫] যাকোবে তিনি এক সাক্ষ্য স্থাপন করলেন,
ইস্রায়েলে এক বিধান জারি করলেন;
আমাদের পিতৃগণকে আজ্ঞা দিলেন
তাঁরা যেন তাই শেখান আপন সন্তানদের কাছে,
[৬] আগামী যুগের মানুষ, অনাগত যত সন্তান
তা যেন জানতে পারে,

আর তারাও তেমনি যেন উঠে আপন সন্তানদের কাছে তা বর্ণনা করে;
[৭] তারাও যেন পরমেশ্বরে আস্থা রাখে,
ঈশ্বরের কর্মকাহিনী ভুলে না যায়,
বরং তাঁর সমস্ত আজ্ঞা যেন পালন করে;
[৮] তারা যেন না হয় তাদের আপন পিতৃগণের মত,
সেই বিদ্রোহী ও জেদি যুগের মানুষ,
এমন যুগের মানুষ যাদের অন্তর ছিল অস্থির,
যাদের আত্মা ঈশ্বরের প্রতি ছিল অবিশ্বস্ত।

[৯] এফ্রাইম সন্তানেরা ধনুকে সজ্জিত হয়েও
পিঠ ফিরিয়ে দিল সংগ্রামের দিনে;
[১০] তারা পরমেশ্বরের সন্ধি মানল না,
তাঁর বিধানের পথে চলতে অস্বীকার করল।
[১১] তারা ভুলে গেল তাঁর মহাকর্মের কথা,
সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি দেখিয়েছিলেন তাদের;

[১২] তাদের পিতৃগণের সামনে তিনি সাধন করেছিলেন আশ্চর্য কর্মকীর্তি

মিশর দেশে, তানিসের মাঠে।
[১৩] সাগর দু'ভাগ করে তিনি পার করিয়েছিলেন তাদের,
জলকে দাঁড় করিয়েছিলেন বাঁধের মত;
[১৪] দিনের বেলায় একটা মেঘ দ্বারা,
সারারাত ধরে আগুনের আলো দ্বারা তাদের চালনা করতেন।
[১৫] মরুপ্রান্তরে শৈলশিলা বিদীর্ণ ক'রে
তিনি তাদের প্রচুর জল পান করালেন যেন সমুদ্রের অতল থেকে;
[১৬] শৈল থেকে বের করে আনলেন কত জলস্রোত,
নদনদীর মতই বইয়ে দিলেন জল।

[১৭] অথচ মরুদেশে পরাৎপরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে
তারা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করে চলল;
[১৮] মনোমত খাদ্য চেয়ে
অন্তরে ঈশ্বরকে যাচাই করল।
[১৯] তারা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে গজগজ করে একথা বলল,
'ঈশ্বর কি মরুপ্রান্তরে ভোজনপাট সাজাতে পারবেন?'
[২০] এই যে! তিনি শৈলে আঘাত হানলেই বইতে লাগল জল,
উছলে পড়ল যত খরস্রোত।
'তিনি কি রুটিও দিতে পারবেন,
আপন জনগণের জন্য কি মাংস যোগাতে পারবেন?'

[২১] তখন একথা শুনে প্রভু কুপিত হলেন,
যাকোবের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলে উঠল,
ইস্রায়েলের উপর জাগল তাঁর ক্রোধ;
[২২] তারা যে পরমেশ্বরে বিশ্বাস রাখল না,
ভরসা রাখল না তাঁর পরিত্রাণে।

[২৩] তবুও তিনি ঊর্ধ্বের মেঘপুঞ্জকে আজ্ঞা দিলেন,
খুলে দিলেন আকাশের যত দ্বার,
[২৪] তাদের উপর খাদ্যরূপে বর্ষণ করলেন মান্না,
তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম।
[২৫] মানুষ খেল শক্তিশালীদের রুটি,
তিনি তাদের কাছে পাঠালেন অপর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য;

[২৬] আকাশে তিনি পুব হাওয়া বইয়ে দিলেন,
আপন প্রতাপে আনলেন দক্ষিণ হাওয়া;
[২৭] তাদের উপর তিনি মাংস বর্ষণ করলেন ধুলার মত,
উড়ন্ত পাখি সাগরের বালুকণার মত,

[২৮] তা পড়ালেন তাদের শিবিরের মাঝে,
তাদের আবাসগুলির চতুর্দিকে।
[২৯] তারা খুব তৃপ্তির সঙ্গেই খেল,
তিনি তো তাদের সেই বাসনা করেছিলেন মঞ্জুর।
[৩০] সেই বাসনা তখনও তাদের ছাড়েনি,
খাদ্য তখনও ছিল তাদের মুখে,
[৩১] সেই সময় পরমেশ্বরের ক্রোধ তাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠল,
তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ যত মানুষকে তিনি সংহার করলেন,
ইস্রায়েলের যত যুবযোদ্ধাকে নিপাতিত করলেন।
[৩২] এসব কিছু সত্ত্বেও তারা পাপ করে চলল,
তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তিতে বিশ্বাস রাখল না;
[৩৩] তাই তিনি এক ফুৎকারেই ফুরিয়ে দিলেন তাদের আয়ুর দিন,
ভয়-ভীতিতে তাদের আয়ুর সন।
[৩৪] তিনি তাদের সংহার করলে তারা তাঁকে খুঁজত,
তাঁর দিকে ফিরত, ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করত;
[৩৫] তখন স্মরণ করত যে পরমেশ্বরই তাদের শৈল,
ঈশ্বর, সেই পরাৎপরই, তাদের মুক্তিসাধক।
[৩৬] মুখে তারা তাঁকে তোষামোদ করত,
জিহ্বায় তাঁকে মিথ্যা বলত;
[৩৭] তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল না কো তাদের অন্তর,
বিশ্বস্ত ছিল না তারা তাঁর সন্ধির প্রতি।
[৩৮] তবুও তাঁর করুণায় তিনি তাদের শঠতা ক্ষমা ক'রে
তাদের ধ্বংস করলেন না,
বহুবার ক্রোধ সংযত করলেন,
জাগাননি সমস্ত রোষ,
[৩৯] বরং স্মরণ করলেন, দেহমাংসের মানুষই মাত্র তারা,
তারা বাতাসই যেন—বয়ে গেলে আর ফেরে না।
[৪০] প্রান্তরে তারা কতবার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল,
মরুভূমিতে কতবার তাঁকে দুঃখ দিল;
[৪১] বারবার ঈশ্বরকে যাচাই করল,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে ব্যথা দিল।
[৪২] তারা স্মরণ করল না তাঁর হাতের কথা,
সেদিনের কথা, যেদিন তিনি অত্যাচারীর কবল থেকে তাদের মুক্ত করলেন,
[৪৩] যেদিন মিশরে তাঁর নানা চিহ্ন দেখিয়ে দিলেন,

যেদিন তানিসের মাঠে ঘটালেন কত অলৌকিক কাজ।
৪৪ তিনি তাদের নদনদী রক্তে পরিণত করলেন
তারা যেন কোন জলধারা থেকে পান না করতে পারে।
৪৫ তাদের গ্রাস করতে তিনি পাঠিয়ে দিলেন ডাঁশের ঝাঁক,
তাদের যন্ত্রণা দিতে বেঙের পাল।
৪৬ তিনি শুঁয়াপোকার হাতে দিলেন তাদের ফসল,
পঙ্গপালের কবলে তাদের শ্রমের ফল।
৪৭ শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধ্বংস করলেন তাদের সমস্ত আঙুরখেত,
তুষারপাতে তাদের সমস্ত ডুমুরগাছ।
৪৮ তিনি তাদের গবাদি পশুকে সঁপে দিলেন শিলাবৃষ্টির হাতে,
তাদের মেষপাল বজ্রের হাতে।
৪৯ তাদের উপর তাঁর উত্তপ্ত ক্রোধ,
কোপ, আক্রোশ, মর্মজ্বালা ঝেড়ে দিয়ে
পাঠিয়ে দিলেন দুর্দশার দূতের দল।
৫০ নিজ ক্রোধের পথ প্রস্তুত করে
তিনি মৃত্যু থেকে নিস্তার দিলেন না তাদের,
তাদের জীবন তুলে দিলেন মড়কের হাতে;
৫১ মিশরে সকল প্রথমজাতকে,
হামের তাঁবুতে তাঁবুতে বীরত্বের প্রথমফল আঘাত করলেন।
৫২ তিনি মেষপালের মতই তাঁর আপন জনগণকে বের করে আনলেন,
প্রান্তরের মধ্য দিয়ে মেষের মতই তাদের চালনা করলেন;
৫৩ তাদের তিনি নিরাপদে নিয়ে চললেন,
ফলে তারা কিছুই ভয় করল না,
সাগর কিন্তু তাদের শত্রুকে ঢেকে দিল।
৫৪ তিনি তাঁর পবিত্র ভূমিতে তাদের নিয়ে গেলেন,
সেই পর্বতে যা তাঁর আপন ডান হাত করেছিল জয়,
৫৫ তাদের সম্মুখ থেকে বিজাতীয়দের তাড়িয়ে দিলেন,
সেই উত্তরাধিকার তাদেরই বণ্টন করলেন,
ওদের তাঁবুতে বসালেন ইস্রায়েলের গোষ্ঠীসকল।
৫৬ তারা কিন্তু তাঁকে যাচাই করল,
পরাৎপর পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল,
তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলল না;
৫৭ তাদের পিতৃগণের মত তারাও পথভ্রষ্ট, অবিশ্বস্ত হল,
ঘুরেই বসল বেয়াড়া ধনুকের মত।

৫৮ তাদের উঁচুস্থানগুলি নিয়ে তারা তাঁকে ক্ষুব্ধ করল,
তাদের দেবমূর্তি নিয়ে তাঁকে ঈর্ষান্বিত করল ;

৫৯ তা শুনে পরমেশ্বর কুপিত হলেন,
ইস্রায়েলকে সম্পূর্ণরূপেই প্রত্যাখ্যান করলেন।
৬০ মানুষের মাঝে তিনি যে তাঁবুতে বসবাস করতেন,
শীলোর সেই আবাস ছেড়ে,
৬১ বন্দিদশায় নিজ প্রতাপ,
শত্রুহাতে নিজ মহিমা তুলে দিলেন ;
৬২ তাঁর আপন জাতিকে তিনি তুলে দিলেন খড়্গের মুখে,
তাঁর আপন উত্তরাধিকারের প্রতি কুপিত হলেন।

৬৩ আগুন তাদের যুবকদের গ্রাস করল,
তাদের কুমারীদের জন্য বাজল না কোন বিবাহের গান ;
৬৪ তাদের যাজকেরা খড়্গের আঘাতে পড়ল,
তাদের বিধবা নারীরা ক্রন্দন করতে পারল না।

৬৫ তখন প্রভু যেন ঘুম থেকেই জেগে উঠলেন
আঙুররসে মত্ত যোদ্ধাই যেন ;
৬৬ তাঁর শত্রুদের তিনি পিঠে আঘাত হানলেন,
তাদের দিলেন চিরকালীন অপবাদ।

৬৭ যোসেফের তাঁবুগুলি প্রত্যাখ্যান ক'রে,
এফ্রাইম গোষ্ঠীকেও বেছে না নিয়ে,
৬৮ তিনি বরং যুদা গোষ্ঠীকেই বেছে নিলেন,
সেই সিয়োন পর্বত যা তাঁর ভালবাসার পাত্র।
৬৯ তিনি তাঁর আপন পবিত্রধাম আকাশের মতই উঁচু করে নির্মাণ করলেন,
তা পৃথিবীর মতই সুস্থাপিত করলেন চিরকাল ধরে ;

৭০ তিনি তাঁর দাস দাউদকে বেছে নিলেন,
মেষঘেরি থেকে নিয়ে নিলেন তাঁকে।
৭১ দুগ্ধবতী মেষিকাদের পিছনে গমনাবস্থা থেকে তাঁকে আনলেন,
তাঁর আপন জাতি যাকোব,
তাঁর আপন উত্তরাধিকার ইস্রায়েলকে চরাবার জন্য,
৭২ আর তিনি অন্তরের সততায় চরালেন তাদের,
সুদক্ষ হাতেই তাদের চালনা করলেন।

সামসঙ্গীত ৭৯

১ *সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা।*

পরমেশ্বর, বিজাতিরা ঢুকেছে তোমার আপন উত্তরাধিকারে,
অশুচি করেছে তোমার পবিত্র মন্দির,
ধ্বংসস্তূপেই পরিণত করেছে যেরুসালেম।
২ তোমার দাসদের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের,
তোমার ভক্তদের দেহমাংস বন্যজন্তুদের খেতে দিয়েছে ওরা।
৩ যেরুসালেমের চারদিকে ওরা তাদের রক্ত ঝরিয়েছে জলেরই মত,
আর সমাধি দেওয়ার মত কেউই ছিল না।

৪ প্রতিবেশীদের কাছে আমরা এখন অপবাদের পাত্র,
আশেপাশের জাতিসকলের কাছে উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তু।
৫ আর কতকাল, প্রভু? তুমি কি ক্রুদ্ধ থাকবে চিরদিন?
তোমার ঈর্ষা কি জ্বলতে থাকবে আগুনের মত?

৬ যারা তোমাকে জানে না,
সেই বিজাতিদের উপর,
যারা তোমার নাম করে না,
সেই সব রাজ্যের উপর ঢেলে দাও তোমার রোষ,
৭ কারণ যাকোবকে গ্রাস করেছে ওরা,
ধ্বংস করেছে তার আবাসগৃহ।

৮ পিতৃপুরুষদের অপরাধের জন্য আমাদের দায়ী করো না,
তোমার স্নেহ শীঘ্রই আমাদের কাছে আসুক,
আমরা যে নিতান্ত নিরুপায়।
৯ তোমার নামের গৌরবের খাতিরেই, হে আমাদের ত্রাণেশ্বর,
আমাদের সহায়তা কর;
তোমার নামের দোহাই আমাদের উদ্ধার কর,
ক্ষমা কর আমাদের যত পাপ।

১০ বিজাতিরা কেনই বা বলবে,
'কোথায় ওদের পরমেশ্বর?'
আমাদের চোখের সামনে বিজাতিদের মাঝে জ্ঞাত হোক
তোমার দাসদের রক্তপাতের জন্য সেই প্রতিশোধ।

১১ তোমার কাছে যেতে পারে যেন বন্দিদের হাহাকার,
দণ্ডিতদের মৃত্যু থেকে বাঁচাও তোমার বাহুবলে।
১২ আমাদের প্রতিবেশীরা তোমাকে অপবাদ দিয়েছে, প্রভু,
ওদের বুকে তুমি সাতগুণ সেই অপবাদ ফিরিয়ে দাও;
১৩ আর আমরা, তোমার আপন জনগণ, তোমার চারণভূমির মেষপাল,

তোমাকে ধন্যবাদ জানাব চিরকাল,
যুগযুগ ধরে ঘোষণা করব তোমার প্রশংসাবাদ।

সামসঙ্গীত ৮০

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: শোশান্নিম-এদুৎ। আসাফের রচনা। সামসঙ্গীত।*

[২] হে ইস্রায়েলের পালক, কান পেতে শোন;
তুমি তো যোসেফকে মেষপালের মতই চালনা কর,
খেরুব বাহনে সমাসীন হয়ে
[৩] এফ্রাইম, বেঞ্জামিন ও মানাসের সামনে উদ্ভাসিত হও।
জাগাও তোমার পরাক্রম,
আমাদের ত্রাণ করতে এসো।

[৪] হে পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর,
শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

[৫] হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
তোমার জনগণের প্রার্থনার প্রতি
তুমি ক্ষুব্ধ থাকবে আর কতকাল?
[৬] তুমি খাদ্যরূপে অশ্রুজলই খেতে দিয়েছ তাদের,
পূর্ণমাত্রায় তাদের পান করিয়েছ অশ্রুজল।
[৭] প্রতিবেশীদের কাছে তুমি আমাদের করেছ বিবাদের কারণ,
আমাদের শত্রুরা আমাদের নিয়ে করে উপহাস।

[৮] হে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর,
শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

[৯] মিশর থেকে তুমি আনলে একটি আঙুরলতা,
বিজাতিদের তাড়িয়ে দিয়েই তুমি সেই লতা পুঁতলে;
[১০] তার জন্য তুমি নিড়িয়ে নিলে ভূমি,
তা শিকড় নামাল আর সেই লতায় পৃথিবী হল পরিপূর্ণ।

[১১] তার ছায়ায় আবৃত হল পাহাড়পর্বত,
আবৃত হল তার শাখায় বিশাল বিশাল এরসগাছ;
[১২] তা ছড়িয়ে দিল ডালপালা সাগর পর্যন্ত,
মহানদী পর্যন্ত তার নবীন অঙ্কুর।

[১৩] তুমি কেন ভেঙে দিলে তার প্রাচীর?
এখন যত পথিক লুটে নেয় তার ফল।
[১৪] বন্যশূকর তা তছনছ করে ফেলে,

সেখানে চরে বনের পশু।

[১৫] হে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, ফিরে এসো,
স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ,
এ আঙুরলতাকে দেখতে এসো।
[১৬] রক্ষা কর সেই চারাগাছ যা তোমার ডান হাত পুঁতেছে একদিন,
সেই পুত্রসন্তানকে যাকে নিজের জন্যই করেছ শক্তিশালী।
[১৭] সেই লতা এখন আগুনে পোড়া, এখন কাটা—
তোমার শ্রীমুখের ধমকে ওরা লুপ্ত হবেই।

[১৮] তোমার হাত থাকুক তোমার ডান পাশের মানুষের উপর,
থাকুক সেই আদমসন্তানের উপর যাকে নিজের জন্যই তুমি করেছ শক্তিশালী।
[১৯] আর কখনও তোমাকে ছেড়ে আমরা চলে যাব না,
তুমি আমাদের সঞ্জীবিত করবে আর আমরা করব তোমার নাম।

[২০] হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর,
শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

সামসঙ্গীত ৮১

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: গিত্তিৎ। আসাফের রচনা।*

[২] আমাদের শক্তি-পরমেশ্বরের উদ্দেশে সানন্দে চিৎকার কর,
যাকোবের পরমেশ্বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি,
[৩] গান ধর, বাজাও খঞ্জনি,
বীণার সঙ্গে মধুর সেতার,
[৪] বাজাও তুরি অমাবস্যায়,
পূর্ণিমার রাতে, আমাদের পর্বদিনে।

[৫] এ তো ইস্রায়েলের বিধি,
যাকোবের পরমেশ্বরের আদেশ।
[৬] যখন তিনি মিশর দেশের বিরুদ্ধে বেরিয়ে গেলেন,
তখনই তিনি তা সাক্ষ্যরূপে যোসেফকে দিলেন।

আমি শুনেছি অজানা কণ্ঠের এক বাণী:
[৭] 'তার কাঁধ থেকে আমি সরিয়ে দিয়েছি বোঝা,
তার হাত ছেড়ে দিয়েছে ঝুড়ি।
[৮] সঙ্কটে তুমি ডাকলে আর আমি তোমাকে নিস্তার করলাম,
বজ্রধ্বনির অন্তরাল থেকে আমি তোমাকে সাড়া দিলাম,
মেরিবার জলাশয়ে তোমাকে পরীক্ষা করলাম। *বিরাম*

[৯] শোন, আমার জাতি, সাবধান করে দিচ্ছি তোমায়,
ওগো ইস্রায়েল, তুমি যদি শুনতে আমায়!
[১০] তোমার মধ্যে যেন কোন বিদেশী দেবতা না থাকে,
বিজাতীয় কোন দেবতার উদ্দেশে তুমি যেন না কর প্রণিপাত।
[১১] আমিই প্রভু, তোমার পরমেশ্বর!
আমিই মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি তোমায়,
মুখ খুলে রাখ, আমি তা পরিপূর্ণ করব।

[১২] আমার জনগণ কিন্তু আমার কণ্ঠ শুনতে চাইল না,
ইস্রায়েল আমাকে মানতে চাইল না,
[১৩] তাই আমি তাদের জেদি হৃদয়ের হাতে তাদের ছেড়ে দিলাম,
নিজেদের মত অনুসারেই চলুক তারা।

[১৪] আমার জনগণ যদি শুনত আমায়!
ইস্রায়েল যদি চলত আমার সকল পথে!
[১৫] তাহলে আমি এখনই তাদের শত্রুদের নমিত করতাম,
তাদের প্রতিপক্ষদেরই বিরুদ্ধে ফেরাতাম হাত।

[১৬] যারা প্রভুকে ঘৃণা করে, তারা তার বশ্যতা স্বীকার করত,
তাদের শাস্তি হত চিরকালস্থায়ী।
[১৭] তোমাদের কিন্তু আমি সেরা গম খেতে দিতাম,
পাহাড়িয়া মধুতেই তোমাদের পরিতৃপ্ত করতাম।'

সামসঙ্গীত ৮২

[১] *সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা।*

পরমেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন ঐশ সমাবেশে,
ঐশজীবদের মধ্যে তিনি বিচার সম্পাদন করেন।

[২] 'আর কতকাল তোমরা সম্পন্ন করবে অন্যায়-বিচার?
দুর্জনদেরই পক্ষপাতিত্ব করে যাবে আর কতকাল? *বিরাম*
[৩] দীনজন ও এতিমের সুবিচার কর,
দীনহীন ও নিপীড়িতের অধিকার রক্ষা কর,
[৪] দীনজন ও নিঃস্বকে রেহাই দাও,
দুর্জনদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার কর।

[৫] তারা কিছুই জানে না, বোঝেও না কিছু,
অন্ধকারেই তারা চলে;
টলে যাচ্ছে পৃথিবীর সব ভিত।

৬ আমি বলেছি, "তোমরা ঐশজীব!
তোমরা সবাই পরাৎপরের সন্তান।"
৭ অথচ মানুষের মতই মরবে,
অন্য যে কোন নেতার মতই তোমাদের হবে পতন।'

৮ উত্থিত হও, পরমেশ্বর; পৃথিবীর বিচার কর,
সকল দেশ যে তোমারই সম্পদ।

সামসঙ্গীত ৮৩

১ *গান। সামসঙ্গীত। আসাফের রচনা।*

২ পরমেশ্বর, নিশ্চুপ থেকো না,
থেকো না বধির নিষ্ক্রিয়, ওগো ঈশ্বর।
৩ দেখ, তোমার শত্রুরা কোলাহল করছে,
যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তারা মাথা উঁচু করছে।

৪ ওরা তোমার জাতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটছে,
তোমার আশ্রিতজনদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করছে।
৫ ওরা বলে, 'এসো, দেশরূপে এদের নিশ্চিহ্ন করি,
ইস্রায়েলের নাম যেন আর কখনও স্মরণ করা না হয়।'

৬ ওরা একমন হয়ে একসঙ্গে মন্ত্রণা করছে,
তোমার বিরুদ্ধে সন্ধি স্থাপন করছে,
৭ এদোমের যত তাঁবু এবং ইসমায়েলীয় সকল,
মোয়াব এবং আগারের বংশধর যারা;
৮ গেবাল, আম্মোন ও আমালেক,
ফিলিস্তিয়া তুরস-অধিবাসীদের সঙ্গে;
৯ আসুরও যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে,
এরাই তো লোট সন্তানদের বাহু। *বিরাম*

১০ ওদের তুমি তাই কর, মিদিয়ানকে যা করেছিলে,
সিসেরা ও যাবিনকে যা করেছিলে কিশোন নদীর ধারে।
১১ এন্দোরে ধ্বংস হয়েছিল ওরা,
হয়েছিল মাটির সার।
১২ ওদের নেতাদের তুমি ওরেব ও জেয়েবের মত করে ফেল,
ওদের সকল নায়ককে করে ফেল জেবা ও সাল্‌মুন্নার মত।
১৩ ওরা বলেছিল, 'আমাদের নিজেদেরই জন্য, এসো,
পরমেশ্বরের চারণভূমি দখল করি।'

১৪ হে আমার পরমেশ্বর, তুমি ওদের ঘূর্ণিবায়ুর মত কর,

বাতাস-তাড়িত ধুলারই মত কর ;
[১৫] আগুন যেমন বন পুড়িয়ে ফেলে,
জ্বলন্ত শিখা যেমন গ্রাস করে পাহাড়পর্বত,
[১৬] তুমি তেমনি তোমার ঝড়ঝঞ্ঝায় ওদের ধাওয়া কর,
তোমার ঘূর্ণিঝড়ে ওদের সন্ত্রস্ত কর।
[১৭] ওদের মুখ লজ্জায় ঢেকে দাও,
ওরা যেন তোমার নাম অন্বেষণ করে, প্রভু।
[১৮] ওরা লজ্জিত, সন্ত্রাসিত হোক চিরদিন চিরকাল ধরে,
নতমুখ হোক, বিলুপ্ত হোক।
[১৯] জানুক ওরা যে তুমি, প্রভুই যাঁর নাম,
সারা পৃথিবীর উপর কেবল তুমিই পরাৎপর।

সামসঙ্গীত ৮৪

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর : গিত্তিৎ। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

[২] তোমার আবাসগৃহগুলো কতই না মনোরম,
হে সেনাবাহিনীর প্রভু ;
[৩] প্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য
আমার প্রাণ ব্যাকুল, আহা মূর্ছাতুর ;
জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে
আমার হৃদয়, আমার দেহ।

[৪] চড়ুই পাখিও খুঁজে পায় বাসা,
দোয়েলও পায় শাবকদের রেখে যাওয়ার নীড়—
সেই তো তোমার বেদি, হে সেনাবাহিনীর প্রভু,
হে আমার রাজা, হে আমার পরমেশ্বর।

[৫] সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে,
তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে। *বিরাম*
[৬] সুখী তারা, তোমাতেই যাদের শক্তি,
যাদের অন্তরে বিরাজিত তোমার যত পথ।

[৭] গন্ধতরুর উপত্যকা পেরিয়ে যেতে যেতে
তারা তা ঝরনায় পরিণত করে,
প্রথম বৃষ্টিও তা ভূষিত করে আশিসধারায় ;
[৮] প্রাকার প্রাকার তারা এগিয়ে চলে,
যতক্ষণ না দেবতাদের দেবতা সিয়োনেই দর্শন দেন।

[৯] হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শোন,

কান দাও, হে যাকোবের পরমেশ্বর। *বিরাম*

[১০] হে পরমেশ্বর, হে আমাদের ঢাল, চেয়ে দেখ,
দেখ তোমার অভিষিক্তজনের মুখের দিকে।

[১১] তোমার প্রাঙ্গণে যাপিত একদিন
অন্যত্র যাপিত সহস্র দিনের চেয়ে শ্রেয়;
দুর্জনের তাঁবুতে বাস করার চেয়ে
আমি বরং দাঁড়াব আমার পরমেশ্বরের গৃহের দুয়ারপ্রান্তে।

[১২] কারণ প্রভু পরমেশ্বর—তিনি তো সূর্য, তিনি ঢাল,
প্রভু অনুগ্রহ দান করেন, দান করেন গৌরব;
যাদের আচরণ নিখুঁত,
তাদের তিনি মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করেন না।

[১৩] হে সেনাবাহিনীর প্রভু,
সুখী সেই জন, যে তোমাতেই ভরসা রাখে।

সামসঙ্গীত ৮৫

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

[২] তোমার এ দেশের প্রতি তুমি প্রসন্ন ছিলে, প্রভু,
যাকোবের বন্দিদের ফিরিয়ে এনেছ তুমি;
[৩] হরণ করেছ তোমার জনগণের অপরাধ,
আবৃত করেছ তাদের সকল পাপ; *বিরাম*
[৪] সংবরণ করেছ তোমার সমস্ত কোপ,
ফিরিয়ে নিয়েছ তোমার উত্তপ্ত ক্রোধ।

[৫] হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর,
আমাদের উপর তোমার এ ক্ষোভ নিবৃত্ত কর।
[৬] তুমি কি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবে চিরকাল ধরে?
তুমি কি তোমার ক্রোধ প্রসারিত করে যাবে যুগে যুগান্তরে?

[৭] তোমার আপন জনগণ যেন তোমাতে হতে পারে আনন্দিত,
তুমি কি আমাদের করবে না পুনরুজ্জীবিত?
[৮] আমাদের দেখাও, প্রভু, তোমার কৃপা,
আমাদের দাও গো তোমার পরিত্রাণ।

[৯] আমি শুনব প্রভু ঈশ্বর কী কথা বলবেন;
আপন জনগণের কাছে, আপন ভক্তদের কাছে তিনি বলেন শান্তি;
তারা কিন্তু নির্বুদ্ধিতার দিকে যেন না ফিরে যায়!
[১০] যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের জন্য কাছেই রয়েছে তাঁর পরিত্রাণ,

আমাদের এ দেশে তাঁর গৌরব করবে বসবাস ;

[১১] কৃপা ও সত্যের হবে সম্মিলন,
ধর্মময়তা ও শান্তি করবে পরস্পর চুম্বন ;
[১২] মর্ত থেকে সত্য হবে অঙ্কুরিত,
স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াবে মুখ।

[১৩] সত্যিই প্রভু দান করবেন মঙ্গল,
আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল।
[১৪] তাঁর আগে আগে ধর্মময়তা চলবে,
আর তিনি সেই পথে পদার্পণ করবেন।

সামসঙ্গীত ৮৬

[১] *প্রার্থনা। দাউদের রচনা।*

প্রভু, কান পেতে শোন, আমাকে সাড়া দাও,
দীনহীন, নিঃস্ব যে আমি।
[২] আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমি যে তোমারই ভক্তজন,
ত্রাণ কর এ দাসকে যে তোমাতে ভরসা রাখে।
তুমিই তো আমার পরমেশ্বর!

[৩] আমাকে দয়া কর, প্রভু,
তোমাকেই যে ডাকি সারাদিন ধরে।
[৪] তোমার দাসের প্রাণ আনন্দিত করে তোল,
তোমারই প্রতি, প্রভু, তুলে ধরেছি আমার প্রাণ।

[৫] প্রভু, তুমি মঙ্গলময়, তুমি ক্ষমাশীল,
যারা তোমাকে ডাকে, তাদের প্রতি তোমার কৃপা মহান।
[৬] আমার প্রার্থনায় কান দাও, প্রভু,
মন দিয়ে শোন আমার মিনতির কণ্ঠ।

[৭] আমার সঙ্কটের দিনে ডাকব তোমায়,
কারণ তুমি আমাকে দেবেই সাড়া।
[৮] দেবতাদের মধ্যে কেউই নেই তোমার মত, প্রভু,
তোমার কর্মকীর্তির মত আর কিছুই নেই।

[৯] তোমার গড়া সকল দেশ এসে তোমার সম্মুখে, প্রভু, করবে প্রণিপাত,
তারা গৌরবান্বিত করবে তোমার নাম ;
[১০] কারণ তুমি মহান, তুমি সাধন কর আশ্চর্য কাজ,
শুধু তুমিই যে পরমেশ্বর।

[১১] তোমার পথ আমাকে শেখাও, প্রভু,
যেন তোমার সত্যে চলতে পারি ;
আমাকে দান কর এমন অখণ্ড হৃদয়,
যেন ভয় করতে পারি তোমার নাম।

[১২] প্রভু, পরমেশ্বর আমার, সমস্ত হৃদয় দিয়ে করব তোমার স্তুতিবাদ,
তোমার নাম গৌরবান্বিত করব চিরকাল ;
[১৩] কারণ আমার প্রতি তোমার কৃপা মহান,
পাতাল-গর্ভ থেকেই তুমি উদ্ধার করেছ আমার প্রাণ।

[১৪] ওগো পরমেশ্বর, আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে উদ্ধত লোকে,
একপাল হিংস্র মানুষ আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে,
নিজেদের সামনে ওরা তোমাকে রাখে না।

[১৫] তুমি কিন্তু, প্রভু, স্নেহশীল দয়াবান ঈশ্বর,
ক্রোধে ধীর, কৃপা ও বিশ্বস্ততায় ধনবান,
[১৬] আমার দিকে মুখ ফেরাও, আমাকে দয়া কর,
তোমার দাসকে তোমার শক্তি দাও,
তোমার দাসীর সন্তানকে কর পরিত্রাণ।

[১৭] তোমার মঙ্গলময়তার একটি চিহ্ন দেখাও আমায়,
যাতে আমার বিদ্বেষীরা লজ্জিত হয়ে দেখতে পায়,
তুমিই, প্রভু, আমাকে সহায়তা কর,
তুমিই আমাকে সান্ত্বনা দাও।

সামসঙ্গীত ৮৭

[১] *কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। সামসঙ্গীত। গান।*

তার ভিত পবিত্র পর্বতশ্রেণীর চূড়ায় ;
[২] এই সিয়োনের তোরণ প্রভু ভালবাসেন
যাকোবের সমস্ত আবাসের চেয়ে।
[৩] হে পরমেশ্বরের নগর,
তোমার বিষয়ে বলা হয় কতই না গৌরবের কথা। *বিরাম*

[৪] যারা আমাকে জানে,
তাদের মধ্যে রাহাব ও বাবিলনের কথা উল্লেখ করব ;
দেখ, ফিলিস্তিয়া, তুরস, ইথিওপিয়া—
সেখানে জন্মেছে সবাই।
[৫] কিন্তু সিয়োন সম্পর্কে বলা হবে, 'এর ওর জন্ম হয়েছে তারই কোলে ;
পরাৎপর নিজেই তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখেন।'

[৬] সর্বজাতির গণনাগ্রন্থে প্রভু একথা লিখবেন,
'সেইখানে হল এর জন্ম।' *বিরাম*
[৭] নেচে নেচে তারা গাইবে,
'আমার জলের উৎস, সবই তোমার মাঝে।'

সামসঙ্গীত ৮৮

[১] *গান। সামসঙ্গীত। কোরাহ্-সন্তানদের রচনা। গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সুর: মাহালাৎ লেয়ান্নোৎ। মাস্কিল। স্বদেশীয় হেমানের জন্য।*

[২] প্রভু, ত্রাণেশ্বর আমার, দিনমানে চিৎকার করলাম,
রাতে তোমার সামনে থাকি।
[৩] আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে যেতে পারে যেন,
কান পেতে শোন আমার বিলাপ।

[৪] আমার প্রাণ যে দুঃখে ভরা,
পাতালের কাছেই পৌঁছে গেছে আমার জীবন।
[৫] যারা সেই গহ্বরে নেমে যায়, আমি তাদেরই সঙ্গে পরিগণিত,
আমি হয়েছি এমন মানুষের মত যার শক্তি নেই।
[৬] মৃতদের মাঝেই আমার প্রাণ,
আমি সমাধি-শায়িত তেমন নিহত লোকদেরই মত,
যাদের আর কোন স্মরণ নেই তোমার,
তোমার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যারা।

[৭] গর্তের তলায়, অন্ধকারের গর্ভে, অতল গভীরে
তুমি আমায় রেখেছ ফেলে;
[৮] আমার উপর জমে আছে তোমার রোষ,
তোমার ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছ আমায়। *বিরাম*

[৯] আমা থেকে তুমি আমার বন্ধুদের সরিয়ে দিয়েছ দূরে,
আমাকে করেছ তাদের ঘৃণার পাত্র;
আমি তো কারারুদ্ধ, আর পারি না বেরিয়ে যেতে;
[১০] দুর্দশায় ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ।
তোমাকে ডাকি, প্রভু, সারাদিন ধরে,
তোমার প্রতি আমার দু'হাত বাড়াই।

[১১] মৃতদেরই জন্য কি তুমি সাধন কর আশ্চর্য কাজ?
ছায়ামূর্তি কি উঠে করতে পারে তোমার স্তুতি? *বিরাম*
[১২] সমাধিতে হয় কি প্রচারিত তোমার কৃপা?
বিলুপ্তির দেশে কি বিশ্বস্ততা তোমার?

[১৩] অন্ধকারে হয় কি পরিচিত তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তি?
বিস্মরণের দেশে কি ধর্মময়তা তোমার?

[১৪] আমি কিন্তু তোমার কাছে, প্রভু, সাহায্য চেয়ে চিৎকার করি,
প্রত্যূষে আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে যায়।
[১৫] কেন, প্রভু, তুমি ত্যাগ করছ আমার প্রাণ?
কেন আমা থেকে লুকিয়ে রাখছ শ্রীমুখ?

[১৬] তরুণ বয়স থেকেই আমি দুঃখী, মরণমুখী,
তোমার বিভীষিকা সহ্য করে আমি সন্ত্রাসিত।
[১৭] তোমার ক্রোধ বয়ে গেছে আমার উপর দিয়ে,
তোমার যত আতঙ্ক আমাকে স্তব্ধ করে দিল।

[১৮] সেই সব সারাদিন আমায় ঘিরে ফেলেছে বন্যার মত,
আমায় ঘিরে ফেলেছে সব দিক দিয়ে।
[১৯] প্রিয়জন ও বন্ধুকে তুমি আমা থেকে সরিয়ে দিয়েছ দূরে,
অন্ধকার একমাত্র সঙ্গী আমার।

সামসঙ্গীত ৮৯

[১] *মাস্কিল। স্বদেশীয় এথানের জন্য।*

[২] আমি প্রভুর কৃপাধারার কথা গাইব চিরকাল,
নিজ মুখেই তোমার বিশ্বস্ততার কথা প্রচার করব যুগে যুগান্তরে;
[৩] হ্যাঁ, আমি বলেছি, 'তোমার কৃপা চিরস্থায়ী,
তোমার বিশ্বস্ততা স্বর্গে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।'

[৪] 'আমার মনোনীতজনের সঙ্গে আমি সন্ধি করেছি স্থাপন,
আমার দাস দাউদের কাছে করেছি শপথ;
[৫] তোমার বংশ আমি করব চিরপ্রতিষ্ঠিত,
তোমার সিংহাসন করব যুগযুগস্থায়ী।' *বিরাম*

[৬] প্রভু, স্বর্গ করে তোমার আশ্চর্য কাজের স্তুতি,
করে তোমার বিশ্বস্ততার স্তুতি পবিত্রজনদের সমাবেশে।
[৭] ঊর্ধ্বলোকে কেইবা প্রভুর সঙ্গে তুলনা করতে পারে?
দেবসন্তানদের মধ্যে কেইবা প্রভুর মত?

[৮] পবিত্রজনদের সভায় ঈশ্বর ভয়ঙ্কর,
যারা তাঁর চারপাশে রয়েছে, তাদের মধ্যে তিনি মহান, ভীতিপ্রদ।
[৯] কেইবা তোমার মত, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর?
শক্তিমান তুমি, প্রভু; তোমার বিশ্বস্ততা চারদিকে তোমায় ঘিরে।

[১০] তুমিই সাগরের গর্ব শাসন কর,
তুমিই তার উত্তাল তরঙ্গমালা প্রশমিত কর ;
[১১] তুমিই সেই রাহাবকে মৃতদেহের মতই চূর্ণ করলে,
তোমার বাহুবলে তোমার শত্রুদের ছড়িয়ে দিলে।

[১২] আকাশ তোমার, পৃথিবীও তোমার,
তুমিই জগৎ ও জগতের সমস্ত কিছু স্থাপন করলে ;
[১৩] তুমিই সৃষ্টি করলে শাফোন ও আমানুস,
তাবর ও হার্মোন তোমার নামে করে আনন্দগান।

[১৪] তোমার বাহুর কী পরাক্রম !
তোমার হাত শক্তিশালী, তোমার ডান হাত উত্তোলিত।
[১৫] ধর্মময়তা ও ন্যায় তোমার সিংহাসনের ভিত,
কৃপা ও বিশ্বস্ততা অগ্রণী তোমার।

[১৬] সুখী সেই জাতি, যে তোমার জয়ধ্বনি জানে,
যে তোমার শ্রীমুখের আলোতে চলে, প্রভু।
[১৭] তোমার নামেই তারা আনন্দে মেতে থাকে সারাদিন ধরে,
তোমার ধর্মময়তায় উন্নীত হয়।

[১৮] তুমিই তো আমাদের শক্তির কান্তি,
তোমার প্রসন্নতায় তুমি আমাদের শক্তি উন্নীত কর।
[১৯] কারণ আমাদের ঢাল, তা তো প্রভুরই,
আমাদের রাজা, তিনিও তো ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের।

[২০] এককালে দর্শন দিয়ে কথা ব'লে
তুমি একথা বলেছিলে তোমার ভক্তজনদের কাছে :
'একটি যোদ্ধার চেয়ে একটি ছেলেকেই আমি রাজা করলাম,
জনগণের মধ্য থেকে একটি যুবককে উন্নীত করলাম।

[২১] আমার দাস দাউদের পেয়েছি সন্ধান,
তাকে অভিষিক্ত করেছি আমার পবিত্র তেলে ;
[২২] তাই আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে,
আমার বাহু তাকে করে তুলবে শক্তিশালী।

[২৩] কোন শত্রু তাকে বশীভূত করতে পারবে না,
কোন দুষ্কর্মাও তাকে অত্যাচার করতে পারবে না।
[২৪] আমি তার সামনেই তার বিপক্ষদের চূর্ণ করব,
তার বিদ্বেষীদের আঘাত করব।

২৫ আমার বিশ্বস্ততা ও আমার কৃপা তার সঙ্গে থাকবে,
আমার নামে তার শক্তি উন্নীত হবে।
২৬ সাগরের উপর প্রসারিত করব তার হাত,
নদনদীর উপর তার ডান হাত।

২৭ সে আমাকে ডাক দিয়ে বলবে, "তুমিই আমার পিতা,
আমার ঈশ্বর, আমার ত্রাণশৈল তুমি।"
২৮ তাই আমি তাকে আমার প্রথমজাত পুত্রই করে তুলব,
করে তুলব পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে সর্বোচ্চ রাজা।

২৯ আমার কৃপা আমি তার জন্য রক্ষা করব চিরকাল,
আমার সন্ধি তার জন্য থাকবে অবিচল।
৩০ তার বংশ আমি করব চিরস্থায়ী,
তার সিংহাসন করব আকাশের আয়ুর মত।

৩১ তার সন্তানেরা যদি ত্যাগ করে আমার বিধান,
যদি না চলে আমার নির্দেশমতে,
৩২ তারা যদি লঙ্ঘন করে আমার বিধিমালা,
যদি না মেনে চলে আমার আজ্ঞাবলি,
৩৩ তাহলে বেতের আঘাতে আমি তাদের অন্যায়ের যোগ্য শাস্তি দেব,
তাদের শঠতার জন্য তাদের কশাঘাত করব।
৩৪ আমি কিন্তু তার কাছ থেকে আমার কৃপা অপসারণ করব না,
আমার বিশ্বস্ততা মিথ্যা হতে দেব না।

৩৫ আমার সন্ধি আমি লঙ্ঘন করবই না,
আমার ওষ্ঠ যা উচ্চারণ করেছে, তার অন্যথা হতে দেবই না।
৩৬ আমার আপন পবিত্রতার দিব্যি দিয়ে একবারই করেছি শপথ,
আমি নিশ্চয়ই দাউদের কাছে মিথ্যা বলব না।
৩৭ তার বংশ হবে চিরস্থায়ী,
তার সিংহাসন আমার সামনে হবে সূর্যের মত,
৩৮ চন্দ্রের মত চিরপ্রতিষ্ঠিত,
ঊর্ধ্বলোকে বিশ্বস্ত সাক্ষী যেন।' *বিরাম*

৩৯ অথচ তুমি তাঁকে ত্যাগই করেছ, করেছ প্রত্যাখ্যান,
তোমার অভিষিক্তজনের উপর তুমি কুপিত হলে।
৪০ ভঙ্গ করেছ তোমার দাসের সঙ্গে তোমার সন্ধি,
তাঁর মুকুট ধুলায় করেছ কলুষিত।
৪১ তুমি ভেঙে দিয়েছ তাঁর সকল প্রাচীর,

ধ্বংসস্তূপই করেছ তাঁর যত দুর্গ,
৪২ তাঁকে লুণ্ঠন করেছে সকল পথিক,
প্রতিবেশীদের কাছে তিনি হয়েছেন অপবাদের পাত্র।

৪৩ তুমি উন্নীত করেছ তাঁর বিপক্ষদের ডান হাত,
তাঁর সকল শত্রুকে দিয়েছ আনন্দ করতে।
৪৪ ভোঁতা করেছ তাঁর খড়্গের ধার,
সংগ্রামেও তাঁর অবলম্বন হওনি।

৪৫ তুমি কেড়ে নিয়েছ তাঁর প্রভা,
মাটিতে ফেলে দিয়েছ তাঁর সিংহাসন।
৪৬ কমিয়ে দিয়েছ তাঁর যৌবনের আয়ু,
তাঁকে পরিয়েছ লজ্জার আবরণ। *বিরাম*

৪৭ আর কতকাল, প্রভু? তুমি কি লুকিয়ে থাকবে চিরদিন?
তোমার রোষ কি জ্বলতে থাকবে আগুনের মত?
৪৮ মনে রেখ কত ক্ষণস্থায়ী আমার জীবন;
কোন্ অসার উদ্দেশ্যে তুমি আদমসন্তানদের সৃষ্টি করলে?
৪৯ মৃত্যু কখনও না দেখে জীবিতই থাকবে, কেবা তেমন মানুষ?
কে পারবে পাতালের হাত থেকে নিজেকে নিষ্কৃতি দিতে? *বিরাম*

৫০ প্রভু, কোথায় তোমার কৃপার সেই অতীতের কথা,
যা তুমি তোমার বিশ্বস্ততার দিব্যি দিয়ে শপথ করেছিলে দাউদের কাছে?
৫১ মনে রেখ, প্রভু, তোমার দাসদের অপমান,
বুকে আমিই সইছি সকল জাতির সেই অপমানের কথা,
৫২ সেই যে সমস্ত অপমানে তোমার শত্রুরা অপমান করছে, প্রভু,
অপমান করছে তোমার অভিষিক্তজনের পদক্ষেপ।

৫৩ ধন্য প্রভু চিরকাল!
আমেন, আমেন।

চতুর্থ খণ্ড

সামসঙ্গীত ৯০

১ *প্রার্থনা। প্রভুর মানুষ মোশীর রচনা।*

ওগো প্রভু, যুগযুগ ধরে
তুমি হলে আমাদের আশ্রয়দুর্গ।
২ পাহাড়পর্বতের জন্মের আগে,
পৃথিবী ও জগতের প্রসবের আগে,

অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরে তুমি ঈশ্বর।

৩ ‘হে আদমসন্তানেরা, ফিরে যাও!’
একথা বলে তুমি মানুষকে ধুলায় ফিরিয়ে আন।
৪ তোমার চোখে হাজার বছর সেই গতদিনেরই মত যা বয়ে গেল,
রাতের এক প্রহরই যেন।

৫ তুমি নিদ্রার বন্যায় বয়ে নিয়ে যাও তাদের,
তারা প্রভাতে বেড়ে ওঠা ঘাসের মত—
৬ প্রভাতে তা ফুটে উঠে বেড়ে ওঠে,
সন্ধ্যায় কাটা পড়ে শুষ্ক হয়।

৭ কারণ আমরা এখন তোমার ক্রোধে নিঃশেষিত,
তোমার রোষে সন্ত্রাসিত;
৮ নিজের সামনে তুমি মেলে রেখেছ আমাদের অসৎ কাজ,
নিজের শ্রীমুখের আলোতে আমাদের গোপন কাজ।

৯ আমাদের সকল দিন কেটে যায় তোমার কোপের মাঝে,
আমাদের বছরগুলি নিঃশেষিত হয় এক নিশ্বাসের মত।
১০ আমাদের আয়ুষ্কাল—তা তো সত্তর বছর,
আশি বছর বলিষ্ঠদের জন্য।
কিন্তু সেগুলি জুড়ে দুঃখ ও কষ্ট,
শীঘ্রই সেগুলি কেটে যায় আর আমরা উবে যাই!

১১ কেবা জানে তোমার ক্রোধের শক্তি?
কেবা দেখে তোমার কোপের ভার?

১২ আমাদের আয়ুর দিনগুলি গুনতে আমাদের শেখাও,
তবে আমরা লাভ করব প্রজ্ঞাপূর্ণ অন্তর।
১৩ ফিরে চাও, প্রভু,—আর কতকাল?
তোমার দাসদের প্রতি দেখাও দয়া।

১৪ প্রভাতে তোমার কৃপায় আমাদের পরিতৃপ্ত কর,
আর আমরা সানন্দে চিৎকার করব, মেতে উঠব চিরদিন ধরে।
১৫ যতদিন ক্লিষ্ট হয়েছি, যতবছর অমঙ্গল দেখেছি আমরা,
ততদিন তুমি আমাদের করে তোল আনন্দিত।

১৬ প্রকাশিত হোক তোমার কর্মকীর্তি তোমার দাসদের কাছে,
তোমার মহিমা তাদের সন্তানদের কাছে।
১৭ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর মাধুর্য আমাদের উপর বিরাজ করুক,
আমাদের জন্য সুস্থির কর আমাদের হাতের কাজ,

সুস্থির কর আমাদের হাতের কাজ।

সামসঙ্গীত ৯১

[১] তুমি যে বাস কর পরাৎপরের গোপন আশ্রয়ে,
তুমি যে সর্বশক্তিমানের ছায়ায় কর রাত্রিযাপন,
[২] প্রভুকে বল : 'আমার আশ্রয়, আমার গিরিদুর্গ,
আমার পরমেশ্বর, তোমাতেই ভরসা রাখি।'

[৩] ব্যাধের ফাঁদ ও সর্বনাশা মড়ক থেকে
তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন।
[৪] তাঁর পালক দিয়ে তিনি তোমাকে ঢেকে রাখবেন,
তাঁর ডানার নিচে তুমি পাবে আশ্রয়।

তাঁর বিশ্বস্ততা ঢাল ও রক্ষাফলক যেন।
[৫] ভয় করবে না তুমি রাত্রির বিভীষিকা,
দিনমানে উড়ন্ত তীর,
[৬] অন্ধকারে চলন্ত মড়ক,
মধ্যাহ্নে বিনাশী রোগ।

[৭] লুটিয়ে পড়বে সহস্রজন তোমার পাশে,
দশ সহস্রজন তোমার ডান দিকে,
তোমার কাছে তবু কিছুই আসবে না,
[৮] তুমি এমনি চোখ মেলেই তাকাও,
তখন দেখবেই তুমি দুর্জনদের শাস্তি।

[৯] স্বয়ং প্রভুই তোমার আশ্রয়,
সেই পরাৎপরকে তুমি করেছ তোমার আবাস,
[১০] তাই তোমার উপর কোন অনিষ্ট এসে পড়বে না,
আসবে না কো তোমার তাঁবুপ্রান্তে কোন দুর্বিপাক।
[১১] কারণ তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন,
তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন ;

[১২] তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন,
পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।
[১৩] সিংহ ও কেউটের উপর তুমি পা দেবে,
তুমি মাড়িয়ে যাবে যুবসিংহ ও দানব।

[১৪] আমাতে আসক্ত বলে আমি তাকে রেহাই দেব,
আমার নাম জানে বলে আমি তাকে নিরাপদে রাখব।

[১৫] সে আমাকে ডাকবে আর আমি দেব সাড়া,
সঙ্কটে আমি থাকব তার সঙ্গে,
তাকে নিস্তার করব, গৌরবান্বিত করব ;
[১৬] দীর্ঘায়ু দিয়ে তৃপ্তি দেব তাকে,
তাকে দেখাব আমার পরিত্রাণ।

সামসঙ্গীত ৯২

[১] *সামসঙ্গীত। গান। সাব্বাতের জন্য।*

[২] প্রভুর স্তুতিগান গাওয়া কত সুন্দর,
হে পরাৎপর, তোমার নামগান করা,
[৩] প্রভাতে তোমার কৃপা,
রাতে তোমার বিশ্বস্ততা ঘোষণা করা
[৪] দশতন্ত্রী ও বীণা বাজিয়ে, সেতারের মধুর সুরে—
কতই না সুন্দর।

[৫] কারণ তোমার কর্মকান্ড দিয়ে তুমি, প্রভু, আমাকে আনন্দিত কর,
তোমার হাতের কর্মকীর্তির জন্য আমি হর্ষধ্বনি তুলি—
[৬] কতই না মহান তোমার কর্মকীর্তি, প্রভু ;
তোমার চিন্তা-ভাবনা কতই গভীর।

[৭] মূর্খ মানুষ জানে না,
নির্বোধ মানুষও একথা বোঝে না—
[৮] দুর্জনেরা যদিও ঘাসের মত অঙ্কুরিত হয়,
সকল অপকর্মা যদিও বিকশিত হয়,
তবু তারা বিধ্বস্ত হবে চিরকাল ধরে ;
[৯] তুমি কিন্তু, প্রভু,—তুমি মহামহিম চিরকাল।

[১০] এই যে, প্রভু, তোমার শত্রুসকল,
এই যে, তোমার শত্রুরা লুপ্ত হবে,
সকল অপকর্মা ছত্রভঙ্গ হবে।
[১১] তুমি তো আমার মাথা বন্য বৃষের মাথার মত উন্নীত কর,
আমি সিক্ত হয়েছি তাজা তেলে।
[১২] আমার চোখ দেখবে ওত পেতে থাকা সেই শত্রুদের পতন,
আমার কান শুনবে আমার বিরোধী সেই অপকর্মাদের দুর্দশার কথা।

[১৩] ধার্মিক মানুষ বিকশিত হবে তালগাছের মত,
বেড়ে উঠবে লেবাননের এরসগাছের মত,

[১৪] প্রভুর গৃহে রোপিত হয়ে
তারা আমাদের পরমেশ্বরের প্রাঙ্গণে বিকশিত হবে।

[১৫] প্রাচীন বয়সেও তারা হবে ফলবান,
থাকবে সরস সতেজ,
[১৬] তারা যেন ঘোষণা করতে পারে যে প্রভু ন্যায়শীল—
তিনি আমার শৈল, তাঁর মধ্যে অধর্ম নেই।

সামসঙ্গীত ৯৩

[১] প্রভু রাজত্ব করেন,
তিনি মহিমায় পরিবৃত,
প্রভু শক্তিতে পরিবৃত সুসজ্জিত;

[২] জগৎ সত্যিই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তা কখনও টলবে না;
তোমার রাজাসন আদি থেকেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত,
অনাদিকাল থেকেই তুমি বিরাজিত।

[৩] নদনদী তোলে, প্রভু,
নদনদী তোলে কণ্ঠস্বর,
নদনদী তোলে তর্জন-গর্জন;

[৪] বিশাল জলরাশির কণ্ঠস্বরের চেয়ে মহান,
সাগরের তরঙ্গমালার চেয়েও মহিমময়,
ঊর্ধ্বলোকে প্রভু মহিমময়।

[৫] তোমার নির্দেশগুলি অতি বিশ্বাসযোগ্য;
তোমার গৃহে পবিত্রতাই শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন।

সামসঙ্গীত ৯৪

[১] হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, ওগো প্রভু,
হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, উদ্ভাসিত হও।
[২] উত্থিত হও, পৃথিবীর বিচারকর্তা,
গর্বিতদের দাও যোগ্য প্রতিফল।

[৩] প্রভু, দুর্জনেরা আর কতকাল?
আর কতকাল দুর্জনেরা উল্লাস করে যাবে?
[৪] ওরা বাগাড়ম্বর ক'রে বলে উদ্ধত কথা,
সব অপকর্মা দম্ভ করে।

[৫] ওরা তোমার আপন জাতিকে চূর্ণ করে, প্রভু,

তোমার আপন উত্তরাধিকার করে অত্যাচার,
৬ বিধবা ও প্রবাসীকে সংহার করে,
এতিমকে হত্যা করে।

৭ ওরা বলে : 'প্রভু দেখেন না,
বোঝেন না কো যাকোবের পরমেশ্বর।'
৮ হে জাতির অবোধ মানুষ, বুঝে নাও,
হে মূর্খ, কবে তোমাদের সুবুদ্ধি হবে?

৯ যিনি কান বসালেন, তিনি কি শুনতে পান না?
যিনি চোখ গড়লেন, তিনি কি দেখতে পান না?
১০ যিনি দেশগুলি শাসন করেন, তিনি কি শাস্তি দিতে পারেন না?
তিনি যে মানুষকে জ্ঞানশিক্ষা দেন!
১১ প্রভু তো মানুষের চিন্তা-ভাবনা জানেন,
জানেন যে সেগুলি একটা ফুৎকার মাত্র।

১২ সুখী সেই মানুষ, যাকে তুমি শাসন কর, প্রভু,
যাকে শেখাও তোমার বিধানের কথা,
১৩ অমঙ্গলের দিনে তুমি এইভাবে তাকে আরাম দেবে,
যতদিন গহ্বর না খোঁড়া হয় দুর্জনের জন্য।

১৪ কারণ প্রভু আপন জাতিকে ফেলে যাবেন না,
আপন উত্তরাধিকার ছেড়ে যাবেন না,
১৫ বরং আবার বিচার ধর্মময়তায় পরিণত হবে,
সরলহৃদয় সকল মানুষ সেই ধর্মময়তা করবে অনুসরণ।

১৬ দুষ্কর্মাদের বিরুদ্ধে কে উঠে দাঁড়াবে আমার পক্ষ হয়ে?
অপকর্মাদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে আমার পক্ষে?
১৭ প্রভু যদি না হতেন আমার সহায়,
কিছুক্ষণের মধ্যে আমি স্তব্ধতার দেশেই বসবাস করতাম।

১৮ আমি যখন বললাম : 'পা পিছলে পড়ে যাচ্ছি,'
তোমার কৃপাই, প্রভু, তখন ধরে রাখল আমায়।
১৯ অন্তরে যখন দুশ্চিন্তা বেশি ছিল,
তোমার সান্ত্বনাই তখন জুড়িয়ে দিল আমার প্রাণ।

২০ যে সর্বনাশা আসন বিধির বিরুদ্ধে অধর্ম তৈরি করে,
তার সঙ্গে তোমার কি থাকতে পারে কোন যোগাযোগ?
২১ ওরা ধার্মিকের প্রাণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,
নির্দোষ রক্তকে দণ্ডিত করে।

[২২] প্রভুই কিন্তু আমার দুর্গ,
আমার পরমেশ্বরই আমার শৈলাশ্রয়;
[২৩] তিনি ওদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে ওদের শঠতা ফিরিয়ে দেবেন,
ওদের অপকর্মের জন্য ওদের স্তব্ধ করে দেবেন,
ওদের স্তব্ধ করে দেবেন আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।

সামসঙ্গীত ৯৫

[১] এসো, প্রভুর উদ্দেশে সানন্দে চিৎকার করি,
আমাদের ত্রাণশৈলের উদ্দেশে তুলি জয়ধ্বনি।
[২] চল, ধন্যবাদগীতি গেয়ে তাঁর সম্মুখে যাই,
বাদ্যের ঝঙ্কারে তাঁর উদ্দেশে তুলি জয়ধ্বনি।

[৩] কারণ প্রভু মহান ঈশ্বর,
সব দেবতার ঊর্ধ্বে তিনি মহান রাজা;
[৪] তাঁরই হাতে ভূগর্ভ,
তাঁরই তো পাহাড়পর্বত-চূড়া,
[৫] সাগর তাঁরই, তিনিই তা করলেন;
তাঁর দু'হাতই গড়ল স্থলভূমি।

[৬] এসো, প্রণত হই; এসো, প্রণিপাত করি,
আমাদের নির্মাণকর্তা প্রভুর সম্মুখে করি জানুপাত,
[৭] তিনি যে আমাদের পরমেশ্বর,
আর আমরা তাঁর চারণভূমির জনগণ,
তাঁর হাতের মেষপাল।

তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে!
[৮] 'হৃদয় কঠিন করো না,
যেমনটি ঘটল মেরিবায় ও সেইদিন মাস্সায় সেই মরুদেশে;
[৯] সেখানে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমায় যাচাই করল,
আমার কাজ দেখেও আমায় পরীক্ষা করল।

[১০] চল্লিশ বছর আমি অতিষ্ঠ হলাম সেই প্রজন্মের মানুষকে নিয়ে,
শেষে বললাম, "তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি,
তারা জানে না আমার কোন পথ।"
[১১] তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম,
তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।'

[১] প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, সমগ্র পৃথিবী ;
[২] প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, ধন্য কর তাঁর নাম,
দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ।

[৩] জাতি-বিজাতির মাঝে বর্ণনা কর তাঁর গৌরব,
সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ।

[৪] প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়,
সকল দেবতার চেয়ে ভয়ঙ্কর তিনি।
[৫] জাতিগুলির সকল দেবতা পুতুল মাত্র,
কিন্তু প্রভুই আকাশমণ্ডলের নির্মাণকর্তা ;

[৬] প্রভা ও মহিমা তাঁর সম্মুখে,
শক্তি ও কান্তি তাঁর পবিত্রধামে।

[৭] প্রভুতে আরোপ কর, হে জাতিগুলির গোত্রসকল,
প্রভুতে আরোপ কর গৌরব ও শক্তি,
[৮] প্রভুতে আরোপ কর তাঁর নামের গৌরব ;

অর্ঘ্যদান হাতে করে তাঁর প্রাঙ্গণে কর প্রবেশ,
[৯] তাঁর পবিত্রতার আবির্ভাবে প্রভুর সম্মুখে কর প্রণিপাত।
সমগ্র পৃথিবী, তাঁর উদ্দেশে কম্পিত হও।

[১০] জাতি-বিজাতির মাঝে বল, 'প্রভু রাজত্ব করেন।'
জগৎ সত্যিই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তা কখনও টলবে না ;
তিনি সততার সঙ্গে জাতিসকলকে বিচার করবেন।

[১১] আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী মেতে উঠুক,
গর্জে উঠুক সাগর ও তার যত প্রাণী ;
[১২] উল্লাস করুক মাঠ ও মাঠের সবকিছু,
বনের সব গাছপালা সানন্দে চিৎকার করুক
[১৩] সেই প্রভুর সম্মুখে যিনি আসছেন ;
কারণ তিনি পৃথিবী বিচার করতে আসছেন,
ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎ,
বিশ্বস্ততার সঙ্গে জাতিসকলকে বিচার করবেন।

সামসঙ্গীত ৯৭

[১] প্রভু রাজত্ব করেন, পৃথিবী মেতে উঠুক,
যত দ্বীপপুঞ্জ আনন্দ করুক।
[২] মেঘ ও অন্ধকার তাঁর সর্বাঙ্গীণ আবরণ,
ধর্মময়তা ও ন্যায় তাঁর সিংহাসনের ভিত।

[৩] আগুন তাঁর অগ্রগামী হয়ে
চতুর্দিকে তাঁর শত্রুদের পুড়িয়ে ফেলে।
[৪] তাঁর বিদ্যুৎমালা জগৎকে আলোকিত করে,
তা দেখে পৃথিবী কম্পিত হয়।

[৫] সমগ্র পৃথিবীর প্রভুর সামনে,
সেই প্রভুর সামনে পাহাড়পর্বত মোমের মত বিগলিত হয়;
[৬] স্বর্গ তাঁর ধর্মময়তা ঘোষণা করে,
সর্বজাতি তাঁর গৌরবের দর্শন পায়।

[৭] যারা প্রতিমা পূজা করে,
যারা দেবমূর্তি নিয়ে গর্ব করে,
তারা সবাই লজ্জিত হোক,
সব দেবতা তাঁর সামনে প্রণত হোক।

[৮] তা শুনে সিয়োন আনন্দিত,
তোমার বিচারগুলির জন্য, প্রভু, যুদা-কন্যারা উল্লসিত।
[৯] কারণ তুমি, প্রভু, সারা পৃথিবীর উপর পরাৎপর,
সব দেবতার ঊর্ধ্বে উচ্চতম।

[১০] তোমরা যারা প্রভুকে ভালবাস, তারা অন্যায় ঘৃণা কর;
কারণ তিনি আপন ভক্তদের প্রাণ রক্ষা করেন,
দুর্জনদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করেন।

[১১] এক আলো অঙ্কুরিত হল ধার্মিকের জন্য,
আনন্দ সরলহৃদয়ের জন্য।
[১২] প্রভুতে আনন্দ কর, ধার্মিকজন সকল,
কর তাঁর অবিস্মরণীয় পবিত্রতার স্তুতিগান।

সামসঙ্গীত ৯৮

[১] *সামসঙ্গীত।*

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,

তিনি যে সাধন করেছেন কত আশ্চর্য কাজ।
আপন ডান হাত ও পবিত্র বাহু দ্বারা
তিনি করেছেন জয়লাভ।

২ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ,
জাতি-বিজাতির চোখের সামনে আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ,
৩ ইস্রায়েলকুলের প্রতি আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ,
পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

৪ সমগ্র পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি,
আনন্দে ফেটে পড়, চিৎকার কর, কর গান।
৫ সেতার বাজাও, সেতার ও বাদ্যের সুরে সুরে কর প্রভুর স্তবগান,
৬ তূর্যনিনাদে, শিঙার সুরে সেই রাজা প্রভুর সম্মুখে তোল জয়ধ্বনি।

৭ সাগর ও তার যত প্রাণী গর্জে উঠুক,
গর্জে উঠুক জগৎ ও জগদ্বাসী,
৮ নদনদী দিক করতালি,
গিরিমালা সমস্বরে ৯ প্রভুর সম্মুখে সানন্দে চিৎকার করুক,
কারণ তিনি পৃথিবী বিচার করতে আসছেন,
ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎ,
সততার সঙ্গে জাতিসকলকে বিচার করবেন।

সামসঙ্গীত ৯৯

১ প্রভু রাজত্ব করেন, জাতিসকল আলোড়িত হোক,
তিনি খেরুব বাহনে সমাসীন, শিহরে উঠুক জগৎ।
২ সিয়োনে প্রভু মহান,
তিনি সকল জাতির উপরে উচ্চতম।
৩ তারা করুক তোমার মহান ও ভয়ঙ্কর নামের স্তুতিগান,
পবিত্রই সেই নাম!

৪ হে শক্তিশালী রাজা, তুমি যে ন্যায় ভালবাস,
তুমিই তো সততা করেছ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত;
যাকোবে তুমিই ন্যায় ও ধর্মময়তার সাধক।
৫ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বন্দনা কর,
তাঁর পাদপীঠে কর প্রণিপাত,
পবিত্রই তিনি!

৬ মোশী ও আরোন আছেন তাঁর যাজকদের মাঝে,

যাঁরা তাঁর নাম করেন, তাঁদের মধ্যে সামুয়েল।
তাঁরা প্রভুকে ডাকতেন আর তিনি সাড়া দিতেন,
৭ মেঘ-স্তম্ভ থেকে তিনি তাঁদের কাছে কথা বলতেন,
তাঁরা মেনে চলতেন তাঁর নির্দেশগুলি
আর সেই বিধান যা তিনি দিয়েছিলেন তাঁদের।

৮ হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, তুমি তাঁদের সাড়া দিতে,
যদিও তাঁদের পাপের শাস্তি দিতে
তুমি তাঁদের জন্য ছিলে ধৈর্যশীল ঈশ্বর।

৯ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বন্দনা কর,
তাঁর পবিত্র পর্বত পানে কর প্রণিপাত,
পবিত্রই আমাদের পরমেশ্বর প্রভু!

সামসঙ্গীত ১০০

১ *সামসঙ্গীত। ধন্যবাদার্থক।*

সমগ্র পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি,
২ সানন্দে প্রভুর সেবা কর,
তাঁর সম্মুখে এসো হর্ষধ্বনির ছন্দে।

৩ জেনে রেখ—প্রভুই স্বয়ং পরমেশ্বর,
তিনি আমাদের গড়লেন আর আমরা তাঁরই,
আমরা তাঁর জনগণ, তাঁর চারণভূমির মেষপাল।

৪ প্রবেশ কর তাঁর তোরণে ধন্যবাদগীতি গেয়ে,
তাঁর প্রাঙ্গণে প্রশংসাগান গেয়ে,
তাঁকে জানাও ধন্যবাদ, ধন্য কর তাঁর নাম।

৫ প্রভু সত্যি মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী,
তাঁর বিশ্বস্ততা যুগে যুগান্তরে।

সামসঙ্গীত ১০১

১ *দাউদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

আমি গান করব কৃপা ও ন্যায়ের কথা,
তোমার উদ্দেশে, প্রভু, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।
২ নিখুঁত পথে প্রবুদ্ধ হয়ে চলব,
তুমি কবে আমার কাছে আসবে?

[৩] ঘরে আমি অন্তরের সততায় আচরণ করব,
চোখের সামনে রাখব না অধর্মের কোন কাজ ;
আমি ধর্মত্যাগীকে ঘৃণা করি,
সে আমাকে আঁকড়ে থাকবে না।

[৪] যার অন্তর কুটিল, সে আমা থেকে দূরে থাকুক,
আমি কোন দুষ্কর্মাকে চিনব না।
[৫] গোপনে যে পরনিন্দা করে,
আমি তাকে স্তব্ধ করে দেব ;
যার চোখ গর্বোদ্ধত, অন্তর দর্পিত,
আমি তাকে সহ্য করব না।

[৬] আমার দৃষ্টি দেশের বিশ্বস্ত মানুষের প্রতি,
তারাই যেন আমার সঙ্গে থাকে—
যে নিখুঁত পথে চলে,
সে হবে আমার দাস।

[৭] কোন প্রতারক আমার ঘরে আসন পাবে না ;
কোন মিথ্যাবাদী আমার চোখের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

[৮] প্রতিদিন সকালে আমি দেশের সকল দুর্জনকে স্তব্ধ করে দেব,
প্রতিটি অপকর্মাকে যেন প্রভুর নগরী থেকে উচ্ছেদ করতে পারি।

সামসঙ্গীত ১০২

[১] *অবসন্ন হয়ে প্রভুর কাছে নিজের দুঃখের কথা ভেঙে বলে, এমন দুঃখীর প্রার্থনা।*

[২] ওগো প্রভু, আমার প্রার্থনা শোন,
আমার এ চিৎকার তোমার কাছে যেতে পারে যেন।
[৩] আমার সঙ্কটের দিনে
আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ,
আমি ডাকলে কান পেতে শোন,
শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও।

[৪] আমার আয়ুর দিনগুলি ধোঁয়ার মতই বিলীন হচ্ছে,
আমার হাড় জ্বলছে চুল্লির মত ;
[৫] আমার আঘাতগ্রস্ত হৃদয় ঘাসের মত শুষ্ক হচ্ছে,
খাবার খেতে ভুলে যাই ;
[৬] আমার দীর্ঘ ক্রন্দনে
আমার হাড় মাংসে লেগে গেছে।

[৭] আমি যেন প্রান্তরে একটা গগনভেলা,
ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা পেঁচক যেন ;
[৮] আমি জেগে থাকি,
এই যে, আমি ছাদের উপরে বসা সঙ্গীহীন একটা পাখির মত।

[৯] আমার শত্রুরা আমাকে অপবাদ দেয় সারাদিন ধরে,
উন্মত্ত হয়ে আমাকে অভিশাপ দেয়।
[১১] তুমি আমাকে উঁচু করে দূরে ফেলে দিলে,
তাই তোমার আক্রোশ, তোমার ক্রোধের সম্মুখীন হয়ে
[১০] আমি এখন খাদ্যরূপে ছাই খাই,
আমার পানীয়ে মেশাই অশ্রুজল।
[১২] আমার আয়ুর দিনগুলি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া ছায়ার মত,
আমি ঘাসের মতই শুষ্ক হচ্ছি।

[১৩] প্রভু, তুমি কিন্তু সিংহাসনে চিরসমাসীন,
তোমার স্মৃতি যুগযুগস্থায়ী ;
[১৪] তুমি উত্থিত হবে, তুমি সিয়োনের প্রতি করুণাবিষ্ট হবে,
কেননা এই তো তাকে দয়া করার সময়—
এসে গেছে সেই শুভক্ষণ ;
[১৫] কেননা তোমার দাসেরা তার প্রতিটি পাথর ভালবাসে,
তার ধুলাস্তূপের জন্য তারা দয়ায় বিগলিত।

[১৬] জাতি-বিজাতি প্রভুর নাম শ্রদ্ধা করবে,
তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা ;
[১৭] কারণ প্রভু সিয়োনকে পুনর্নির্মাণ করবেন,
তিনি সগৌরবে দর্শন দেবেন।
[১৮] তিনি অবহেলিত মানুষের প্রার্থনার প্রতি মুখ তুলে চাইবেন,
তাদের প্রার্থনা অবজ্ঞা করবেন না।

[১৯] ভাবী যুগের মানুষের জন্য একথা লেখাই থাকবে,
তবে নবসৃষ্ট এক জাতি প্রভুর প্রশংসা করবে।
[২০] কারণ তাঁর ঊর্ধ্বস্থিত পবিত্রধাম থেকে প্রভু বাড়ালেন শ্রীমুখ,
স্বর্গ থেকে পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করলেন,
[২১] তিনি যে শুনতে চান বন্দিদের হাহাকার,
দণ্ডিতদের মৃত্যু থেকে মুক্তি দিতে চান ;
[২২] যেন সিয়োনে ধ্বনিত হয় প্রভুর নাম,
যেরুসালেমে তাঁর প্রশংসাবাদ ;
[২৩] তখন প্রভুকে পূজা করার জন্য

যত জাতি, যত রাজ্য একত্রে সম্মিলিত হবে।

২৪ আমার মাঝপথে তিনি লুটিয়ে দিয়েছেন আমার বল,
কেটে দিয়েছেন আমার আয়ুর দিনগুলি ;
২৫ আমি বলি, হে আমার ঈশ্বর,
আমার আয়ুর মধ্যভাগে তুলে নিয়ো না গো আমায়,
তোমার বছরপরম্পরা, তা তো যুগযুগান্তর ব্যাপী।

২৬ পুরাকালে তুমি পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করলে,
আকাশমণ্ডলও তোমারই আপন হাতের কাজ।
২৭ সেগুলি বিলুপ্ত হবে, তুমি কিন্তু থেকে যাবে,
সেই সবকিছু জীর্ণ হবে একটা বস্ত্রের মত ;
সেগুলি তুমি পোশাকেরই মত বদলে নেবে,
তখন সেগুলি কেটে যাবে।
২৮ তুমি কিন্তু অভিন্ন হয়ে থাক,
তোমার বছরপরম্পরার সমাপ্তি নেই।

২৯ তোমার দাসদের সন্তানেরা একটি আবাস পাবে,
তাদের বংশধরেরা তোমার সম্মুখে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

সামসঙ্গীত ১০৩

১ *দাউদের রচনা।*

প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য ;
আমার অন্তরে যা কিছু আছে, ধন্য কর তাঁর পবিত্র নাম।
২ প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য ;
ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার :
৩ তিনিই তো তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন,
তোমার সমস্ত রোগ-ব্যাধি নিরাময় করেন,
৪ গহ্বর থেকে মুক্ত করেন তোমার জীবন,
তোমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত,
৫ তোমার আকাঙ্ক্ষা মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত করেন,
তাই তোমার যৌবন ঈগলের মত নবীন হয়ে ওঠে।

৬ সকল অত্যাচারিতের প্রতি
ধর্মময়তা ও ন্যায়ই প্রভুর আচরণ।
৭ তিনি মোশীকে জানালেন তাঁর পথসকল,
ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে তাঁর কর্মকীর্তি।

৮ প্রভু স্নেহশীল, দয়াবান,
ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান।
৯ তিনি অনুযোগ করে থাকেন না অনুক্ষণ,
অসন্তোষও রাখেন না চিরকাল ধরে।
১০ আমাদের প্রতি তাঁর আচরণ আমাদের পাপরাশির অনুপাতে নয়,
আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিদান আমাদের যত অপরাধের অনুপাতে নয়।

১১ পৃথিবীর ঊর্ধ্বে যতখানি উঁচু আকাশমণ্ডল,
যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের প্রতি ততখানি দৃঢ় তাঁর কৃপা।
১২ পশ্চিম থেকে পুব যত দূরবর্তী,
তিনি আমাদের কাছ থেকে তত দূরে ফেলে দেন আমাদের যত অপরাধ।

১৩ পিতা যেমন সন্তানদের স্নেহ করেন,
যারা তাঁকে ভয় করে, প্রভুও তাদের প্রতি তত স্নেহশীল।
১৪ কেননা আমরা যে কি দিয়ে গড়া, তা তিনি জানেন,
আমরা যে ধুলা, তা তিনি মনে রাখেন।

১৫ ঘাসের মতই তো মানুষের আয়ুষ্কাল,
সে মাঠের ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়,
১৬ তার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলেই সে তো আর থাকে না,
সেই স্থানও তাকে আর চিনতে পারে না।

১৭ প্রভুর কৃপা কিন্তু অনাদিকাল থেকে চিরকালস্থায়ী তাদেরই প্রতি,
তাঁকে ভয় করে যারা,
তাঁর ধর্মময়তা সন্তানদের সন্তানসন্ততিদের প্রতি, তাদেরই প্রতি,
১৮ যারা তাঁর সন্ধি মানে
ও তাঁর আদেশগুলি মনে রেখে পালন করে।

১৯ প্রভু স্বর্গে স্থাপন করেছেন তাঁর রাজাসন,
তাঁর রাজ-শাসন সবকিছুই ঘিরে ;
২০ মহাশক্তিধর যারা,
তাঁর বাণীর স্বর শোনামাত্র তাঁর আদেশ মেনে চল যারা,
তাঁর সেই সকল দূত, প্রভুকে বল ধন্য ;

২১ তাঁর সেবাকর্মী যারা, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর যারা,
তাঁর সেই সকল বাহিনী, প্রভুকে বল ধন্য ;
২২ সর্বস্থানে যেখানে তাঁর শাসন বিরাজিত,
তাঁর সকল কাজ, প্রভুকে বল ধন্য।

প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য।

সামসঙ্গীত ১০৪

[১] প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য!

প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তুমি সুমহান—
তুমি প্রভা ও মহিমায় সুসজ্জিত,

[২] উত্তরীয়ের মত আলোতে বিভূষিত।
তুমি আকাশ বিছিয়ে দাও চাঁদোয়ার মত,

[৩] ঊর্ধ্ব জলরাশির উপরে স্থাপন কর নিজ কক্ষের কড়িকাঠ;
মেঘমালাকে কর তোমার রথ,
বাতাসের পাখায় ভর করে কর চলাচল;
[৪] বাতাসকে কর তোমার দূত,
আগুনের শিখাকে তোমার নিজের সেবক।

[৫] তুমি পৃথিবী ভিত্তির উপরে স্থাপন করলে,
তা টলবে না, কখনও না।
[৬] অতল সাগর তা ঢাকত বসনের মত,
জলরাশি গিরিমালার উপর বিরাজ করত।

[৭] সেই জলরাশি তোমার ধমকে পালিয়ে গেল,
তোমার কণ্ঠের গর্জনে ছুটে চলে গেল।
[৮] তখন উঠল গিরিমালা, নামল উপত্যকা সেই সেই স্থানেই
যা যা তুমি নির্ধারিত করেছ তাদের জন্য।
[৯] তুমি দিলে একটা সীমা—জলরাশি তা অতিক্রম করবে না,
পৃথিবীকে ঢাকতে ফিরে আসবে না।

[১০] গিরিখাতে তুমি জলের উৎসধারা উচ্ছলিত করলে,
গিরিমালার মাঝখান দিয়ে সেই ধারা করে চলাচল;
[১১] সকল বন্যজন্তু পান করে সেই উৎসের জল,
সেখানে তৃষ্ণা মেটায় বন্য গর্দভের দল।
[১২] সেই ধারে আকাশের পাখি বাসা বাঁধে,
শাখায় শাখায় ব'সে তারা করে গান।

[১৩] তোমার সুউঁচু কক্ষগুলো থেকে তুমি গিরিমালা জলসিক্ত কর,
তোমার কর্মের ফলভারে পৃথিবী পরিতৃপ্ত হয়।
[১৪] পশুপালের জন্য তুমি অঙ্কুরিত কর নবীন ঘাস,
মানুষের প্রয়োজনে নানা উদ্ভিদ,

সে যেন ভূমি থেকে খাদ্য উৎপাদন করতে পারে—
[১৫] সেই আঙুররস, যা আনন্দিত করে মানুষের অন্তর,
সেই তেল, যা উজ্জ্বল করে তার মুখ,
সেই রুটি, যা সবল করে তার অন্তর।

[১৬] পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে প্রভুর বৃক্ষগুলি,
লেবাননের সেই এরস বৃক্ষগুলি যা তিনি নিজে পুঁতলেন।
[১৭] সেখানে পাখি বাঁধে নীড়,
শীর্ষের শাখায় থাকে সারসের বাসা।
[১৮] বন্য ছাগের জন্য রয়েছে সুউঁচু গিরিমালা,
শৈলশিলা হল বিজ্জুর আশ্রয়স্থল ;

[১৯] ঋতু নির্ধারণের জন্য তিনি গড়লেন চাঁদ,
সূর্য জানে নিজ অস্তগমন-স্থান।
[২০] তুমি অন্ধকার বিছিয়ে দিলেই রাত্রি হয়,
তখন বনের সমস্ত জীবজন্তু চলাফেরা করে—
[২১] যুবসিংহ গর্জে শিকারের লোভে,
খাদ্যের জন্য সে ঈশ্বরকে ডাকে।

[২২] সূর্য উঠলেই তারা ফিরে চলে যায়,
নিজ নিজ আস্তানায় শুয়ে থাকে।
[২৩] তখন মানুষ নিজের কাজের জন্য বেরিয়ে পড়ে,
সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করে।

[২৪] হে প্রভু, কী অগণন তোমার কর্মকীর্তি!
প্রজ্ঞার সঙ্গেই নির্মাণ করেছ এ সবকিছু,
তোমার কর্মরচনায় পৃথিবী পরিপূর্ণ।

[২৫] এই যে সাগর—কত বিরাট, কত বিপুল—
সেখানে চরে ছোট বড় অসংখ্য প্রাণী।
[২৬] সেখানে চলাচল করে জাহাজ আর সেই লেভিয়াথান
যা তুমি গড়েছ তার সঙ্গে আমোদপ্রমোদ করার জন্য।

[২৭] এরা সকলে তোমার দিকে চেয়ে আছে,
যথাসময় তুমি যেন তাদের খাদ্য দান কর।
[২৮] তুমি দাও, তারা সংগ্রহ করে,
তুমি হাত খোল, তারা মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত হয়।

[২৯] তুমি শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখ,

তারা সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ে,
তুমি তাদের প্রাণবায়ু ফিরিয়ে নাও,
তারা মরে, ধুলায় ফিরে যায়।
[৩০] তুমি নিজ প্রাণবায়ু পাঠিয়ে দাও, তারা সৃষ্ট হয়,
এভাবেই তুমি ধরণীর মুখ নবীন করে তোল।

[৩১] প্রভুর গৌরব হোক চিরকাল ;
আপন কর্মকীর্তি নিয়ে প্রভু আনন্দিত হোন।
[৩২] তিনি তাকালে পৃথিবীর বুকে জাগে শিহরণ,
তিনি স্পর্শ করলে পর্বতশিখরে ঘটে ধূমের উদ্গিরণ।

[৩৩] সারা জীবন ধরে আমি প্রভুর উদ্দেশে গাইব গান,
আমার পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্তবগান করব জীবিত থাকব যতদিন।
[৩৪] তাঁর কাছে মনঃপূত হোক আমার এ জপন,
প্রভুতেই তো আনন্দ আমার।

[৩৫] পৃথিবী থেকে পাপীরা উচ্ছিন্ন হোক,
দুর্জনেরা নিশ্চিহ্ন হোক চিরকাল।
প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য।

আল্লেলুইয়া !

সামসঙ্গীত ১০৫

[১] প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, কর তাঁর নাম,
জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তি-কাহিনী কর প্রচার।
[২] তাঁর উদ্দেশে গান কর, তাঁর জন্য তোল বাদ্যের ঝঙ্কার,
জপ কর তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজের কথা।
[৩] তাঁর পবিত্র নাম নিয়ে গর্ব কর,
প্রভুর অন্বেষীদের অন্তর আনন্দিত হোক।

[৪] প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর,
অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।
[৫] স্মরণ কর তাঁর সাধিত আশ্চর্য কর্মকীর্তি,
তাঁর অলৌকিক কাজ, তাঁর মুখের সুবিচার—
[৬] তোমরা যে তাঁর দাস আব্রাহামের বংশধর,
তাঁর মনোনীত যাকোবের সন্তান।

[৭] তিনিই তো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর,
তাঁর বিচারগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত।

[৮] তিনি চিরকাল স্মরণে রাখেন তাঁর সেই সন্ধি—
সেই বাণী যা জারি করেছিলেন সহস্র প্রজন্মের জন্য,
[৯] সেই সন্ধি যা স্থাপন করেছিলেন আব্রাহামের সঙ্গে,
যা শপথ করেছিলেন ইসায়াকের প্রতি।
[১০] তিনি তা বিধিরূপেই স্থির করেছিলেন যাকোবের জন্য,
চিরকালীন সন্ধিরূপেই ইস্রায়েলের জন্য—
[১১] তিনি বলেছিলেন : 'তোমাদের অধিকৃত সম্পদরূপে
আমি তোমাকে দেব কানান দেশ।'

[১২] তারা যখন সংখ্যায় সামান্য ছিল,
যখন স্বল্পজন ও সেই দেশে প্রবাসী ছিল,
[১৩] যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে,
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ঘুরে বেড়াত,

[১৪] তখন তিনি কাউকে দিলেন না তাদের অত্যাচার করতে,
তাদের খাতিরে রাজাদের ভর্ৎসনা করলেন :
[১৫] 'আমার অভিষিক্তজনদের তোমরা স্পর্শ করো না,
আমার নবীদের কোন অনিষ্ট করো না।'

[১৬] তিনি সেই দেশের উপরে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনলেন,
ধ্বংস করলেন তাদের সমস্ত অন্নের সম্বল।
[১৭] তাদের আগে তিনি একজনকে পাঠিয়ে দিলেন,
সেই যোসেফ দাসরূপে বিক্রি হলেন।
[১৮] তাঁর দু' পা বন্ধন দিয়ে ক্লিষ্ট করা হল,
তাঁর গলায় দেওয়া হল বেড়ি,
[১৯] শেষে কিন্তু তাঁর বাণী সত্য হল,
প্রভুর উক্তি তাঁকে সত্যবাদী প্রমাণিত করল।

[২০] রাজা আদেশ দিলেন তাঁকে মোচন করতে,
সেই বহু জাতির শাসনকর্তা তাঁকে মুক্তি দিলেন,
[২১] তাঁকে করলেন প্রাসাদের প্রভু,
তাঁর সমস্ত ধনসম্পদের কর্তা,
[২২] তিনি যেন অমাত্যদের মনোমত সদুপদেশ দেন,
প্রবীণদের প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ করেন।

[২৩] তারপর ইস্রায়েল নিজে মিশরে গেলেন,
যাকোব নিজে হাম দেশে প্রবাসী হলেন।
[২৪] প্রভু কিন্তু তাঁর আপন জাতির জনসংখ্যা কতই না বৃদ্ধি করলেন,

তাদের শত্রুদের চেয়ে তাদের শক্তিশালী করলেন।
[২৫] তাদের অন্তর পরিবর্তন করালেন, তারা যেন তাঁর আপন জাতিকে ঘৃণা করে,
তারা যেন তাঁর আপন দাসদের সঙ্গে প্রতারণা করে।

[২৬] তিনি তাঁর দাস মোশী
আর তাঁর মনোনীত ব্যক্তি আরোনকে পাঠিয়ে দিলেন।
[২৭] তাঁদের বাণীতে তাঁর নানা চিহ্ন দেখিয়ে দিলেন,
হাম দেশে সাধন করলেন তাঁর নানা অলৌকিক কাজ।

[২৮] তিনি অন্ধকার পাঠিয়ে দিলেন আর সবকিছু অন্ধকার হল,
তারা কিন্তু তাঁর বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করল।
[২৯] তিনি তাদের নদনদী রক্তে পরিণত করলেন,
ঘটালেন তাদের সমস্ত মাছের মৃত্যু।

[৩০] তাদের দেশ বেঙে পূর্ণ হল
রাজপ্রাসাদই পর্যন্ত।
[৩১] তিনি কথা বললেন—এল ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঁশ,
এল দলে দলে মশা সারা দেশ জুড়ে।

[৩২] বৃষ্টির বদলে তিনি তাদের দিলেন শিলাবৃষ্টি,
তাদের দেশের উপর আগুনের শিখা।
[৩৩] তাদের আঙুরখেত ও ডুমুরগাছ আঘাত করলেন,
ছিন্নভিন্ন করলেন দেশের যত গাছপালা।

[৩৪] তিনি কথা বললেন—এল পঙ্গপাল,
অসংখ্য পতঙ্গের দল।
[৩৫] সেগুলো গ্রাস করল সেই দেশের যত উদ্ভিদ,
গ্রাস করল ভূমির যত ফসল।

[৩৬] তিনি তাদের দেশে সকল প্রথমজাতকে আঘাত করলেন,
আঘাত করলেন তাদের সকল বীরত্বের প্রথম ফসল।
[৩৭] তিনি রুপো ও সোনাসহ তাঁর আপন জনগণকে বের করে আনলেন,
গোষ্ঠীদের মধ্যে হোঁচট খায়নি কেউ।

[৩৮] তাদের চলে যাওয়ায় আনন্দিত হল মিশর,
তাদের ভয়ে যে তারা অভিভূত হয়ে পড়েছিল।
[৩৯] তাদের আবৃত করার জন্য তিনি পেতে দিলেন একটি মেঘ,
রাতে আলোর জন্য দিলেন আগুন।

[৪০] তারা চাইলেই তিনি এনে দিলেন ভারুই পাখির ঝাঁক,

স্বর্গ থেকে রুটি দিয়েই তাদের পরিতৃপ্ত করলেন।
৪১ একটা শৈল দীর্ণ করলেন—জল প্রবাহিত হল,
তা বয়ে গেল যেন মরুপ্রান্তরে একটা নদীর মত,
৪২ তিনি যে স্মরণ করলেন
তাঁর দাস আব্রাহামকে দেওয়া তাঁর সেই পুণ্য কথা।
৪৩ তিনি তাঁর আপন জাতিকে আনন্দের সঙ্গে,
আনন্দচিৎকারে তাঁর মনোনীতদের বের করে আনলেন।

৪৪ তিনি তাদের দিলেন বিজাতিদের দেশ,
আর তারা সংগ্রহ করল অন্যান্য জাতির শ্রমের ফল,
৪৫ তারা যেন তাঁর বিধিনিয়ম মেনে চলে,
তাঁর বিধিবিধান পালন করে।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১০৬

১ আল্লেলুইয়া!

প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
২ কেইবা প্রভুর শত পরাক্রমের কাহিনী বলতে পারে?
কেইবা শোনাতে পারে তাঁর সমস্ত প্রশংসাবাদ?

৩ সুখী তারা, যারা ন্যায় মেনে চলে,
যারা অনুক্ষণ ধর্মময়তা বজায় রেখে চলে।
৪ তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে স্মরণে রেখ, প্রভু,
তোমার পরিত্রাণদানে আমাকে দেখতে এসো,
৫ আমি যেন তোমার মনোনীতদের মঙ্গল দেখতে পাই,
যেন তোমার জনগণের আনন্দ নিয়ে আনন্দ করতে পারি,
যেন গর্ব করতে পারি তোমার উত্তরাধিকারের সঙ্গে।

৬ আমাদের পিতৃগণের মত আমরাও করেছি পাপ,
করেছি শঠতা, করেছি দুষ্কর্ম।
৭ মিশরে আমাদের পিতৃগণ
বুঝতে পারেনি তোমার সমস্ত আশ্চর্য কাজ।
তারা স্মরণে রাখেনি তোমার অসংখ্য কৃপার কীর্তি,
সাগর তীরে—সেই লোহিত সাগর তীরে বিদ্রোহ করল।
৮ কিন্তু আপন পরাক্রম প্রকাশ করার জন্য
তিনি আপন নামের খাতিরে তাদের পরিত্রাণ করলেন।

৯ তিনি ধমক দিলেই লোহিত সাগর শুষ্ক হল,
তিনি সাগরতলের মধ্য দিয়ে যেন প্রান্তরের মধ্য দিয়েই তাদের নিয়ে চললেন,
১০ বিদ্বেষীর হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ করলেন,
শত্রুর হাত থেকে তাদের মুক্ত করলেন।

১১ জলরাশি তাদের প্রতিপক্ষদের ঢেকে দিল,
তাদের একজনও বাঁচতে পারল না।
১২ তারা তখন তাঁর বাণীতে বিশ্বাস রাখল,
গাইল তাঁর প্রশংসাগান।

১৩ অথচ তারা শীঘ্রই ভুলে গেল তাঁর কর্মসকল,
তাঁর প্রকল্পে প্রত্যাশা রাখল না;
১৪ প্রান্তরে কত না বাসনায় আসক্ত হল,
মরুদেশে ঈশ্বরকে যাচাই করল।
১৫ তারা যা যা চাইল, তিনি তা তাদের দিলেন,
কিন্তু তাদের ফেলে দিলেন ক্ষয়রোগের হাতে;

১৬ তারা তাঁবুতে তাঁবুতে বসে
মোশীর প্রতি ও প্রভুর সেই পবিত্রজন আরোনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হল।
১৭ খুলে গেল পৃথিবী, দাথানকে গ্রাস করে নিল,
আবিরামের দলকে ঢেকে দিল।
১৮ আগুন জ্বলে উঠল তাদের দলের মাঝে,
দুর্জনদের পুড়িয়ে ফেলল আগুনের শিখা।

১৯ হোরেব পর্বতে তারা একটা বাছুর তৈরি করল,
ঢালাই করা মূর্তির সামনে প্রণত হল।
২০ তৃণভোজী একটা বৃষের বিগ্রহের সঙ্গে
তারা বিনিময় করল তাদের গৌরব।

২১ ভুলে গেল তারা সেই ঈশ্বরকে যিনি ত্রাণ করেছিলেন তাদের,
যিনি মিশরে সাধন করেছিলেন মহাকীর্তিকলাপ,
২২ হাম দেশে কতগুলো আশ্চর্য কাজ,
লোহিত সাগর তীরে ভয়ঙ্কর কীর্তিকলাপ।

২৩ তিনি তাদের ধ্বংস করবেন বলে স্থির করেছিলেন,
যদি না তাঁর সেই মনোনীতজন মোশী
প্রাচীরের ফাটলে না দাঁড়াতেন তাঁর সম্মুখীন হয়ে
তাদের ধ্বংসের কথা থেকে যেন তাঁর রোষ ফেরাতে পারেন।

২৪ লোভনীয় এক দেশ তারা উপেক্ষা করল,

তাঁর বাণীতে বিশ্বাস রাখল না।
[২৫] তাঁবুতে তাঁবুতে বসে গড়গড় করল,
প্রভুর প্রতি বাধ্য হল না।

[২৬] তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে হাত তুলে শপথ করলেন—
প্রান্তরে তাদের ভূলুণ্ঠিত করবেন,
[২৭] ভূলুণ্ঠিত করবেন তাদের বংশ বিজাতিদের মাঝে,
পৃথিবীর চারদিকেই তাদের ছড়িয়ে দেবেন।

[২৮] তারা বায়াল-পেওরের জোয়ালে নিজেদের বশীভূত করল,
খেল মৃতদের বলিদান,
[২৯] অমন কাজ ক'রে তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলল,
তাই তাদের মধ্যে দেখা দিল মড়ক।

[৩০] কিন্তু ফিনেয়াস দাঁড়িয়ে মধ্যস্থতা করলেন
আর এতে থেমে গেল মড়ক,
[৩১] একাজের জন্য তিনি ধর্মময় বলে গণ্য হলেন
যুগে যুগে চিরকাল ধরে।

[৩২] মেরিবার জলাশয়েও তারা তাঁকে ক্রুদ্ধ করল,
আর তাদের এই অপরাধের জন্য মোশীরও অনিষ্ট ঘটল—
[৩৩] কেননা তারা তাঁর আত্মা তিক্ত করল,
আর তিনি বলে ফেললেন অনুচিত কথা।

[৩৪] তারা বিজাতিদের ধ্বংস করল না,
যেমনটি প্রভু তাদের করতে বলেছিলেন,
[৩৫] বরং বিজাতীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই করল,
শিখতে লাগল ওদের কর্মসকল।

[৩৬] তারা ওদের দেবমূর্তিগুলি পূজা করল,
আর এগুলি হল তাদের ফাঁদ।
[৩৭] তারা আপন পুত্রকন্যাদের অপদেবতাদের প্রতি
বলিরূপে উৎসর্গ করল।

[৩৮] তারা ঝরাল নির্দোষের রক্ত,
আপন পুত্রকন্যাদেরই রক্ত,
কানানীয় দেবমূর্তির প্রতি তাদের বলিরূপে উৎসর্গ করল,
সেই রক্তধারায় দেশ অশুচি হল।
[৩৯] তেমন কাজ করে তারা নিজেদের কলুষিত করল,
তাদের ব্যবহার ছিল ব্যভিচার যেন।

৪০ তাঁর আপন জাতির উপর জ্বলে উঠল প্রভুর ক্রোধ,
তাঁর আপন উত্তরাধিকার হল তাঁর বিতৃষ্ণার পাত্র।
৪১ তিনি তাদের ছেড়ে দিলেন বিজাতীয়দের হাতে,
তাদের বিদ্বেষীরাই তাদের উপর চালাল শাসন।
৪২ তাদের শত্রুরা তাদের নিপীড়ন করল,
তাদের হাতের অধীনে তাদের নমিত হতে হল।

৪৩ তিনি বারবার তাদের উদ্ধার করলেন,
তারা কিন্তু ইচ্ছা করেই বিদ্রোহ করল,
নিজেদের শঠতায় নিমজ্জিত হল।
৪৪ তবুও তাদের চিৎকার শোনামাত্রই
তিনি তাদের দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখলেন।
৪৫ তিনি স্মরণ করলেন তাদের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা,
তাঁর মহাকৃপায় তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন।
৪৬ তিনি এমনটি করলেন—যারা তাদের বন্দিদশায় রেখেছিল,
তাদের কাছে তারা যেন করুণা পেতে পারে।

৪৭ আমাদের ত্রাণ কর গো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর,
বিজাতিদের মধ্য থেকে আমাদের সংগ্রহ কর
আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের প্রতি ধন্যবাদ জানাতে পারি,
গর্ব করতে পারি তোমার প্রশংসাগানে।

৪৮ ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে।
গোটা জনগণ বলুক, আমেন!

আল্লেলুইয়া!

পঞ্চম খণ্ড

সামসঙ্গীত ১০৭

১ প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
২ একথা তারাই বলুক, প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন,
শত্রুর হাত থেকেই মুক্ত করলেন,
৩ পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ,
নানা দেশ থেকেই যাদের সংগ্রহ করলেন।

৪ তারা ঘুরছিল প্রান্তরে, মরুদেশে,

পাচ্ছিল না বাস করার মত কোন নগরের পথ ;
৫ তারা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ছিল,
মূর্ছা যাচ্ছিল তাদের প্রাণ।

৬ সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল,
সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের উদ্ধার করলেন :
৭ সরল পথে তাদের নিয়ে চললেন,
বাস করার মত একটি নগরে তারা যেন যেতে পারে।

৮ তারা প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য,
আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য ;
৯ তিনি যে পরিতৃপ্ত করলেন তৃষাতুরের প্রাণ,
ক্ষুধিতের প্রাণ পরিপূর্ণ করলেন মঙ্গলদানে।

১০ তারা বসে ছিল অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়,
ছিল দুর্দশা ও বেড়িতে বন্দি,
১১ তারা যে বিদ্রোহ করেছিল ঈশ্বরের উক্তির প্রতি,
পরাৎপরের প্রকল্প উপেক্ষা করেছিল।
১২ তিনি তাদের অন্তর শ্রমের ভারে নত করলেন,
ভেঙে পড়ছিল তারা, কিন্তু সাহায্য করার মত কেউ ছিল না।

১৩ সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল,
সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের পরিত্রাণ করলেন :
১৪ অন্ধকার থেকে, মৃত্যু-ছায়া থেকে তাদের বের করে আনলেন,
তাদের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেললেন।

১৫ তারা প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য,
আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য ;
১৬ তিনি যে ব্রঞ্জের ফটক ভেঙে ফেললেন,
লোহার অর্গল টুকরো টুকরো করলেন।

১৭ তারা নিজেদের অধর্মাচরণের ফলে মূর্খ হয়ে
নিজেদের শঠতার ফলে করছিল দুঃখভোগ ;
১৮ যে কোন খাদ্য গ্রহণে তাদের অরুচি ছিল,
তারা প্রায় পৌঁছেছিল মৃত্যু-দ্বারে।

১৯ সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল,
সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের পরিত্রাণ করলেন :
২০ আপন বাণী পাঠিয়ে তাদের নিরাময় করলেন,
গহ্বর থেকে তাদের নিষ্কৃতি দিলেন।

২১ তারা প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য,
আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য ;
২২ তাঁর কাছে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করুক,
আনন্দধ্বনির সঙ্গে বলে যাক তাঁর কর্মকীর্তি।

২৩ যারা জাহাজে চড়ে সমুদ্রে যেত,
বাণিজ্য করত মহাসাগরের বুকে,
২৪ তারা দেখল প্রভুর কর্মকীর্তি,
তলদেশে তাঁর আশ্চর্য যত কাজ—

২৫ তিনি কথা বলেই জাগালেন এমন প্রচণ্ড ঝড়,
যা উত্তাল করে তুলল সমুদ্রের ঢেউ :
২৬ তারা আকাশে উঠল, গভীর অতলে নামল,
এই দুর্বিপাকে বিগলিত হল তাদের প্রাণ ;
২৭ মাতালের মত টলমল করে নড়তে লাগল,
তাদের সমস্ত বুদ্ধি মিলিয়ে গেল।

২৮ সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল,
সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের বের করে আনলেন :
২৯ তিনি ঝড় প্রশমিত করলেই তরঙ্গমালা হল নিশ্চুপ,
৩০ স্বস্তি পেয়ে তারা আনন্দিত হল,
আর তিনি অভীষ্ট বন্দরে তাদের চালিত করলেন।

৩১ তারা প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য,
আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য ;
৩২ জনসমাবেশে তাঁর বন্দনা করুক,
তাঁর প্রশংসাগান করুক প্রবীণদের সভায়।

৩৩ তিনি নদনদীকে প্রান্তরই করলেন,
জলের উৎসধারাকে করলেন তৃষ্ণার ভূমি,
৩৪ উর্বর মাটিকে করলেন লবণের দেশ,
সেই অধিবাসীদের অপকর্মের জন্যই তাই করলেন।

৩৫ তারপর তিনি কিন্তু প্রান্তরকে জলাশয়ই করলেন,
দগ্ধ মাটিকে করলেন জলের উৎসধারা,
৩৬ সেখানে তিনি ক্ষুধার্তদের একটি বসতি দিলেন,
আর তারা বাস করার মত একটা নগর স্থাপন করল।

৩৭ তারা মাঠে বীজ বুনল, পুঁতল আঙুরলতা,
করল প্রচুর ফসল।

৩৮ তিনি তাদের আশীর্বাদ করলে তাদের জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পেল,
তাদের গবাদি পশুর সংখ্যা তিনি কমতে দিলেন না।

৩৯ তারপর কিন্তু উৎপীড়ন, দুর্দশা ও বেদনার ভারে
তারা সংখ্যায় কমতে লাগল, অবনত হল ;
৪০ যিনি ক্ষমতাশালীদের উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করেন,
তিনি তাদের ঘোরালেন পথহীন মরুদেশে।

৪১ তিনি কিন্তু নিঃস্বকে দীনতা থেকে তুলে আনেন,
তাদের বংশ মেষপালের মতই বৃদ্ধি করেন।
৪২ তা দেখে ন্যায়নিষ্ঠ সকলে আনন্দিত হয়ে ওঠে,
যত শঠতা বন্ধ করে তার আপন মুখ।

৪৩ যে কেউ প্রজ্ঞাবান, সে এসব কিছু ভেবে দেখুক,
সে বুঝতে পারবে প্রভুর কৃপার কীর্তি।

সামসঙ্গীত ১০৮

১ *গান। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

২ আমার অন্তর সুস্থির, পরমেশ্বর,
আমি গান গাইব, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার, প্রাণ আমার!
৩ জাগ, সেতার ও বীণা!
আমি উষাকে জাগরিত করব।

৪ জাতিসকলের মাঝে আমি তোমার স্তুতিগান করব, প্রভু ;
সর্বদেশের মানুষের মাঝে করব তোমার স্তবগান,
৫ কারণ মহান, আহা, আকাশছোঁয়াই তোমার কৃপা,
মেঘলোক-প্রসারী বিশ্বস্ততা তোমার।

৬ স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হও, পরমেশ্বর,
সারা পৃথিবীর উপর বিরাজ করুক তোমার গৌরব।

৭ তোমার প্রীতিভাজনেরা যেন নিস্তার পেতে পারে,
তোমার ডান হাত দ্বারা আমাদের ত্রাণ কর, আমাকে সাড়া দাও।

৮ তাঁর পবিত্রধামে পরমেশ্বর কথা বললেন,
'আমি উল্লাস করব, সিখেম বিভক্ত করব,
সুক্কোৎ উপত্যকা মেপে নেব।
৯ গিলেয়াদ তো আমার, মানাসে আমার,
এফ্রাইম আমার শিরস্ত্রাণ, যুদা আমার রাজদণ্ড,
১০ মোয়াব আমার ধোয়ার পাত্র,

এদোমের উপর পাদুকা নিক্ষেপ করব,
ফিলিস্তিয়ার উপর আমার জয়নাদ তুলব।’

[১১] কে আমাকে সুরক্ষিত নগরীতে নিয়ে যাবে?
কে আমাকে এদোমে চালিত করবে?
[১২] হে পরমেশ্বর, তুমিই নয় কি, যে তুমি ত্যাগ করেছ আমাদের,
যে তুমি, হে পরমেশ্বর, আর বেরিয়ে যাও না আমাদের বাহিনীর সঙ্গে?

[১৩] শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তায় এসো,
বৃথাই যে মানুষের দেওয়া পরিত্রাণ।
[১৪] পরমেশ্বরের সঙ্গে আমরা পরাক্রম সাধন করব,
তিনিই তো আমাদের শত্রুদের মাড়িয়ে দেবেন।

সামসঙ্গীত ১০৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

হে আমার প্রশংসাবাদের পাত্র পরমেশ্বর, বধির থেকো না;
[২] আমার বিরুদ্ধে যে খোলা রয়েছে দুর্জনের মুখ, ছলনাপটুর মুখ;
মিথ্যাবাদী জিহ্বা দিয়ে ওরা আমার বিষয়ে কথা বলে,
[৩] ঘৃণার কথা আমার চারদিকে,
ওরা আমার বিরুদ্ধে অকারণেই সংগ্রাম করে।

[৪] আমার ভালবাসার বিনিময়ে ওরা তোলে অভিযোগ,
অথচ আমি প্রার্থনায় রত।
[৫] মঙ্গলের প্রতিদানে ওরা আমার অমঙ্গল করে,
ভালবাসার প্রতিদানে আমাকে ঘৃণা করে।

[৬] তুমি ওর বিরুদ্ধে এক দুর্জন নিযুক্ত কর,
এক অভিযোক্তা দাঁড়িয়ে উঠুক ওর ডান পাশে।
[৭] বিচারে ও দোষী বলে প্রতিপন্ন হোক,
ওর প্রার্থনা পাপরূপে গণ্য হোক।
[৮] সীমিত হোক ওর আয়ুষ্কাল,
অন্য কেউ ওর স্থান দখল করুক;
[৯] ওর সন্তানেরা হোক পিতৃহীন,
ওর বধূ বিধবা হোক।
[১০] ওর সন্তানেরা পথে পথে ঘুরে বেড়াক ভিখারী হয়ে,
ওদের বিধ্বস্ত গৃহ থেকে ওরা বিতাড়িত হোক,

[১১] ওর সবকিছু পড়ুক পাওনাদারের ফাঁদে,

বাইরের লোক লুট করে নিক ওর শ্রমের ফল।
[১২] কেউ যেন ওকে না দেখায় সহানুভূতি,
ওর এতিম সন্তানদের প্রতি কেউ যেন না দেখায় দয়া,
[১৩] ওর বংশপরম্পরা বিচ্ছিন্ন হোক,
এক প্রজন্মেই মুছে যাক ওদের নাম।
[১৪] ওর পিতৃপুরুষদের অপরাধ প্রভুর কাছে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হোক,
ওর মাতার পাপ যেন কখনও না বিমোচিত হয়—
[১৫] তা অনুক্ষণ থাকুক প্রভুর সামনে,
ওদের স্মৃতি তিনি পৃথিবী থেকে ছিন্ন করুন।

[১৬] কেননা ও দয়া করতে ভুলে গেছে,
বরং দীনহীন, নিঃস্ব, ভগ্নপ্রাণ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাওয়া করল।
[১৭] ও অভিশাপ ভালবেসেছে, ওর নিজের উপরেই তা এসে পড়ুক,
আশীর্বচনে প্রীত ছিল না, ওর কাছ থেকে তা দূরে থাকুক।
[১৮] ও অভিশাপ পরিধান করল পোশাকের মত,
তা ওর অন্তরে জলের মতই,
ওর হাড়ে তেলের মতই ঢুকুক,
[১৯] হোক ওর গায়ে জড়ানো বসনের মত,
ওর কোমরে বাঁধা কটিবন্ধনীর মত।

[২০] যারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে,
আমার প্রাণের বিরুদ্ধে অনিষ্ট কথা বলে,
এ হোক তাদের জন্য প্রভুর প্রতিদান।

[২১] তুমি কিন্তু, ওগো পরমেশ্বর প্রভু,
তোমার নাম অনুসারেই আমার সঙ্গে ব্যবহার কর,
আমাকে উদ্ধার কর—তোমার কৃপা যে মঙ্গলময়।

[২২] আমি দীনহীন, আমি নিঃস্ব,
আমার মধ্যে আমার হৃদয় বিদ্ধই যেন।
[২৩] আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া ছায়ার মতই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে,
পঙ্গপালের মত আমাকে ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে।

[২৪] অনাহারে আমার হাঁটু কাঁপে,
আমার দেহ শীর্ণ শুষ্ক হচ্ছে,
[২৫] আমি হলাম ওদের অপবাদের পাত্র,
আমাকে দেখে ওরা অবজ্ঞায় মাথা নাড়ায়।
[২৬] আমাকে সহায়তা কর গো প্রভু, পরমেশ্বর আমার,

তোমার কৃপাগুণে আমাকে পরিত্রাণ কর।
[২৭] সকলে যেন জানতে পারে যে এখানে তোমার হাত আছে,
যে তুমিই এসব কিছু করেছ, প্রভু।
[২৮] ওরা অভিশাপ দিক,
তুমি কিন্তু, ওগো, আশীর্বাদ কর,
উঠে দাঁড়িয়ে ওরা লজ্জায় পড়ুক,
তোমার দাস কিন্তু আনন্দিত হোক;
[২৯] আমার অভিযোক্তারা অপমানে পরিবৃত হোক,
আলোয়ানের মত লজ্জা ওদের জড়িয়ে ধরুক।
[৩০] আমার মুখে উচ্চকণ্ঠে জেগে উঠুক প্রভুর স্তুতি,
সবার মাঝে করব তাঁর প্রশংসাবাদ;
[৩১] কেননা বিচারকদের হাত থেকে নিঃস্বের প্রাণ ত্রাণ করার জন্য
তিনি দাঁড়িয়েছেন তার ডান পাশে।

সামসঙ্গীত ১১০

[১] *দাউদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

আমার প্রভুর প্রতি প্রভুর উক্তি,
'আমার ডান পাশেই আসন গ্রহণ কর,
যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের
আমি করি তোমার পাদপীঠ।'

[২] প্রভু তোমার রাজদণ্ড-প্রতাপ সিয়োন থেকে ব্যাপ্ত করেন,
প্রভুত্ব কর তোমার শত্রুদের মাঝে।

[৩] তোমার পরাক্রমের দিনে—পবিত্রতার মহিমায়—তোমার জনগণ স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছে,
উষার গর্ভ থেকে তোমার কাছে এগিয়ে আসছে যৌবনের শিশির।

[৪] প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না—
'মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।'

[৫] প্রভু তোমার ডান পাশে আছেন,
তাঁর ক্রোধের দিনে তিনি রাজাদের চূর্ণ করবেন;
[৬] তিনি জাতি-বিজাতির মাঝে বিচার সম্পাদন করবেন;
মৃতদেহ জমিয়ে তাদের মাথা চূর্ণ করবেন বিস্তীর্ণ দেশ জুড়ে।
[৭] যাবার পথে তিনি খরস্রোতের জল পান করেন,
তাই তিনি মাথা উঁচু করে তোলেন।

সামসঙ্গীত ১১১

[১] আল্লেলুইয়া!

আলেফ সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি করব প্রভুর স্তুতিবাদ

বেথ ন্যায়নিষ্ঠদের সভায়, জনসমাবেশে।

গিমেল[২] প্রভুর কর্মকীর্তি সুমহান,

দালেথ যারা তাতে প্রীত, তারা করে তার মর্মধ্যান।

হে [৩] তাঁর কাজসকল প্রভা ও মহিমামণ্ডিত!

বাউ তাঁর ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।

জাইন [৪] তিনি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির এক স্মৃতিচিহ্ন দেন,

হেথ প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল।

টেথ [৫] যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের খাদ্য দান করেন,

ইয়োধ আপন সন্ধির কথা তিনি স্মরণে রাখেন চিরকাল।

কাফ [৬] বিজাতীয়দের উত্তরাধিকার তাঁর আপন জনগণকে দিয়ে

লামেধ তিনি তাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন আপন কর্মকীর্তির প্রতাপ।

মেম [৭] তাঁর হাতের কর্মকীর্তি বিশ্বস্ততা ও ন্যায়বিচার-মণ্ডিত,

নুন তাঁর সকল আদেশ বিশ্বাসযোগ্য,

সামেখ[৮] তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত চিরদিন চিরকাল ধরে,

আইন বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নীতিতেই সাধিত।

পে [৯] তাঁর আপন জাতির কাছে তিনি মুক্তি পাঠিয়ে দিলেন,

সাধে আপন সন্ধি জারি করলেন চিরকালের মত;

কোফ তাঁর নাম পবিত্র, ভয়ঙ্কর,

রেশ [১০] প্রভুভয়ই প্রজ্ঞার সূত্রপাত।

শিন সেই আদেশগুলির সাধক যারা, তারা সুবিবেচক।

তাউ তাঁর প্রশংসা চিরস্থায়ী।

সামসঙ্গীত ১১২

[১] আল্লেলুইয়া!

আলেফ সুখী সেই মানুষ, যে প্রভুকে করে ভয়,

বেথ তাঁর আজ্ঞাবলিতে যার পরম প্রীতি।

গিমেল[২] তার বংশ পৃথিবীতে শক্তিশালী হবে,

দালেথ ন্যায়নিষ্ঠদের কুল আশিসধন্য হবে।

হে [৩] তার ঘরে কত ঐশ্বর্য, কত ধন,

বাউ তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।

জাইন [৪] ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য সে যেন অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস,

হেথ সে দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়।

টেথ [৫] যে দয়া করে, যে করে ঋণদান, তার মঙ্গল হয়,

ইয়োধ সে ন্যায়ের সঙ্গে কাজ সম্পাদন করে।

কাফ [৬] সে কখনও টলবে না,

লামেধ ধার্মিকজন স্মরণীয় থাকবে চিরকাল।

মেম [৭] সে ভয় করে না কোন অশুভ সংবাদ,

নুন তার অন্তর সুস্থির, প্রভুতেই নির্ভরশীল।

সামেখ[৮] তার অন্তর সুদৃঢ়, সে ভীত নয়,

আইন যতক্ষণ না নিজ শত্রুদের উপরে তাকাতে পারে।

পে [৯] নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করে,

সাধে তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী,

কোফ তার শক্তি গৌরবে উত্তোলিত।

রেশ [১০] তা দেখে দুর্জন ক্ষুব্ধ হয়,

শিন দাঁতে দাঁত ঘষে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায়,

তাউ দুর্জনদের বাসনা ব্যর্থ হয়।

সামসঙ্গীত ১১৩

[১] আল্লেলুইয়া!

প্রশংসা কর তোমরা, হে প্রভুর সেবক,
প্রশংসা কর প্রভুর নাম।

[২] প্রভুর নাম ধন্য হোক এখন থেকে চিরকাল,

[৩] সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই
প্রভুর নাম প্রশংসিত হোক।

[৪] প্রভু সকল দেশের ঊর্ধ্বে উচ্চতম,
তাঁর গৌরব আকাশমণ্ডলের ঊর্ধ্বে বিরাজিত।
[৫] কেইবা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর মত,
ঊর্ধ্বলোকে আসীন যিনি,
[৬] আনত হয়ে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করেন?

[৭] তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন,
আবর্জনার স্তূপ থেকে নিঃস্বকে টেনে তোলেন,
[৮] তাকে আসন দিতে নেতৃবৃন্দের মাঝে,
তাঁর আপন জাতির নেতৃবৃন্দের মাঝে।
[৯] তিনি বন্ধ্যাকে গৃহিণী করেন,
তাকে পুত্রসন্তানদের আনন্দময়ী মাতা করেন।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১১৪

[১] ইস্রায়েল যখন মিশর ছেড়ে চলে এল,
যাকোবকুল যখন ভিন্নভাষী এক জাতিকে ছেড়ে চলে এল,
[২] যুদা তখন হয়ে উঠল তাঁর পবিত্রধাম,
ইস্রায়েল তাঁর রাজ্যভূমি।

[৩] তা দেখে পালিয়ে গেল সাগর,
উজানে বইল যর্দন,
[৪] পাহাড়পর্বত লাফিয়ে উঠল মেষের মত,
উপপর্বত মেষশাবকের মত।

[৫] তোমার কী হল, সাগর, যে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ?
তোমার কী হল, যর্দন, যে তুমি উজানে বইছ?
[৬] হে পাহাড়পর্বত, কেন তোমরা লাফিয়ে উঠছ মেষের মত?
আর তোমরা, উপপর্বত, মেষশাবকের মত?

[৭] হে পৃথিবী, কম্পিত হও প্রভুর সামনে,
যাকোবের সেই পরমেশ্বরের সামনে,
[৮] যিনি শৈলকে পরিণত করেন জলাশয়ে,
পাথরকে জলের উৎসধারায়।

১ আমাদের নয়, প্রভু, আমাদের নয়,
তোমার কৃপা, তোমার বিশ্বস্ততার খাতিরে
নিজেরই নাম কর গৌরবমণ্ডিত।

২ বিজাতিরা কেনই বা বলবে:
'কোথায় ওদের সেই পরমেশ্বর?'
৩ স্বর্গেই তো আমাদের পরমেশ্বর,
যা ইচ্ছা করেন, তিনি সেই সবই সাধন করেন।

৪ ওদের দেবমূর্তিগুলি রুপো আর সোনা,
মানুষেরই হাতে গড়া:
৫ মুখ আছে, তবু কিছুই বলে না,
চোখ আছে, তবু দেখে না,
৬ কান আছে, তবু শোনে না,
নাক আছে, তবু ঘ্রাণ পায় না,
৭ হাত আছে, তবু স্পর্শ করতে পারে না,
পা আছে, তবু চলতে পারে না,
নিজেদের গলায় কোন শব্দই উচ্চারণ করে না।
৮ সেগুলির মত হোক তারা, সেগুলি গড়ে যারা,
তারা সকলেই, সেগুলিতে ভরসা রাখে যারা।

৯ ইস্রায়েল, প্রভুতেই ভরসা রাখ,
তিনি তাদের সহায়, তাদের ঢাল।
১০ আরোনকুল, প্রভুতেই ভরসা রাখ,
তিনি তাদের সহায়, তাদের ঢাল।
১১ প্রভুভীরু সকল, প্রভুতেই ভরসা রাখ,
তিনি তাদের সহায়, তাদের ঢাল।

১২ প্রভু আমাদের স্মরণে রাখেন,
আমাদের আশিসধন্য করবেন,
ইস্রায়েলকুলকে আশিসধন্য করবেন,
আরোনকুলকে আশিসধন্য করবেন,
১৩ প্রভুভীরু ছোট কি বড়
তাদের সকলকেই আশিসধন্য করবেন।
১৪ প্রভু তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন,
তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।

[১৫] সেই প্রভুর আশিসপাত্র তোমরা হতে পার যেন,
স্বর্গমর্তের নির্মাতা যিনি।

[১৬] স্বর্গ, তা তো প্রভুরই স্বর্গ,
মর্ত কিন্তু তিনি দিয়েছেন আদমসন্তানদের হাতে।
[১৭] যারা মৃত, যারা স্তব্ধতার দেশে নেমে যায়,
তারাই যে প্রভুর প্রশংসা করবে, তা তো নয়;
[১৮] বরং আমরা জীবিত যারা, এই আমরাই তো প্রভুকে বলব ধন্য
এখন থেকে চিরকাল ধরে।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১১৬

[১] আমি প্রভুকে ভালবাসি,
তিনি যে শুনলেন আমার কণ্ঠ, শুনলেন মিনতি আমার,
[২] সত্যিই, যখন তাঁকে ডাকলাম,
সেইদিন তিনি আমাকে কান পেতে শুনলেন।

[৩] মৃত্যুর বাঁধন জড়িয়ে ধরছিল আমায়,
পাতালের যন্ত্রণা আবদ্ধ করে রাখছিল আমায়,
সঙ্কটে বেদনায় আবদ্ধ হয়ে [৪] আমি করলাম প্রভুর নাম—
'দোহাই প্রভু, আমার প্রাণের নিষ্কৃতি দাও।'

[৫] প্রভু দয়াবান, ধর্মময়,
আমাদের পরমেশ্বর স্নেহশীল।
[৬] প্রভু সরলমনাকে রক্ষা করেন;
নিরুপায় ছিলাম, আর তিনি আমাকে পরিত্রাণ করলেন।

[৭] প্রাণ আমার, এখন ফিরে যাও তোমার বিশ্রামস্থানে,
প্রভু যে করলেন তোমার উপকার।
[৮] তুমি মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ, অশ্রু থেকে আমার চোখ,
পতন থেকে আমার পা নিস্তার করলে।
[৯] আমি প্রভুর সম্মুখে চলতে থাকব
জীবিতের দেশে।

[১০] আমি তখনও বিশ্বাস রেখেছি যখন বলতাম,
'আমি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত,'
[১১] বিহ্বল হয়ে আমি বলতাম,
'সকল মানুষ মিথ্যাবাদী।'

[১২] আমার প্রতি প্রভুর সমস্ত উপকারের জন্য
প্রতিদানে আমি তাঁকে কী দিতে পারব?
[১৩] পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে
আমি করব প্রভুর নাম।

[১৪] প্রভুর উদ্দেশে আমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন করব
তাঁর সমস্ত জনগণের সামনে।

[১৫] প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান
তাঁর ভক্তদের মৃত্যু।

[১৬] দোহাই প্রভু! আমি তো তোমার দাস,
আমি তোমারই দাস, তোমার দাসীর পুত্র,
তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল।
[১৭] তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ ক'রে
আমি করব প্রভুর নাম।

[১৮] প্রভুর উদ্দেশে আমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন করব
তাঁর সমস্ত জনগণের সামনে,
[১৯] প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে,
হে যেরুসালেম, তোমারই অন্তঃস্থলে।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১১৭

[১] প্রভুর প্রশংসা কর, সকল দেশ,
তাঁর মহিমাকীর্তন কর, সকল জাতি।
[২] দৃঢ়ই যে আমাদের প্রতি তাঁর কৃপা,
প্রভুর বিশ্বস্ততা চিরস্থায়ী।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১১৮

[১] প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

[২] বলুক ইস্রায়েল,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।
[৩] বলুক আরোনকুল,

তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।
৪ বলুক প্রভুভীরু সকল,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

৫ আমার যন্ত্রণায় আমি প্রভুকে ডাকলাম,
প্রভু সাড়া দিয়ে আমাকে আনলেন উন্মুক্ত স্থানে।
৬ প্রভু আমার পক্ষে, আমার নেই কোন ভয়,
মানুষ আমাকে কীবা করতে পারে?
৭ প্রভু আমার পক্ষে, তিনি আমার সহায়,
তাই আমি শত্রুদের উপর তাকাতে পারব।

৮ মানুষের উপর ভরসা রাখার চেয়ে
প্রভুতে আশ্রয় নেওয়া শ্রেয়।
৯ ক্ষমতাশালীদের উপর ভরসা রাখার চেয়ে
প্রভুতে আশ্রয় নেওয়া শ্রেয়।

১০ সকল দেশ ঘিরে ফেলেছিল আমায়,
প্রভুর নামেই আমি তাদের টুকরো টুকরো করলাম।
১১ তারা ছেকে ধরেছিল, ঘিরে ফেলেছিল আমায়,
প্রভুর নামেই আমি তাদের টুকরো টুকরো করলাম।
১২ তারা মৌমাছির মত ছেকে ধরেছিল আমায়,
—কাঁটাঝোপে আগুনেরই মত জ্বলছিল তারা—
প্রভুর নামেই আমি তাদের টুকরো টুকরো করলাম।

১৩ তারা আমাকে জোরেই ঠেলা দিয়েছিল আমি যেন লুটিয়ে পড়ি,
প্রভু কিন্তু হলেন আমার সহায়।
১৪ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

১৫ ধার্মিকদের তাঁবুতে তাঁবুতে জাগে আনন্দচিৎকার জয়ধ্বনি—
প্রভুর ডান হাত পরাক্রম সাধন করল,
১৬ প্রভুর ডান হাত এবার উত্তোলিত,
প্রভুর ডান হাত পরাক্রম সাধন করল।

১৭ আমি মরব না, জীবিতই থাকব,
প্রভুর কর্মকাহিনী বর্ণনা করে যাব।
১৮ প্রভু কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন আমায়,
তবুও আমায় সঁপে দেননি মৃত্যুর হাতে।

[১৯] আমার জন্য খুলে দাও তোমরা ধর্মময়তার তোরণদ্বার,
প্রবেশ করে আমি প্রভুকে জানাব ধন্যবাদ।
[২০] এই তো প্রভুর তোরণদ্বার,
এর মধ্য দিয়ে ধার্মিকেরাই প্রবেশ করবে।
[২১] আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, তুমি যে আমাকে দিয়েছ সাড়া,
তুমি যে হলে আমার পরিত্রাণ।

[২২] গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল,
তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর ;
[২৩] এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ,
আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়।
[২৪] এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন,
এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি।

[২৫] দোহাই প্রভু, কর গো ত্রাণ!
দোহাই প্রভু, কর গো জয়দান!
[২৬] যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি আশিসধন্য ;
প্রভুর গৃহ থেকে আমরা তোমাদের আশীর্বাদ করি।
[২৭] প্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের আলো দান করেন।

শাখাপল্লব হাতে নিয়ে
বেদির দুই শৃঙ্গ পর্যন্ত শোভাযাত্রায় সার বেঁধে চল।
[২৮] তুমিই আমার ঈশ্বর,
আমি তোমায় জানাই ধন্যবাদ ;
হে আমার পরমেশ্বর,
আমি তোমার বন্দনা করি।

[২৯] প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

সামসঙ্গীত ১১৯

א আলেফ

[১] সুখী তারা, নিখুঁত যাদের পথ,
প্রভুর বিধানে যারা চলে।
[২] সুখী তারা, যারা তাঁর নির্দেশমালা পালন করে,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে যারা তাঁর অন্বেষণ করে।
[৩] তারা কোন অন্যায় করে না,

তারা তাঁর সমস্ত পথে চলে।
[৪] তুমি জারি করেছ তোমার আদেশমালা,
তারা যেন তা সযত্নেই মেনে চলে।
[৫] আহা! তোমার বিধিকলাপ মেনে চলায়
আমার পথসকল সুস্থির হোক।
[৬] তবে তোমার সকল আজ্ঞার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে
আমি লজ্জায় পড়ব না।
[৭] আমি যখন শিখব তোমার ন্যায়বিচার সকল,
তখন সরল অন্তরে তোমাকে জানাব ধন্যবাদ।
[৮] তোমার বিধিকলাপ মেনে চলব,
আমায় কখনও পরিত্যাগ করো না।

ב বেথ

[৯] তরুণ কী ভাবে বিশুদ্ধ রাখবে নিজের পথ?
সে মেনে চলুক তোমার বাণী।
[১০] সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি তোমার অন্বেষণ করি,
তুমি আমায় বিচ্যুত হতে দিয়ো না তোমার আজ্ঞাবলি থেকে।
[১১] তোমার বিরুদ্ধে পাছে করি পাপ,
হৃদয়ে গেঁথে রাখি তোমার বচন সকল।
[১২] ওগো প্রভু, তুমি ধন্য!
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
[১৩] আমার ওষ্ঠে আমি প্রচার করলাম
তোমার মুখের সকল সুবিচার।
[১৪] তোমার নির্দেশ পথেই আনন্দ আমার,
যত ঐশ্বর্যের চেয়ে এ আনন্দ সুগভীর।
[১৫] ধ্যান করতে চাই তোমার আদেশমালা,
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চাই তোমার সকল পথে।
[১৬] তোমার বিধিমালায় আমি মনে পাই সুখ,
তোমার বাণী কখনও ভুলব না।

ג গিমেল

[১৭] তোমার এ দাসের উপকার কর,
তবে আমি বাঁচব, তোমার বাণী মেনে চলব।
[১৮] খুলে দাও আমার চোখ,
আমি যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তোমার বিধানের আশ্চর্য কর্মকীর্তির উপর।
[১৯] এ পৃথিবীতে আমি তো প্রবাসী আছি,
আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না গো তোমার আজ্ঞাবলি।

২০ তোমার শাসনবিধির অভিলাষে
অনুক্ষণ জরজর আমার প্রাণ।
২১ তুমি তো দর্পী মানুষকে ধমক দাও,
যারা তোমার আজ্ঞাবলি ছেড়ে চলে যায়, তারা অভিশপ্ত হোক।
২২ আমা থেকে অপবাদ ও বিদ্রূপ দূর করে দাও,
আমি তো পালন করি তোমার নির্দেশ সকল।
২৩ ক্ষমতাশালীরা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্তে বসে,
তবুও তোমার দাস ধ্যান করে যায় তোমার বিধিকলাপ।
২৪ তোমার নির্দেশমালাই আমার সুখ,
সেই নির্দেশই তো আমার মন্ত্রণাদাতা।

ד দালেথ

২৫ ধুলায় তলিয়ে আছে আমার প্রাণ,
তোমার বাণী অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
২৬ তোমাকে জানালাম আমার যত পথ আর তুমি আমাকে দিয়েছ সাড়া,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
২৭ তোমার আদেশমালার পথে আমাকে উদ্বুদ্ধ কর,
তবে ধ্যান করব তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।
২৮ দুঃখে আমার প্রাণ শুধু ফেলে অশ্রুধারা,
তোমার বাণী অনুসারে আমাকে তুলে আন।
২৯ আমা থেকে দূরে রাখ মিথ্যা পথ,
তোমার বিধানের অনুগ্রহ মঞ্জুর কর আমায়।
৩০ আমি বেছে নিয়েছি বিশ্বস্ততার পথ,
সামনে রেখেছি তোমার সুবিচারগুলি।
৩১ তোমার নির্দেশমালা আঁকড়ে ধরে আছি,
আমায় নিরাশ হতে দিয়ো না গো প্রভু।
৩২ তোমার আজ্ঞাবলির পথে ছুটে চলি,
তুমি যে উদার করেছ আমার হৃদয়।

ה হে

৩৩ আমাকে দেখাও, প্রভু, তোমার বিধিপথ,
আমি শেষ পর্যন্তই তা পালন করব।
৩৪ আমাকে সুবুদ্ধি দাও—পালন করব তোমার বিধান,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তা মেনে চলব।
৩৫ তোমার আজ্ঞাবলির পথে আমায় চালনা কর,
সেইখানে যে আমার প্রীতি।
৩৬ তোমার নির্দেশমালার দিকে নত কর আমার হৃদয়,

লোভের দিকে নয়।

[৩৭] অসার দৃশ্য থেকে ফেরাও আমার চোখ,
তোমার পথে আমাকে সঞ্জীবিত কর।

[৩৮] তোমার দাসের কাছে দেওয়া কথা রক্ষা কর,
সে যেন তোমাকে ভয় করতে পারে।

[৩৯] যে নিন্দা আমি ভয় করছি, তা তুমি দূর করে দাও,
তোমার বিচারগুলি যে মঙ্গলময়।

[৪০] দেখ, আমি ভালবাসি তোমার আদেশমালা,
তোমার ধর্মময়তায় আমাকে সঞ্জীবিত কর।

ו বাউ

[৪১] প্রভু, আসুক আমার কাছে তোমার কৃপা,
তোমার কথা অনুসারে তোমার পরিত্রাণ;

[৪২] তবে আমি নিন্দুকদের প্রত্যুত্তর দিতে পারব,
তোমার বাণীতেই যে ভরসা রাখি।

[৪৩] আমার মুখ থেকে কখনও অপসারণ করো না সত্যকথা,
তোমার সুবিচারগুলিতেই যে আশা রাখি।

[৪৪] আমি তোমার বিধান মেনে চলতে থাকব
চিরদিন চিরকাল।

[৪৫] পথে আমি সুস্থির হয়ে চলব,
আমি যে অন্বেষণ করেছি তোমার আদেশগুলি।

[৪৬] তোমার নির্দেশমালা প্রচার করব রাজাদের সামনে,
করব না কো লজ্জাবোধ।

[৪৭] তোমার আজ্ঞাগুলিতে আমার কী সুখ,
সেগুলি আমি তো ভালবাসি।

[৪৮] তোমার আজ্ঞা ভালবাসি, সেগুলির দিকে তুলব আমার দু'হাত,
ধ্যান করে যাব তোমার বিধিকলাপ।

ז জাইন

[৪৯] স্মরণে রেখ তোমার এ দাসের কাছে দেওয়া তোমার সেই কথা,
যার উপর তুমি স্থাপন করেছ আমার আশা।

[৫০] আমার দুর্দশায় এই তো সান্ত্বনা আমার—
তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করে।

[৫১] দর্পী মানুষ আমাকে কতই না অবজ্ঞা করে,
আমি কিন্তু সরে যাইনি তোমার বিধান থেকে।

[৫২] অতীতকালের তোমার সুবিচার সকল স্মরণে রাখি,
প্রভু, এতেই সান্ত্বনা পাই।

৫৩ যারা পরিত্যাগ করে তোমার বিধান,
সেই দুর্জনদের বিরুদ্ধে রোষ ধরেছে আমায়।
৫৪ আমার এ নির্বাসনের দেশে
তোমার বিধিমালা আমার কাছে সঙ্গীত যেন।
৫৫ রাতে তোমার নাম স্মরণ করি, প্রভু,
আমি মেনে চলি তোমার বিধান।
৫৬ তোমার আদেশমালা পালন করা :
এটিই সাধনা আমার।

ה হেথ

৫৭ আমার নিয়তি—এ কথা বলেছি, প্রভু,
তোমার প্রতিটি বাণী মেনে চলাই নিয়তি আমার।
৫৮ সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি তোমার শ্রীমুখের প্রত্যাশায় আছি,
তোমার কথামত আমাকে দয়া কর।
৫৯ আমার পথসকল সম্বন্ধে আমি চিন্তা করলাম,
তোমার নির্দেশমালার দিকেই চালিত করি আমার চরণ।
৬০ দেরি না করে শীঘ্রই আসছি
তোমার আজ্ঞাবলি মেনে চলার জন্য।
৬১ দুর্জনদের বাঁধন জড়িয়ে ফেলেছে আমায়,
তবু আমি ভুলিনি কো তোমার বিধান।
৬২ তোমার ন্যায়বিচারগুলির জন্য
মাঝরাতে উঠে করি তোমার স্তুতি।
৬৩ আমি তাদেরই বন্ধু, যারা তোমাকে করে ভয়,
যারা তোমার আদেশমালা মেনে চলে।
৬৪ প্রভু, এ পৃথিবী তোমার কৃপায় পরিপূর্ণ,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিসকল।

ט টেথ

৬৫ তোমার বাণী অনুসারে, প্রভু,
তোমার এ দাসের মঙ্গল করেছ তুমি।
৬৬ আমাকে শেখাও সদ্বিবেচনা, শেখাও সদ্‌জ্ঞান,
আমি যে তোমার আজ্ঞাবলিতে রেখেছি বিশ্বাস।
৬৭ অবনমিত হবার আগে আমি চলতাম ভ্রান্ত পথে,
এখন কিন্তু তোমার কথা মেনে চলি।
৬৮ তুমি মঙ্গলময়, তুমি মঙ্গল সাধন কর,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
৬৯ দর্পী মানুষ মিথ্যা ব'লে আমার নাম কলঙ্কিত করে,

আমি কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার আদেশমালা পালন করি।
[৭০] তাদের হৃদয় মেদপিণ্ডের মতই স্থূলতায় ভরা,
তোমার বিধানেই কিন্তু আমি মনে পাই সুখ।
[৭১] অবনমিত হওয়ায় আমার মঙ্গল,
এতেই যে শিখি তোমার বিধিকলাপ।
[৭২] তোমার মুখের বিধান আমার কাছে
অজস্র সোনা ও রুপোর চেয়েও শ্রেয়তর।

י ইয়োধ

[৭৩] তোমার দু'হাত গড়েছে, রূপায়িত করেছে আমায়,
আমাকে সুবুদ্ধি দাও, তবেই আমি শিখব তোমার আজ্ঞাবলি।
[৭৪] যারা তোমাকে ভয় করে, আমাকে দেখে তারা আনন্দিত হবে,
আমি যে তোমার বাণীতেই আশা রাখি।
[৭৫] আমি জানি, প্রভু,—তোমার বিচারগুলি ন্যায্য,
এও জানি যে আপন বিশ্বস্ততা বজায় রেখে তুমি আমায় নমিত করলে।
[৭৬] তোমার এ দাসের কাছে তোমার কথামত
তোমার কৃপাই হোক সান্ত্বনা আমার।
[৭৭] আসুক আমার কাছে তোমার স্নেহধারা, তবে আমি জীবন পাব,
তোমার বিধানই তো আমার সুখ।
[৭৮] যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটায়, সেই দর্পী মানুষই লজ্জায় পড়ুক,
আমি ধ্যান করে যাব তোমার আদেশমালা।
[৭৯] যারা তোমাকে ভয় করে, যারা জানে তোমার নির্দেশমালা,
ফিরে আসুক তারা আমার কাছে।
[৮০] তোমার বিধিকলাপ পালনে নিখুঁত থাকুক আমার অন্তর,
আমি যেন লজ্জায় না পড়ি।

ב কাফ

[৮১] তোমার ত্রাণলাভের জন্য ম্রিয়মাণ আমার প্রাণ,
তোমার বাণীতেই আশা রাখি।
[৮২] তোমার বচনের জন্য ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ,
আমি বলি, তুমি কখন আমাকে সান্ত্বনা দেবে?
[৮৩] আমি যেন ধোঁয়ার মধ্যে রেখে দেওয়া একটা চর্মপুটের মত,
তবু ভুলিনি তোমার বিধিকলাপ।
[৮৪] কতটুকু তোমার এ দাসের আয়ু?
কখন তুমি আমার তাড়কদের বিচার করবে?
[৮৫] আমার জন্য কতগুলো গর্তই না খুঁড়েছে সেই দর্পীর দল,
তোমার বিধান মতে চলে না কো তারা।

৮৬ তোমার সকল আজ্ঞায় বিশ্বস্ততাই প্রকাশ পায়,
মিথ্যা অভিযোগ তুলে ওরা আমায় নির্যাতন করছে—আমার সহায়তা কর।
৮৭ এ পৃথিবীতে ওরা প্রায় নিঃশেষিত করে ফেলেছে আমায়,
আমি কিন্তু পরিত্যাগ করিনি তোমার আদেশমালা।
৮৮ তোমার কৃপা অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর,
তবেই আমি মেনে চলব তোমার মুখের সাক্ষ্য।

৮ লামেধ

৮৯ প্রভু, তোমার বাণী চিরস্থায়ী,
তা স্বর্গেই চিরপ্রতিষ্ঠিত।
৯০ তোমার বিশ্বস্ততা যুগযুগস্থায়ী,
তুমি এ পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করেছ বলে পৃথিবী থাকে অবিচল।
৯১ তোমার শাসনবিধি গুণেই আজও সবকিছু থাকে অবিচল,
সবকিছুই যে তোমার সেবায় রত।
৯২ তোমার বিধান যদি না হত আমার সুখ,
তবে আমার এ দুর্দশায় হত আমার পরিণাম।
৯৩ তোমার আদেশগুলি আমি কখনও ভুলব না,
সেগুলি গুণেই যে তুমি আমাকে সঞ্জীবিত রাখ।
৯৪ আমি তোমারই—ত্রাণ কর আমায়!
আমি যে অন্বেষণ করেছি তোমার আদেশগুলি।
৯৫ আমাকে বিলোপ করার জন্য দুর্জনেরা ওত পেতে আছে,
কিন্তু তোমার নির্দেশমালায় আমার সকল চিন্তা।
৯৬ আমি দেখেছি সব শ্রেষ্ঠতার পরিসীমা,
তোমার আজ্ঞা কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিসীম।

৯ মেম

৯৭ আমি কতই না ভালবাসি তোমার বিধান,
তা তো আমার সারাদিনের ধ্যান।
৯৮ তোমার আজ্ঞা আমাকে আমার শত্রুদের চেয়ে প্রজ্ঞাবান করে,
সেই আদেশমালা যে আমার সঙ্গে থাকে অনুক্ষণ।
৯৯ আমার শিক্ষাগুরুদের চেয়েও আমি সুবিবেচক,
তোমার নির্দেশমালাই যে আমার ধ্যান।
১০০ আমার সুবুদ্ধি প্রবীণদের চেয়েও সুগভীর,
আমি যে পালন করি তোমার আদেশগুলি।
১০১ তোমার বাণী মান্য করার জন্য
সকল অন্যায় পথ থেকে পা দূরে রাখি।
১০২ তোমার সুবিচারগুলি থেকে দূরে যাই না কো আমি,

তুমি নিজেই যে শিক্ষা দান কর আমায়।
[১০৩] আমার জিহ্বায় কতই না সুস্বাদু তোমার বচন,
আমার মুখে তা মধুর চেয়েও সুমধুর।
[১০৪] তোমার আদেশমালা থেকে আমি সুবুদ্ধি পাই,
তাই আমি ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।

১ নুন

[১০৫] তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ,
আমার চলার পথের আলো।
[১০৬] আমি শপথ করেছি—সেই শপথ রক্ষা করব,
মেনে চলবই তোমার ন্যায়বিচার সকল।
[১০৭] আমি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত,
তোমার বাণী অনুসারে, প্রভু, আমাকে সঞ্জীবিত কর।
[১০৮] আমার মুখের অর্ঘ্য গ্রহণ কর, প্রভু,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার সুবিচার সকল।
[১০৯] আমার প্রাণ নিয়তই সঙ্কটের মাঝে,
আমি কিন্তু ভুলি না তোমার বিধান।
[১১০] দুর্জনেরা আমার জন্য পেতেছে ফাঁদ,
আমি কিন্তু সরে যাইনি তোমার আদেশমালা ছেড়ে।
[১১১] তোমার নির্দেশমালাই আমার চিরকালীন উত্তরাধিকার,
কারণ আমার হৃদয়ের আনন্দ সেই মালা।
[১১২] তোমার বিধিকলাপ পালনে নত করেছি আমার অন্তর,
সেই বিধিই চিরকালীন পুরস্কার আমার।

৩ সামেখ

[১১৩] দুমনা মানুষকে আমি ঘৃণা করি,
ভালবাসি তোমার বিধান।
[১১৪] তুমিই আমার গোপন আশ্রয়, আমার ঢাল,
তোমার বাণীতেই আশা রাখি।
[১১৫] আমার সামনে থেকে দূর হও, অপকর্মা সবাই,
আমি আমার পরমেশ্বরের আজ্ঞাবলি পালন করতে চাই।
[১১৬] তোমার কথামত আমায় ধারণ করে রাখ, তবে জীবন পাব,
আমার আশায় আমাকে নিরাশ হতে দিয়ো না।
[১১৭] আমায় ধরে রাখ, তবেই আমি পাব পরিত্রাণ,
তোমার বিধিমালায় নিয়তই পাব সুখ।
[১১৮] যারা তোমার বিধিমালা ছেড়ে বিপথে যায়,
তাদের সকলকে তুমি তো অবজ্ঞা কর,

তাদের প্রতারণা হবেই নিষ্ফল।
[১১৯] পৃথিবীর যত দুর্জনকে তুমি মনে কর আবর্জনা যেন,
তাই আমি ভালবাসি তোমার নির্দেশকলাপ।
[১২০] তোমার ক্রোধের সামনে আমার দেহে জাগে শিহরণ,
আমি ভয় করি তোমার সুবিচার সকল।

ע আইন

[১২১] যা ন্যায়, যা ধর্মময়, তা করেছি আমি,
আমাকে তুলে দিয়ো না গো আমার অত্যাচারীদের হাতে।
[১২২] সযত্নেই রক্ষা কর তোমার এ দাসের মঙ্গল,
দর্পীর দল আমাকে অত্যাচার করে না যেন।
[১২৩] তোমার পরিত্রাণের প্রতীক্ষায়,
তোমার ধর্মময়তার কথার প্রতীক্ষায় ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ।
[১২৪] তোমার কৃপা অনুসারেই তোমার দাসের সঙ্গে ব্যবহার কর,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
[১২৫] আমি তোমার দাস—আমাকে সুবুদ্ধি দাও,
তবেই জানতে পারব তোমার নির্দেশমালা।
[১২৬] প্রভুর কর্মসাধনের সময় এসে গেছে,
ওরা তো ভঙ্গ করেছে তোমার বিধান।
[১২৭] তাই আমি সোনার চেয়ে, নিখাদ সোনার চেয়েও
তোমার আজ্ঞাবলি ভালবাসি।
[১২৮] তাই তোমার আদেশমালা অনুসারেই পথ চলতে থাকি,
ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।

פ পে

[১২৯] তোমার নির্দেশমালা আশ্চর্যময়,
তাই তা পালন করে আমার প্রাণ।
[১৩০] তোমার বাণী ফুটেই আলো দান করে,
সরলমনাকে সুবুদ্ধি দান করে।
[১৩১] মুখ ব্যাদান করে হাঁপাচ্ছি আমি,
আমি যে তোমার আজ্ঞাবলি বাসনা করি।
[১৩২] আমার দিকে মুখ ফিরে চাও, আমাকে দয়া কর,
যারা তোমার নাম ভালবাসে, এই তো তাদের সুবিচার।
[১৩৩] তোমার কথামত আমার চরণ সুস্থির কর,
অপকর্ম যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে।
[১৩৪] মানুষের অত্যাচার থেকে আমায় মুক্ত কর,
তবেই মেনে চলব তোমার আদেশমালা।

১৩৫ তোমার দাসের উপর শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
১৩৬ আমার দু'চোখ বেয়ে ঝরছে অশ্রুধারা,
ওরা যে অমান্য করে তোমার বিধান।

צ সাধে

১৩৭ প্রভু, তুমি ধর্মময়,
তোমার যত বিচার ন্যায্য।
১৩৮ ধর্মময়তার সঙ্গে, গভীর বিশ্বস্ততার সঙ্গে
তুমি জারি করেছ তোমার নির্দেশমালা।
১৩৯ প্রবল আগ্রহ গ্রাস করছে আমায়,
আমার বিপক্ষরা যে ভোলে তোমার বাণীসকল।
১৪০ তোমার দেওয়া কথা অধিক পরীক্ষাসিদ্ধ,
তোমার দাস সেই কথা ভালবাসে।
১৪১ আমি তুচ্ছ, আমি অবজ্ঞার বস্তু,
তবু ভুলি না তোমার আদেশমালা।
১৪২ তোমার ধর্মময়তা চিরধর্মময়,
তোমার বিধান সত্য।
১৪৩ সঙ্কট, উদ্বেগ ধরেছে আমায়,
তবু তোমার আজ্ঞাবলিই আমার সুখ।
১৪৪ তোমার নির্দেশকলাপ চিরধর্মময়,
আমাকে সুবুদ্ধি দাও, তবে আমি জীবন পাব।

ק কোফ

১৪৫ সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমায় ডাকছি—প্রভু, সাড়া দাও,
পালন করব তোমার বিধিসকল।
১৪৬ তোমায় ডাকছি—ত্রাণ কর আমায়,
মেনে চলবই তোমার নির্দেশমালা।
১৪৭ উষার আগে উঠে চিৎকার করে সাহায্য চাই,
তোমার বাণীতেই আশা রাখি।
১৪৮ তোমার বচন ধ্যান করার জন্য
রাতের প্রতিটি প্রহরের আগেই জাগ্রত আমার চোখ।
১৪৯ তোমার কৃপায় শোন গো আমার কণ্ঠ,
তোমার সুবিচারগুলি অনুসারে, প্রভু, আমাকে সঞ্জীবিত কর।
১৫০ যারা আমাকে ধাওয়া করে, তাদের অভিসন্ধিতে এগিয়ে আসছে তারা,
তারা তোমার বিধান থেকে বহু দূরে।
১৫১ তুমি কিন্তু, প্রভু, কাছেই রয়েছ তুমি,

তোমার সকল আজ্ঞা সত্য।

[১৫২] অনেক আগে থেকে আমি একথা জানি—
তোমার নির্দেশমালা তুমি স্থাপন করেছ চিরকালের মত।

ৰ রেশ

[১৫৩] আমার দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখ—আমাকে নিস্তার কর,
আমি তো ভুলিনি তোমার বিধান।

[১৫৪] আমার পক্ষ সমর্থন কর, আমার মুক্তিকর্ম সাধন কর,
তোমার কথামত আমাকে সঞ্জীবিত কর।

[১৫৫] দুর্জনদের কাছ থেকে দূরেই রয়েছে পরিত্রাণ,
ওরা যে অন্বেষণ করে না তোমার বিধিকলাপ।

[১৫৬] তোমার স্নেহধারা কতই না মহান, ওগো প্রভু,
তোমার সুবিচারগুলি অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।

[১৫৭] আমার নির্যাতকেরা, আমার বিপক্ষরা সংখ্যায় অনেক,
তবুও আমি সরে যাইনি তোমার কোন সাক্ষ্য থেকে।

[১৫৮] ওই বিদ্রোহীদের দেখে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম,
ওরা যে অমান্য করে তোমার কথা।

[১৫৯] দেখ আমি কতই না ভালবাসি তোমার আদেশগুলি,
প্রভু, তোমার কৃপা অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।

[১৬০] সত্যই তোমার বাণীর সার,
তোমার প্রতিটি ন্যায়বিচার চিরস্থায়ী।

ষ শিন

[১৬১] ক্ষমতাশালীরা আমাকে অকারণে নির্যাতন করে,
তবু আমার অন্তর ভয় করে তোমার বাণীসকল।

[১৬২] মানুষ মহাধন খুঁজে পেয়ে যেমন আনন্দ করে,
তেমনি তোমার বচন নিয়ে আমি আনন্দিত।

[১৬৩] আমি মিথ্যা ঘৃণা করি, অত্যন্ত ঘৃণা করি,
ভালবাসি তোমার বিধান।

[১৬৪] তোমার ন্যায়বিচারগুলির জন্য
দিনে সাতবার করি তোমার প্রশংসাবাদ।

[১৬৫] যারা তোমার বিধান ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি,
কিছুই তাদের স্খলন ঘটাতে পারে না।

[১৬৬] তোমার পরিত্রাণের জন্য চেয়ে আছি, প্রভু,
পূর্ণ করে থাকি তোমার আজ্ঞাবলি।

[১৬৭] আমার প্রাণ মেনে চলে তোমার নির্দেশমালা,
একান্ত ভালবাসে সেই মালা।

[১৬৮] মেনে চলি তোমার আদেশগুলি, তোমার নির্দেশমালা,
তোমার সামনেই যে আমার সকল পথ।

ת তাউ

[১৬৯] তোমার সম্মুখে, প্রভু, যেতে পারে যেন আমার ডাক,
তোমার বাণী অনুসারে আমাকে সুবুদ্ধি দাও।
[১৭০] তোমার সম্মুখে যেতে পারে যেন মিনতি আমার,
তোমার দেওয়া কথা অনুসারে আমাকে উদ্ধার কর।
[১৭১] আমার ওষ্ঠ জপ করে যাক তোমার প্রশংসাবাদ,
তুমি যে আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
[১৭২] আমার জিহ্বা গান করে যাক তোমার বচন,
ধর্মময় যে তোমার সকল আজ্ঞা।
[১৭৩] তোমার হাত হোক আমার সহায়,
আমি যে বেছে নিয়েছি তোমার আদেশমালা।
[১৭৪] প্রভু, আমি বাসনা করি তোমার পরিত্রাণ,
তোমার বিধান, সেই তো আমার সুখ।
[১৭৫] বেঁচে থাকুক আমার প্রাণ, করে যাক তোমার প্রশংসাবাদ,
তোমার সুবিচার সকল আমার সহায়তা করুক।
[১৭৬] হারানো মেষের মত ঘুরে ঘুরে চলি,
তোমার এ দাসের সন্ধান কর,
আমি তো ভুলিনি তোমার আজ্ঞাবলি।

সামসঙ্গীত ১২০

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

সঙ্কটের মাঝে আমি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলাম,
তিনি আমাকে সাড়া দিলেন।
[২] মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ, প্রতারণাময় জিহ্বা থেকে, প্রভু,
উদ্ধার কর আমার প্রাণ।

[৩] হে প্রতারণাময় জিভ, তোমাকে কী দেওয়া হবে?
তিনি আর কী দেবেন তোমায়?
[৪] বীরযোদ্ধার তীক্ষ্ণ তীর,
রোতনকাষ্ঠের অঙ্গার।

[৫] হায়! আমি আজ মেশেক দেশে প্রবাসী আছি,
বসবাস করছি কেদার শিবির-মাঝে।
[৬] বহুদিন ধরেই আমার প্রাণ বসবাস করছে এমন লোকদের সঙ্গে

যারা শান্তি ঘৃণা করে।
৭ আমি ঠিকই বলি শান্তির কথা,
কিন্তু তারা যুদ্ধেরই পক্ষে।

সামসঙ্গীত ১২১

১ *আরোহণ-সঙ্গীত।*

আমি চোখ তুলি গিরিমালার দিকে,
আমার সাহায্য কোথা থেকে আসবে?
২ আমার সাহায্য সেই প্রভু থেকেই আসবে,
আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।

৩ তিনি তোমার পা দেবেন না টলমল হতে,
ঘুমিয়ে পড়বেন না কো তোমার রক্ষক।
৪ দেখ, ঘুমিয়ে পড়বেন না, হবেন না নিদ্রামগ্ন
ইস্রায়েলের রক্ষক।

৫ প্রভুই তোমার রক্ষক, প্রভুই তোমার ছায়া,
তিনি তোমার ডান পাশে দাঁড়ান।
৬ দিনমানের সূর্য কি রাত্রিবেলার চাঁদ,
কিছুই তোমায় আঘাত করবে না।

৭ প্রভু যত অনিষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন,
রক্ষা করবেন তোমার প্রাণ।
৮ প্রভু তোমার গমনাগমন রক্ষা করবেন
এখন থেকে চিরকাল ধরে।

সামসঙ্গীত ১২২

১ *আরোহণ-সঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

আমি আনন্দ পেলাম ওরা যখন আমাকে বলল,
'এসো, চলি প্রভুর গৃহে!'
২ এখন এসে থেমেছে আমাদের চরণ
তোমার তোরণদ্বারে, হে যেরুসালেম।

৩ যেরুসালেম দৃঢ়সংবদ্ধ নগরীর মতই গড়া,
৪ সেইখানে উঠে আসে গোষ্ঠীসকল, প্রভুরই গোষ্ঠীসকল—
ইস্রায়েলের বিধি তো তারা করবে প্রভুর নামের স্তুতি,
৫ সেইখানে যে অধিষ্ঠিত আছে বিচারাসনগুলি,
দাউদকুলের সিংহাসনগুলি।

৬ যেরুসালেমের জন্য তোমরা শান্তি যাচনা কর!
যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের সমৃদ্ধি হোক;
৭ শান্তি হোক তোমার প্রাচীর-মাঝে,
তোমার দুর্গশ্রেণীর মাঝে সমৃদ্ধি হোক!

৮ আমার ভাই ও বন্ধুদের খাতিরে
আমি বলব, 'তোমাতেই বিরাজ করুক শান্তি!'
৯ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহের খাতিরে
আমি তোমার মঙ্গল অন্বেষণ করব।

সামসঙ্গীত ১২৩

১ *আরোহণ-সঙ্গীত।*

আমি চোখ তুলি তোমার দিকে,
তুমি যে স্বর্গে আসীন।

২ দেখ, দাসদের চোখ যেমন গৃহকর্তার হাতের দিকে,
দাসীর চোখ যেমন গৃহিণীর হাতের দিকে,
তেমনি আমাদের চোখ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে,
তিনি যেন আমাদের দয়া করেন।

৩ আমাদের দয়া কর, প্রভু, আমাদের দয়া কর!
আমরা যে বিদ্রূপে অত্যন্ত পরিপূর্ণ।
৪ সত্যি, আমাদের প্রাণ অত্যন্ত পরিপূর্ণ:
আত্মতৃপ্ত মানুষেরা আমাদের অবিরতই উপহাস করে।
অহঙ্কারীরাই বিদ্রূপের যোগ্য!

সামসঙ্গীত ১২৪

১ *আরোহণ-সঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

প্রভু যদি আমাদের পক্ষে না থাকতেন,
—ইস্রায়েল একথা বলুক—
২ যখন মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে উঠেছিল,
প্রভু যদি আমাদের পক্ষে না থাকতেন,
৩ তখন ওরা ওদের উত্তপ্ত ক্রোধে
আমাদের জিয়ন্তই গ্রাস করত;
৪ তখন জলরাশি আমাদের বয়ে নিয়ে যেত,
খরস্রোত আমাদের উপর দিয়ে ছুটে চলে যেত,
৫ আমাদের উপর দিয়ে

ছুটে চলে যেত উন্মত্ত জল।

[৬] ধন্য প্রভু!
তিনি আমাদের হতে দেননি ওদের দাঁতের শিকার;
[৭] ব্যাধের ফাঁদ থেকে পাখির মতই
পালিয়েছে আমাদের প্রাণ:
ফাঁদ ভেঙেছে—পালিয়েছি আমরা।

[৮] আমাদের সহায়তা সেই প্রভুর নামে,
আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।

সামসঙ্গীত ১২৫

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

যারা প্রভুতে ভরসা রাখে, তারা সিয়োন পর্বতের মত—
তা তো টলে না, স্থিতমূল থাকে চিরকাল।
[২] গিরিমালা যেরুসালেমকে ঘিরে রাখে,
প্রভুও তাঁর আপন জাতিকে ঘিরে থাকেন
এখন থেকে চিরকাল ধরে।

[৩] দুর্জনের প্রভাবদণ্ড তিনি থাকতে দেবেন না
ধার্মিকদের সম্পদের উপর,
ধার্মিকেরাও পাছে অন্যায়ের দিকে বাড়ায় হাত।

[৪] সৎমানুষের মঙ্গল কর, প্রভু,
সরলহৃদয় মানুষের মঙ্গল কর।
[৫] কিন্তু যারা বাঁকা পথে চলে,
প্রভু অপকর্মাদেরই সঙ্গে তাদের একত্রিত করুন।

ইস্রায়েলের উপর শান্তি বিরাজ করুক।

সামসঙ্গীত ১২৬

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

প্রভু যখন সিয়োনের বন্দিদের ফিরিয়ে আনলেন,
আমরা তখন যেন স্বপ্নই দেখি!
[২] তখন আমাদের মুখ হাসিতে মুখর,
আমাদের জিহ্বা আনন্দচিৎকারে পূর্ণ।
তখন বিজাতিদের মধ্যে একথা চলত,
'তাদের জন্য কী মহা মহা কাজ না করেছেন প্রভু!'

[৩] আমাদের জন্য মহা মহা কাজ সাধন করেছেন প্রভু,
আমরা আনন্দিত।
[৪] আমাদের বন্দিদের ফিরিয়ে আন, প্রভু,
তাদের ফিরিয়ে আন নেগেব প্রান্তরে খরস্রোতের মত।

[৫] যে অশ্রুর মধ্যে বীজ বোনে,
সানন্দে চিৎকার করতে করতেই সে ফসল সংগ্রহ করবে।
[৬] সে যায়, কাঁদতে কাঁদতে সে চলে যায়,
সঙ্গে নিয়ে যায় বপনের বীজ;
সে আসে, সানন্দে চিৎকার করতে করতেই সে ফিরে আসে,
সঙ্গে নিয়ে আসে ফসলের আটি।

সামসঙ্গীত ১২৭

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত। সলোমনের রচনা।*

প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে
বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে।
প্রভু নিজেই নগরটি প্রহরা না দিলে
বৃথাই প্রহরী জাগ্রত থাকে।

[২] বৃথাই এত সকালে ওঠ, এত বিলম্বে শুতে যাও,
তোমরা তো শ্রমের অন্ন খাবে!
তারা যখন ঘুমিয়ে আছে,
তখনই প্রভু তাঁর প্রীতিভাজনদের সবকিছু দেন।

[৩] দেখ! পুত্রসন্তানেরা প্রভুর দেওয়া সম্পদ যেন,
গর্ভের ফল তাঁর পুরস্কার।
[৪] যৌবনকালের পুত্রসন্তানেরা
যোদ্ধার হাতে তীরগুলি যেন।

[৫] সেই তীরে ভরা যার তূণ, সুখী সেই মানুষ;
নগরদ্বারে শত্রুদের সঙ্গে বিবাদ ক'রে
সে লজ্জায় পড়বেই না।

সামসঙ্গীত ১২৮

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

সুখী সেই সকলে, যারা প্রভুকে করে ভয়,
যারা তাঁর সমস্ত পথে চলে।

২ তুমি খাবে তোমার দু'হাতের শ্রমফলে,
তোমার হবে সুখ, হবে মঙ্গল।
৩ তোমার বধূ উর্বরা আঙুরলতার মত
তোমার গৃহের অন্তঃপুরে ;
তোমার পুত্রেরা জলপাই-চারার মত
তোমার ভোজনপাট ঘিরে।
৪ যে প্রভুকে করে ভয়,
তেমন আশিসেই ধন্য হবে সেই মানুষ।

৫ প্রভু সিয়োন থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করুন ;
তুমি যেন যেরুসালেমের মঙ্গল দেখতে পাও
তোমার জীবনের সমস্ত দিন ;
৬ তুমি যেন তোমার সন্তানদের সন্তানসন্ততিদের দেখতে পাও।

ইস্রায়েলের উপর শান্তি বিরাজ করুক।

সামসঙ্গীত ১২৯

১ *আরোহণ-সঙ্গীত।*

আমার যৌবনকাল থেকে ওরা কতবারই না নির্যাতন করেছে আমায়,
ইস্রায়েল একথা বলুক,
২ আমার যৌবনকাল থেকে ওরা কতবারই না নির্যাতন করেছে আমায়,
তবুও আমার উপর করতে পারেনি জয়লাভ।

৩ আমার পিঠে কৃষকেরা চালিয়েছে লাঙল,
রচনা করেছে সুদীর্ঘ গভীর রেখা।
৪ প্রভু ধর্মময়,
তিনি ছিঁড়ে দিলেন দুর্জনদের দড়ি।

৫ যারা সিয়োন ঘৃণা করে,
তারা সবাই লজ্জায় পিছু হটে যাক।
৬ তারা হবে ছাদের উপরে সেই ঘাসের মত,
উচ্ছিন্ন হবার আগে যা শুকিয়ে যায় ;
৭ সেই ঘাস ভরাতে পারে না কো শস্যকাটিয়ের মুষ্টি,
ভরাতে পারে না কো যে আটি বাঁধে তার কোল।

৮ তাদের উদ্দেশ ক'রে পথচারীরা কেউই বলে না,
'প্রভুর আশিস তোমাদের উপর বিরাজ করুক।'

প্রভুর নামে আমরাই তোমাদের আশীর্বাদ করি।

সামসঙ্গীত ১৩০

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

গভীর তলদেশ থেকে আমি চিৎকার করে তোমাকে ডাকছি, প্রভু,
[২] শোন গো প্রভু আমার কণ্ঠস্বর।
আমার এ মিনতির কণ্ঠের প্রতি
তোমার কান মনোযোগী হোক।

[৩] প্রভু, তুমি যদি লক্ষ কর সমস্ত অপরাধ,
কেইবা পারবে দাঁড়াতে, ওগো প্রভু?
[৪] তোমার কাছে কিন্তু আছে ক্ষমা,
মানুষ যেন তোমাকে ভয় করতে পারে।

[৫] প্রভু, আমি আশা রাখি;
আমার প্রাণ আশা রাখে;
আমি তাঁর বাণীর প্রত্যাশায় আছি।
[৬] প্রহরীরা যেমন উষার জন্য,
প্রহরীরা যেমন উষার জন্য,
তাদের চেয়ে প্রভুর জন্য অধিক ব্যাকুল আমার প্রাণ।

[৭] ইস্রায়েল, প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক,
কারণ প্রভুর কাছে রয়েছে কৃপা,
তাঁর কাছের মুক্তি মহান।
[৮] তিনি নিজেই ইস্রায়েলকে মুক্ত করবেন
তার সমস্ত অপরাধ থেকে।

সামসঙ্গীত ১৩১

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

প্রভু, আমার হৃদয় গর্বিত নয়,
আমার চোখও উদ্ধত নয়।
বিরাট কোন কিছুর পিছনে,
আমার বোধাতীত আশ্চর্যময় কোন কিছুর পিছনে
যাই না কো আমি।

[২] আমার প্রাণ বরং আমি শান্ত রাখি,
রাখি নিশ্চুপ;
মায়ের কোলে দুধ-ছাড়ানো শিশুর মত,
দুধ-ছাড়ানো তেমন শিশুরই মত আমার প্রাণ।

[৩] ইস্রায়েল, প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক
এখন থেকে চিরকাল ধরে।

সামসঙ্গীত ১৩২

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

প্রভু, দাউদের কথা,
তাঁর সেই দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ কর,
[২] তিনি প্রভুর কাছে কী শপথ করলেন,
যাকোবের সেই শক্তিমানের কাছে কী ব্রত নিলেন—

[৩] 'আমি নিজ বসতবাড়িতে ঢুকব না,
শয্যায় শুতে যাব না;
[৪] ঘুম নামতে দেব না আমার চোখে,
তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে দেব না আমার চোখের পাতা,
[৫] যতক্ষণ না খুঁজে পাই প্রভুর জন্য একটি স্থান,
যাকোবের সেই শক্তিমানের জন্য একটি আবাস।'

[৬] দেখ, এফ্রাথায় আমরা তার কথা শুনলাম,
যায়ারের মাঠে তা খুঁজে পেলাম;
[৭] এসো, তাঁর আবাসে যাই,
তাঁর পাদপীঠে প্রণিপাত করি।

[৮] ওঠ, প্রভু! তোমার সেই বিশ্রামস্থানে এসো,
তুমি ও তোমার প্রতাপের সেই মঞ্জুষা, এসো;
[৯] তোমার যাজকেরা ধর্মময়তায় পরিবৃত হোক,
তোমার ভক্তরা সানন্দে চিৎকার করুক।
[১০] তোমার দাস দাউদের খাতিরে,
ফিরিয়ে দিয়ো না গো তোমার অভিষিক্তজনের মুখ;

[১১] প্রভু দাউদের কাছে শপথ করলেন,
ফিরিয়ে নেবেন না সেই সত্য কথা—
'তোমার ঔরসের এক ফল
আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব।
[১২] তোমার সন্তানেরা যদি আমার সন্ধি পালন করে,
যদি পালন করে আমার নির্দেশ যা তাদের শিখিয়ে দেব,
তাদের পুত্রেরা তবে
তোমার সিংহাসনে বসবে চিরকাল।'

[১৩] কারণ প্রভু সিয়োনকে করেছেন মনোনীত,
তাকেই চেয়েছেন তাঁর আপন বাসস্থান রূপে।
[১৪] 'এইখানে হবে আমার বিশ্রামস্থান চিরকাল ধরে,
এইখানে বাস করব—এই তো বাসনা আমার।

[১৫] আমি তার খাদ্যভাণ্ডার প্রচুর আশিসে ধন্য করব,
তার নিঃস্ব যত মানুষকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করব।
[১৬] তার যাজকদের ত্রাণবসনে পরিবৃত করব,
তার ভক্তরা চিৎকার করতে করতে আনন্দে ফেটে পড়বে।

[১৭] সেখানে আমি দাউদের জন্য অঙ্কুরিত করব প্রতাপ,
আমার অভিষিক্তজনের জন্য জ্বালিয়ে রাখব এক প্রদীপ।
[১৮] তার শত্রুদের আমি লজ্জায় পরিবৃত করব,
তার মাথায় কিন্তু দীপ্তিময় থাকবে তার মুকুট।'

সামসঙ্গীত ১৩৩

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা
কতই না ভাল, কতই না সুন্দর!

[২] যেমন মাথায় সেই উৎকৃষ্ট তেল যা দাড়ি বেয়ে,
আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে,
ঝরে পড়ে তাঁর পোশাকের গলবন্ধনীর উপর,
[৩] তেমনি সেই হার্মোনের শিশির,
যা ঝরে পড়ে সিয়োনের চূড়ায় চূড়ায়।
সেইখানে তো প্রভু জারি করেছেন আশীর্বাদ,
চিরকালীন জীবনদান।

সামসঙ্গীত ১৩৪

[১] *আরোহণ-সঙ্গীত।*

এসো, প্রভুকে বল ধন্য,
তোমরা সবাই যারা প্রভুর সেবক,
তোমরা যারা রাত্রিকালে
থাক প্রভুর গৃহে।
[২] পবিত্রধামের দিকে দু'হাত তুলে
প্রভুকে বল ধন্য।

[৩] সিয়োন থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করুন প্রভু,

আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।

সামসঙ্গীত ১৩৫

[১] আল্লেলুইয়া!

প্রশংসা কর প্রভুর নাম,
তাঁর প্রশংসা কর তোমরা যারা প্রভুর সেবক;
[২] তোমরা যারা থাক প্রভুর গৃহে,
আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের প্রাঙ্গণে।

[৩] প্রভুর প্রশংসা কর—প্রভু যে মঙ্গলময়,
তাঁর নামের উদ্দেশে স্তবগান কর, কারণ তা মনোরম।
[৪] যাকোবকে নিজেরই জন্য বেছে নিয়েছেন প্রভু,
ইস্রায়েলকে বেছে নিয়েছেন নিজস্ব অধিকাররূপে।

[৫] আমি তো জানি, প্রভু মহান,
সব দেবতার ঊর্ধ্বেই আমাদের প্রভু।
[৬] প্রভু যা ইচ্ছা করেন, সেই সবই সাধন করেন,
আকাশে ও পৃথিবীতে, সাগরে ও তার সব অতল দেশে।

[৭] পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তিনি মেঘমালা উঠিয়ে আনেন,
বৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ গড়েন,
তাঁর ভাণ্ডার থেকে বের করে আনেন বাতাস।

[৮] তিনি মিশরের মানুষ কি পশুর
প্রথমজাতদের আঘাত করলেন।
[৯] হে মিশর, তোমার মাঝে, ফারাও ও তার সকল দাসের বিরুদ্ধে,
তিনি পাঠিয়ে দিলেন নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ।

[১০] তিনি আঘাত করলেন বহু দেশ,
শক্তিশালী রাজাদের সংহার করলেন—
[১১] আমোরীয়দের রাজা সিহোন,
বাশানের রাজা ওগ্-কে,
এবং কানানের সকল রাজ্যকে সংহার করলেন।
[১২] ওদের দেশ তিনি দিলেন উত্তরাধিকাররূপে,
তাঁর আপন জাতি ইস্রায়েলের উত্তরাধিকাররূপে।

[১৩] প্রভু, তোমার নাম চিরস্থায়ী,
প্রভু, তোমার স্মৃতি যুগযুগস্থায়ী।
[১৪] প্রভু যে তাঁর আপন জাতির সুবিচার করেন,

তাঁর আপন দাসদের প্রতি তিনি দয়াময়।

১৫ বিজাতীয়দের দেবমূর্তিগুলি রুপো আর সোনা,
মানুষেরই হাতে গড়া :
১৬ মুখ আছে, তবু কিছুই বলে না,
চোখ আছে, তবু দেখে না,
১৭ কান আছে, তবু শোনে না,
মুখেও সেগুলির নিশ্বাস নেই।
১৮ সেগুলির মত হোক তারা, সেগুলি গড়ে যারা,
তারা সকলেই, সেগুলিতে ভরসা রাখে যারা।

১৯ ইস্রায়েলকুল, বল : প্রভু ধন্য ;
আরোনকুল, বল : প্রভু ধন্য ;
২০ লেবিকুল, বল : প্রভু ধন্য ;
প্রভুভীরু সকল, বল : প্রভু ধন্য।

২১ সিয়োন থেকে বলা হোক : প্রভু ধন্য,
তিনি যেরুসালেমে বসবাস করেন।

আল্লেলুইয়া !

সামসঙ্গীত ১৩৬

১ প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
২ দেবতার দেবতাকে জানাও ধন্যবাদ—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
৩ প্রভুর প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

৪ তিনিই মহা আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
৫ সুবুদ্ধির সঙ্গেই নির্মাণ করেছেন আকাশমণ্ডল—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
৬ স্থাপন করেছেন পৃথিবী জলরাশির উপর—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
৭ তিনি নির্মাণ করেছেন মহাবাতি সকল—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
৮ দিবা নিয়ন্ত্রণের জন্য গড়েছেন সূর্য—

তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
৯ রাত্রি নিয়ন্ত্রণের জন্য গড়েছেন চন্দ্র ও তারকারাজি—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

১০ তিনি মিশরের প্রথমজাতদের আঘাত করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
১১ ওদের মধ্য থেকে ইস্রায়েলকে বের করে আনলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
১২ শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতেই তাদের বের করে আনলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
১৩ তিনি লোহিত সাগর দু'ভাগে বিভক্ত করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
১৪ ইস্রায়েলকে পার করালেন তার মাঝখান দিয়ে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
১৫ ফারাও ও তাঁর সেনাদলকে উল্টিয়ে দিলেন লোহিত সাগর-বুকে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

১৬ তিনি তাঁর আপন জাতিকে প্রান্তরে চালনা করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
১৭ মহান রাজাদের আঘাত করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
১৮ প্রতাপশালী রাজাদের সংহার করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
১৯ তিনি আমোরীয়দের রাজা সিহোনকে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
২০ এবং বাশানের রাজা ওগ্-কে সংহার করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

২১ ওদের দেশ তিনি দিলেন উত্তরাধিকাররূপে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
২২ তাঁর আপন দাস ইস্রায়েলকেই তা দিলেন উত্তরাধিকাররূপে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
২৩ আমাদের অবনতির দিনে আমাদের স্মরণ করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
২৪ আমাদের অত্যাচারীদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

২৫ তিনি প্রতিটি প্রাণীকে খাদ্য দান করেন—

তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
[২৬] স্বর্গেশ্বরকে জানাও ধন্যবাদ—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

সামসঙ্গীত ১৩৭

[১] বাবিলনের নদনদী কূলে বসে
আমরা কাঁদছিলাম সিয়োনের কথা স্মরণ ক'রে;
[২] সেখানকার ঝাউগাছে
ঝুলিয়ে রেখেছিলাম আমাদের বীণা।

[৩] আমাদের বন্দি করে এনেছিল যারা,
সেইখানে যে তারা চাইত আমরা গাইব গান;
আমাদের অত্যাচারীরা আনন্দই চাইত—
'আমাদের শোনাও সিয়োনের একটি গান।'

[৪] আমরা কী করে গাইব প্রভুর গান
এ বিদেশী মাটির বুকে?
[৫] ওগো যেরুসালেম, আমি যদি তোমায় ভুলে যাই,
আমার ডান হাতও আমাকে ভুলে যাক!
[৬] আমার জিহ্বা তালুতে লেগে যাক,
আমি যদি স্মরণে না রাখি তোমায়,
যেরুসালেমকে যদি না রাখি
আমার সমস্ত আনন্দের ঊর্ধ্বে।

[৭] স্মরণ কর গো প্রভু এদোম সন্তানদের কথা,
যেরুসালেমের সেই দিনে ওরা বলত:
'ভূমিসাৎ কর!
ভিত সমেত তাকে ভূমিসাৎ কর!'

[৮] হে বিনাশিতা বাবিলন কন্যা,
তুমি যা কিছু করেছ আমাদের প্রতি,
সে-ই সুখী, যে তার যোগ্য প্রতিদান তোমাকে দেবে!

[৯] সে-ই সুখী, যে তোমার শিশুদের ধরে
শৈলের উপরে আছাড় মারবে!

সামসঙ্গীত ১৩৮

[১] *দাউদের রচনা।*

সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি তোমায় জানাই ধন্যবাদ,
ঐশজীবদের সামনে করি তোমার স্তবগান,
[২] তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত,
তোমার কৃপা, তোমার বিশ্বস্ততার জন্য করি তোমার নামের স্তুতি,
তুমি যে তোমার সমস্ত নাম দ্বারা তোমার বচন করেছ মহান।

[৩] যেদিন তোমাকে ডেকেছি তুমি আমায় দিয়েছ সাড়া,
শক্তি উদ্দীপিত করেছ আমার প্রাণে।
[৪] প্রভু, তোমার মুখের সমস্ত কথা শুনে
পৃথিবীর সকল রাজা করেন তোমার স্তুতি।
[৫] তাঁরা গান করেন প্রভুর সমস্ত পথের কথা,
কারণ প্রভুর গৌরব মহান।
[৬] সর্বোচ্চ হয়েও প্রভু অবনমিতকে দেখেন,
কিন্তু দূর থেকে গর্বিতকে চিনতে পারেন।

[৭] আমি যদি সঙ্কট মাঝে চলি,
তুমি তো আমাকে সঞ্জীবিত কর—
আমার শত্রুদের ক্রোধের বিরুদ্ধে তুমি তো বাড়াও হাত,
আমায় ত্রাণ করে তোমার ডান হাত।
[৮] প্রভু আমার জন্য সবকিছুই করবেন ;
প্রভু, তোমার কৃপা চিরস্থায়ী ;
নিজ হাতের কর্মকীর্তি করো না গো পরিত্যাগ।

সামসঙ্গীত ১৩৯

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। দাউদের রচনা। সামসঙ্গীত।*

প্রভু, তুমি তো আমাকে তলিয়ে দেখ, আমাকে জান ;
[২] তুমি তো জান আমি কখন বসি, কখন উঠি,
দূর থেকেই তুমি বুঝতে পার আমার চিন্তাসকল,
[৩] তুমি তো লক্ষ রাখ আমি কখন হাঁটি, কখন শুই,
আমার সকল পথ তোমার কাছে পরিচিত।

[৪] একটা কথা জিহ্বায় আসার আগেই
তুমি, প্রভু, সেই সবই জান ;
[৫] পিছনে সামনে তুমি আমায় ঘিরে রাখ,
আমার উপর রাখ তোমার হাত।
[৬] আমার কাছে তেমন জ্ঞান অপরূপ,

এত উঁচু যে আমি তার নাগাল পাই না।

৭ তোমার আত্মা থেকে আমি দূরে কোথায় বা যাব?
তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় বা পালাতে পারব?
৮ স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ;
পাতালে যদি শয্যা পাতি, দেখ, সেখানেও তুমি আছ।
৯ যদি উষার পাখায় ভর ক'রে
আমি সমুদ্রের অতীতে বসবাস করি,
১০ সেখানেও তোমার হাত আমায় চালিত করে,
সেখানেও তোমার ডান হাত আমায় ধরে রাখে।

১১ আমি যদি বলি: 'আমায় ঢেকে রাখুক অন্ধকার,
আমার চারদিকে আলো হোক রাত,'
১২ তোমার কাছে কিন্তু অন্ধকারও অন্ধকারময় নয়,
রাত দিনেরই মত আলোময়:
যেমন অন্ধকার তেমন আলো।

১৩ তুমিই গঠন করেছ আমার অন্ত্ররাজি,
তুমিই আমায় বুনে বুনে গড়েছ আমার মাতৃগর্ভে।
১৪ আমি তোমার স্তুতি করি, তুমি যে ভয়ঙ্করভাবেই আমাকে করেছ অপরূপ:
তোমার সমস্ত কর্মকীর্তিই অপরূপ,
তা ভাল করে জানে আমার প্রাণ।

১৫ আমি যখন গোপনে হচ্ছিলাম সংগঠিত,
পৃথিবীর গভীরে যখন হচ্ছিল এ দেহের বয়ন,
তখন তোমার কাছে আমার হাড়গুলি ছিল না লুক্কায়িত।
১৬ তোমার চোখ দেখেইছে আমার অগঠিত ভ্রূণ;
সবকিছুই লেখা ছিল তোমার গ্রন্থে;
নিরূপিত ছিল আমার আয়ুষ্কাল,
যদিও তখনও শুরু হয়নি একটিও দিন।

১৭ তোমার ভাবনা-চিন্তা আমার পক্ষে কতই না জ্ঞানের অতীত,
হে ঈশ্বর, সেগুলির সংখ্যা কতই না অগণন;
১৮ যদি গুনে দেখি, তবে সেগুলির সংখ্যা বালুকা-কণার চেয়ে বেশি,
যখন শেষ করি, তখনও তোমারই সঙ্গে আছি।

১৯ পরমেশ্বর যদি দুর্জনদের সংহার করতেন!
আমা থেকে দূরে যাও তোমরা, রক্তলোভী মানুষ!
২০ ওরা ফন্দি খাটিয়েই তোমার বিরুদ্ধে কথা বলে,

প্রতারণা ক'রে তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

[২১] যারা তোমাকে ঘৃণা করে, প্রভু, আমি কি ঘৃণা করি না তাদের?
যারা তোমার বিরুদ্ধে ওঠে, আমি কি অতিষ্ঠ নই তাদের নিয়ে?
[২২] আমি তাদের ঘৃণা করি চরম ঘৃণায়,
আমার নিজেরই শত্রু বলে তাদের গণ্য করি।

[২৩] আমায় তলিয়ে দেখ গো ঈশ্বর, জেনে নাও আমার অন্তর,
আমায় পরীক্ষা কর, জেনে নাও আমার চিন্তাসকল।
[২৪] দেখ আমি চলি কিনা অধর্ম পথে,
আমায় চালনা কর সনাতন পথে।

সামসঙ্গীত ১৪০

[১] *গানবাজনার পরিচালকের জন্য। সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

[২] প্রভু, অপকর্মার হাত থেকে আমাকে নিস্তার কর,
হিংসাপন্থী মানুষের হাত থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ।
[৩] যারা মনে মনে অনিষ্টের কথা ভাবে, তাদের হাত থেকে,
যারা দিনে দিনে যুদ্ধ বাধায়, তাদের হাত থেকে নিরাপদে রাখ।
[৪] ওরা জিহ্বা সাপেরই জিহ্বার মত তীক্ষ্ণ করে,
ঠোঁটের পিছনে কেউটের বিষ। *বিরাম*

[৫] প্রভু, দুর্জনের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর,
হিংসাপন্থী মানুষের হাত থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ;
ওরা ভাবে কি করে আমার পায়ে ধাক্কা দেবে,
[৬] গর্বিতের দল আমার জন্য পাতে গোপন ফাঁদ,
বাঁধন বিছিয়ে দেয় জালের মতন,
আমার পথে রাখে ফাঁস। *বিরাম*

[৭] আমি প্রভুকে বলি: তুমিই আমার ঈশ্বর,
শোন গো প্রভু আমার মিনতির কণ্ঠ।
[৮] ওগো পরমেশ্বর প্রভু, ওগো ত্রাণশক্তি আমার,
সংগ্রামের দিনে আমার মাথা লুকিয়ে রাখ।
[৯] ওগো প্রভু, দুর্জনের বাসনা মঞ্জুর করো না,
ওগো পরাৎপর, ওর ষড়যন্ত্র সফল হতে দিয়ো না। *বিরাম*

[১০] আমাকে ঘিরে ধরেছে যারা,
ওদের ঠোঁটের শঠতা মাথা পর্যন্তই ওদের ঢেকে দিক।
[১১] ওদের উপর বর্ষিত হোক জ্বলন্ত অঙ্গার,
সেই গহ্বরে তিনি ওদের লুটিয়ে দিন, ওরা যেন আর কখনও না উঠতে পারে।

[১২] নিন্দুক যেন এ পৃথিবীতে কোথাও স্থির থাকতে না পারে,
অনিষ্ট যেন হিংসাপন্থীকে তাড়না দেয় সর্বনাশের দিকে।

[১৩] আমি জানি—প্রভু দীনহীনের পক্ষই সমর্থন করেন,
নিঃস্বদের সুবিচার নিষ্পন্ন করেন।
[১৪] হ্যাঁ, ধার্মিকেরাই করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে।

সামসঙ্গীত ১৪১

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

প্রভু, তোমায় ডাকছি, আমার কাছে শীঘ্রই এসো।
আমি তোমায় ডাকলেই শোন গো আমার কণ্ঠস্বর।
[২] আমার এ প্রার্থনা তোমার সম্মুখে হয় যেন ধূপের মত,
আমার উত্তোলিত দু'হাত হোক সান্ধ্য অর্ঘ্য যেন।

[৩] প্রভু, বসাও প্রহরী আমার মুখে,
রক্ষা কর আমার ঠোঁটের দ্বার।
[৪] আমার হৃদয় অন্যায়ের দিকে নত হতে দিয়ো না,
দিয়ো না অপকর্মাদের সঙ্গে করতে অধর্মের কোন কাজ,
ওদের সুখাদ্য আমি যেন না স্পর্শ করি।

[৫] ধার্মিকজন আমায় আঘাত করুক,
ভক্তজন আমায় তিরস্কার করুক,
কিন্তু আমার মাথা কখনও মাখা হবে না দুর্জনদের তেলে;
ওদের অপকর্মের মধ্যেও আমার প্রার্থনা নিত্যই থাকবে!

[৬] ওদের নেতাদের ফেলে দেওয়া হোক শৈলের হাতে;
আর তখন শুনুক ওরা, আমার কথা কত মধুর!
[৭] যেমন মাটি ফেটে টুকরো টুকরো হয়,
তেমনি ওদের হাড় ছড়িয়ে দেওয়া হোক পাতালের মুখে!

[৮] প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তোমারই প্রতি নিবদ্ধ আমার চোখ,
তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি—অরক্ষিত রেখো না গো আমার প্রাণ।
[৯] আমার জন্য পাতা ফাঁদ থেকে আমায় রক্ষা কর,
অপকর্মাদের জাল থেকে রক্ষা কর।
[১০] দুর্জনেরা পড়ে যাক নিজেদের জালে,
আমি সেই সব পার হয়ে যাব।

সামসঙ্গীত ১৪২

[১] *মাস্কিল। দাউদের রচনা। সেসময়ে তিনি গুহার মধ্যে ছিলেন। প্রার্থনা।*

[২] চিৎকার করেই আমি প্রভুকে ডাকি,
চিৎকার করেই প্রভুর কাছে দয়া ভিক্ষা করি।
[৩] তাঁর সম্মুখে উজাড় করে দিই ভাবনা আমার,
তাঁর সম্মুখে খুলে বলি আমার সঙ্কটের কথা।

[৪] যখন আমার মধ্যে আত্মা মূর্ছাতুর,
তখন তুমিই জান আমার পথ;
আমি যে পথে চলি,
সেইখানে ওরা আমার জন্য পেতেছে গোপন ফাঁদ।

[৫] আমার ডান দিকে চেয়ে দেখ,
কেউই আমাকে চিনতে পারে না;
আমার নেই কোন আশ্রয়,
কেউই আমার প্রাণের যত্ন করে না।

[৬] প্রভু, তোমার কাছে চিৎকার করে বলি:
'তুমি আমার আশ্রয়,
আমার অংশ জীবিতের দেশে।'
[৭] শোন গো আমার বিলাপ,
আমি যে নিতান্ত নিরুপায়।
আমার নির্যাতকদের হাত থেকে উদ্ধার কর আমায়,
ওরা যে আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

[৮] কারাবাস থেকে বের করে আন আমার প্রাণ,
আমি যেন করতে পারি তোমার নামের স্তুতি।
ধার্মিকেরা আমায় ঘিরে রাখবে,
কারণ তুমি করবে আমার উপকার।

সামসঙ্গীত ১৪৩

[১] *সামসঙ্গীত। দাউদের রচনা।*

শোন, প্রভু, আমার প্রার্থনা;
আমার মিনতি কান পেতে শোন;
তোমার বিশ্বস্ততা, তোমার ধর্মময়তায় আমাকে সাড়া দাও।
[২] তোমার এ দাসকে বিচারে দাঁড় করিয়ো না;
তোমার সম্মুখে জীবিত কেউই যে ধর্মময় নয়!

[৩] শত্রু ধাওয়া করে আমার প্রাণ,
মাটিতে পিষে মারে আমার জীবন,
বহুদিন আগের সেই মৃতদের মত আমাকে অন্ধকারে বসিয়ে রাখে।

[৪] তাই আমার মধ্যে আত্মা মূর্ছাতুর,
বুকে হৃদয় অবসন্ন।
[৫] অতীত দিনগুলি মনে ক'রে
তোমার সকল কাজের কথা ভাবি,
তোমার হাতের কর্মকাণ্ডের কথা করি অনুধ্যান।
[৬] তোমার দিকে বাড়াচ্ছি হাত,
তোমার জন্য শুষ্ক ভূমির মতই তৃষিত আমার প্রাণ। *বিরাম*

[৭] শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও, প্রভু,
আমার আত্মা যে নিঃশেষিত;
আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ,
নইলে তাদেরই মত হব যারা সেই গহ্বরে নেমে যায়।

[৮] প্রভাতে আমাকে শোনাও তোমার কৃপার কথা,
তোমাতেই যে ভরসা রাখি।
আমাকে শেখাও চলার পথ,
তোমার প্রতি যে তুলে ধরি আমার প্রাণ।

[৯] আমার শত্রুদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর, প্রভু,
তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।
[১০] আমাকে শেখাও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে,
তুমিই তো আমার পরমেশ্বর,
তোমার মঙ্গলময় আত্মা আমাকে চালনা করুন সমতল পথে।

[১১] তোমার নামের দোহাই, প্রভু, আমাকে সঞ্জীবিত কর,
তোমার ধর্মময়তায় এ সঙ্কট থেকে আমাকে বের করে আন।
[১২] তোমার কৃপায় আমার শত্রুদের স্তব্ধ করে দাও;
আমার সকল অত্যাচারীর বিলোপ ঘটাও,
আমি যে তোমার দাস!

সামসঙ্গীত ১৪৪

[১] *দাউদের রচনা।*

ধন্য প্রভু, আমার শৈল,
তিনি আমার হাত যুদ্ধকুশল,
আমার আঙুল রণনিপুণ করে তোলেন;
[২] তিনি আমার কৃপাসিন্ধু, আমার গিরিদুর্গ,
আমার দুর্গ, আমার মুক্তিদাতা,

তিনি আমার সেই ঢাল যার কাছে নিয়েছি আশ্রয়,
তিনি যত জাতিকে আমার অধীনে আনেন।

[৩] প্রভু, মানুষ কী যে তুমি তার যত্ন নাও?
কীইবা মানবসন্তান যে তুমি তার জন্য চিন্তা কর?
[৪] মানুষ—সে তো ফুৎকারই মাত্র,
তার আয়ুষ্কাল ছায়ার মতই চলে যায়।

[৫] প্রভু, তোমার আকাশ নত করে নেমে এসো,
পর্বতমালা স্পর্শ কর, পর্বতচূড়ায় ঘটবে ধূমের উদ্গিরণ।
[৬] বিদ্যুৎ হান, বিদ্যুৎ শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দিক,
তীর ছুড়ে ছুড়ে ওদের বিহ্বল করে ফেল।
[৭] ঊর্ধ্ব থেকে হাত বাড়িয়ে বাঁচাও আমায়,
আমাকে উদ্ধার কর বিপুল জলরাশি থেকে,
সেই বিদেশীদের হাত থেকে,
[৮] যাদের মুখ অসত্যবাদী,
যাদের ডান হাত মিথ্যার হাত।

[৯] হে পরমেশ্বর, তোমার উদ্দেশে আমি গাইব নতুন গান,
তোমার উদ্দেশে বাজাব দশতন্ত্রী বীণা;
[১০] তুমি তো রাজাদের বিজয়ী কর,
তোমার দাস দাউদকে মুক্ত কর।

খড়্গের মারণ-আঘাত থেকে বাঁচাও আমায়,
[১১] আমাকে উদ্ধার কর সেই বিদেশীদের হাত থেকে,
যাদের মুখ অসত্যবাদী,
যাদের ডান হাত মিথ্যার হাত।

[১২] আমাদের পুত্রেরা হোক
তরুণ বয়সে বেড়ে ওঠা গাছের মত,
আমাদের কন্যারা হোক
মন্দির নির্মাণকাজে খোদাই করা স্তম্ভের মত।

[১৩] আমাদের শস্যভাণ্ডার হোক পরিপূর্ণ,
সব ধরনের ফসলে উপচে পড়ুক।
হাজার হাজার হোক আমাদের মেষ,
মাঠে মাঠে অসংখ্যই হোক,
[১৪] আমাদের বলদগুলি ভারী, হৃষ্টপুষ্ট হোক;
কোন দুর্ঘটনা, কোন নির্বাসন যেন না হয়,

পথে-ঘাটে কোন হাহাকার যেন না শোনা যায়।

[১৫] সুখী সেই জাতি, যার জন্য এসব কিছু বাস্তব,
সুখী সেই জাতি, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর।

সামসঙ্গীত ১৪৫

[১] *প্রশংসাগান। দাউদের রচনা।*

আলেফ ওগো আমার পরমেশ্বর, ওগো রাজন্,
আমি তোমার বন্দনা করব,
ধন্য করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।

বেথ [২] প্রতিদিন তোমাকে বলব ধন্য,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।

গিমেল[৩] প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়,
তাঁর মহত্ত্ব পরিমাপের অতীত।

দালেথ[৪] একটি যুগ আর একটি যুগের মানুষকে শোনাবে তোমার কর্মের মহিমাকীর্তন,
ঘোষণা করবে তোমার পরাক্রান্ত শত কাজ।

হে [৫] তারা প্রচার করবে তোমার মহিমময় গৌরবের প্রভা,
আর আমি ধ্যান করব তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।

বাউ [৬] তারা বলে যাবে তোমার ভয়ঙ্কর মহাশক্তি,
আর আমি বর্ণনা করব তোমার মহত্ত্বের গুণ।

জাইন [৭] তারা প্রকাশ করবে তোমার অপার মঙ্গলময়তার স্মৃতি,
তোমার ধর্মময়তার জন্য জাগিয়ে তুলবে আনন্দচিৎকার।

হেথ [৮] প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল,
ক্রোধে ধীর, কৃপায় মহান।

টেথ [৯] প্রভু সকলের প্রতি মঙ্গলময়,
তাঁর স্নেহ তাঁর সকল কাজে বিরাজিত।

ইয়োধ[১০] প্রভু, তোমার সকল কাজ করবে তোমার স্তুতি;
তোমার ভক্তরা তোমাকে বলবে ধন্য।

কাফ [১১] তারা বলে যাবে তোমার রাজ্যের গৌরব,
প্রচার করবে তোমার পরাক্রম।

লামেধ[১২] আদমসন্তানদের কাছে তারা জানাবে তোমার পরাক্রান্ত কীর্তির কথা,
জানাবে তোমার রাজ্যের মহিমময় গৌরব।

মেম [১৩] তোমার রাজ্য সর্বকালীন রাজ্য,
তোমার শাসন সর্বযুগস্থায়ী।

(নুন) প্রভু সকল বাণীতে বিশ্বাসযোগ্য,
সকল কাজে কৃপাময়।

সামেখ[১৪] যারা পতনোন্মুখ, প্রভু তাদের সকলকে ধরে রাখেন,
যারা অবনত, তিনি তাদের সকলকে টেনে তোলেন।

আইন [১৫] সকলের চোখ তোমার দিকে চেয়ে থাকে,
যথাসময়ই তুমি তাদের খাদ্য দান কর।

পে [১৬] তুমি যেই খোল হাত,
যত জীবের বাসনা পূর্ণ কর।

সাধে [১৭] প্রভু সকল পথে ধর্মময়,
সকল কাজে কৃপাময়।

কোফ[১৮] যারা তাঁকে ডাকে, অন্তর দিয়েই তাঁকে ডাকে,
প্রভু তাদের সকলের কাছে কাছেই থাকেন।

রেশ [১৯] যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের বাসনা পূর্ণ করেন,
তাদের চিৎকার শুনেই তাদের পরিত্রাণ করেন।

শিন [২০] যারা তাঁকে ভালবাসে, প্রভু তাদের সকলকে রক্ষা করেন,
কিন্তু সকল দুর্জনকে ধ্বংস করেন।

তাউ [২১] আমার মুখ প্রচার করবে প্রভুর প্রশংসাবাদ,
সর্বপ্রাণীকুল ধন্য করুক তাঁর পবিত্র নাম
চিরদিন চিরকাল।

সামসঙ্গীত ১৪৬

[১] আল্লেলুইয়া!

প্রভুর প্রশংসা কর, আমার প্রাণ!
[২] আমি প্রভুর প্রশংসা করব সারা জীবন ধরে;
আমার পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্তবগান করব
জীবিত থাকব যতদিন।

[৩] তোমরা ভরসা রেখো না ক্ষমতাশালীদের উপর,
আদমসন্তানের উপরেও নয়, তার যে ত্রাণশক্তি নেই।
[৪] তার প্রাণবায়ু বের হলেই সে তো ফিরে যায় মাটিগর্ভে;
সেদিন তার সমস্ত প্রকল্প বিলুপ্ত হয়।

৫ সুখী সেই মানুষ, যার সহায় যাকোবের ঈশ্বর,
যার আশা তার সেই পরমেশ্বর প্রভুর উপর,
৬ আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন যিনি,
যিনি নির্মাণ করলেন সাগর ও তার মধ্যে যা কিছু আছে।

তিনি বিশ্বস্ততা বজায় রাখেন চিরকাল ধরে,
৭ অত্যাচারিতের পক্ষে সুবিচার করেন,
ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করেন,
প্রভু কারারুদ্ধকে মুক্ত করেন।
৮ প্রভু খুলে দেন অন্ধের চোখ,
প্রভু অবনতকে টেনে তোলেন,
প্রভু ধার্মিককে ভালবাসেন,
প্রভু প্রবাসীকে রক্ষা করেন।
৯ তিনি এতিম ও বিধবাকে সুস্থির রাখেন,
কিন্তু বাঁকা করেন দুর্জনের পথ।
প্রভু রাজত্ব করেন চিরকাল ধরে,
১০ হে সিয়োন, তোমার পরমেশ্বর রাজত্ব করেন
যুগে যুগান্তরে।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১৪৭

১ আল্লেলুইয়া!

প্রভুর প্রশংসা কর!
আমাদের পরমেশ্বরের স্তবগান করা সুন্দর,
তাঁর প্রশংসাগান কত মধুর, কত সমীচীন।
২ প্রভু যেরুসালেমকে পুনর্নির্মাণ করেন,
ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের সংগ্রহ করেন,
৩ ভগ্নহৃদয় মানুষকে নিরাময় করেন,
বেঁধে দেন তাদের ক্ষতস্থান।

৪ তিনি তারকারাজির সংখ্যা গুনে রাখেন,
এক একটাকে নাম ধরে ডাকেন।
৫ আমাদের প্রভু মহান, সর্বশক্তিমান,
তাঁর সুবুদ্ধি সীমার অতীত।
৬ প্রভু বিনম্রকে সুস্থির রাখেন,

কিন্তু দুর্জনকে পথের ধুলায় অবনমিত করেন।

৭ প্রভুর উদ্দেশে গাও ধন্যবাদগীতি,
আমাদের পরমেশ্বরের উদ্দেশে সেতারের সুরে গেয়ে ওঠ গান।
৮ তিনি আকাশ মেঘ দিয়ে ঢেকে রাখেন,
পৃথিবীর জন্য বৃষ্টিধারা জমিয়ে রাখেন;
পর্বতে পর্বতে অঙ্কুরিত করেন ঘাস।
৯ পশুপালকে খাদ্য দান করেন,
কাকশিশু ডাকলে তাকেও খাদ্য দান করেন।

১০ অশ্বের তেজে তিনি তো প্রীত নন,
মানুষের দ্রুত চরণেও তাঁর প্রসন্নতা নেই।
১১ যারা তাঁকে ভয় করে, যারা তাঁর কৃপায় আশা রাখে,
তাদেরই প্রতি প্রসন্ন প্রভু।

১২ যেরুসালেম! প্রভুর মহিমাকীর্তন কর;
সিয়োন! তোমার পরমেশ্বরের প্রশংসা কর,
১৩ তিনি যে সুদৃঢ় করেন তোমার নগরদ্বারের অর্গল,
তোমার সন্তানদের আশিসধন্য করেন তোমার অন্তঃস্থলে।
১৪ তোমার চতুঃসীমানায় শান্তি স্থাপন করেন,
সেরা গমের ফসলে তোমাকে পরিতৃপ্ত করেন।

১৫ তিনি এ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন তাঁর বচন,
তাঁর বাণী দ্রুত বেগে ছুটে যায়।
১৬ তিনি তুষার বিছিয়ে দেন গালিচার মত,
ছাইয়ের মত ছড়িয়ে দেন জমাট শিশির।
১৭ তিনি হিমকণা ছুড়ে দেন টুকরো টুকরো নুড়ির মত,
তেমন শীতে কেবা দাঁড়াতে পারে?
১৮ তিনি তাঁর বাণী পাঠিয়ে সেই সব বিগলিত করেন,
তিনি বাতাস বহালে জল প্রবাহিত হয়।

১৯ তিনি তাঁর আপন বাণী ঘোষণা করেন যাকোবের কাছে,
তাঁর সমস্ত বিধি ও সুবিচার ইস্রায়েলের কাছে।
২০ অন্যান্য দেশের জন্য তাই করলেন, এমন নয়,
অন্য কেউ জানতে পারেনি তাঁর সমস্ত সুবিচার।

আল্লেলুইয়া!

১ আল্লেলুইয়া!

প্রভুর প্রশংসা কর স্বর্গলোক থেকে,
তাঁর প্রশংসা কর ঊর্ধ্বলোকে,
২ তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর সকল দূত,
তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর সকল বাহিনী।
৩ তাঁর প্রশংসা কর, সূর্য-চন্দ্র,
তাঁর প্রশংসা কর, উজ্জ্বল সকল তারা।
৪ তাঁর প্রশংসা কর, স্বর্গের স্বর্গ,
তোমরাও, আকাশের ঊর্ধ্বে জলধারা।

৫ প্রভুর নামের প্রশংসা করুক তারা সবাই,
তিনি আজ্ঞা দিতেই তারা যে হল সৃষ্ট।
৬ তিনি তাদের স্থাপন করলেন চিরকালের মত,
এমন বিধি জারি করলেন যা কখনও লোপ পাবে না।

৭ প্রভুর প্রশংসা কর মর্তলোক থেকে,
সমুদ্র-দানব ও সকল অতল,
৮ অগ্নি, শিলাবৃষ্টি ও তুষার, কুয়াশা,
তাঁর বাণীতে বাধ্য ঝঞ্ঝা-বাতাস,
৯ তোমরাও, পাহাড়পর্বত ও সকল উপপর্বত,
ফলবান বৃক্ষ ও সকল এরসগাছ,
১০ জীবজন্তু ও সকল পশুপাল,
সরিসৃপ ও উড়ন্ত পাখির দল,

১১ তোমরাও, পৃথিবীর রাজা ও সকল দেশ,
নেতৃবৃন্দ ও পৃথিবীর সকল অধিপতি,
১২ কুমার-কুমারী সকল,
শিশু-বৃদ্ধ একসঙ্গে সবাই।
১৩ প্রভুর নামের প্রশংসা করুক তারা সবাই,
শুধু যে তাঁরই নাম মহীয়ান,
তাঁর প্রভা মর্তে ও স্বর্গে বিরাজিত।
১৪ তিনি বৃদ্ধি করেছেন তাঁর আপন জাতির শক্তি।
এই তো তাঁর সকল ভক্তের,
তাঁর কাছের জনগণ সেই ইস্রায়েল সন্তানদের প্রশংসাগান।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১৪৯

[১] আল্লেলুইয়া!

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান।
[২] তার আপন নির্মাতাকে নিয়ে ইস্রায়েল আনন্দিত হোক,
তাদের আপন রাজাকে নিয়ে মেতে উঠুক সিয়োন সন্তানসকল।

[৩] নৃত্যের তালে তালে তারা প্রশংসা করুক তাঁর নাম,
খঞ্জনি ও সেতারের সুরে সুরে তাঁর উদ্দেশে করুক স্তবগান।
[৪] প্রভু যে তাঁর আপন জাতিতে প্রসন্ন আছেন,
বিনম্রদের ত্রাণমুকুটেই বিভূষিত করেন।

[৫] ভক্তরা সগৌরবে করুক উল্লাস,
নিজ নিজ শয্যায় জাগিয়ে তুলুক আনন্দচিৎকার,
[৬] তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক ঈশ্বরের বন্দনাগান,
তাদের হাতে থাকুক দুধারী খড়্গ;
[৭] বিজাতিদের উপর যে নিতে হবে প্রতিশোধ,
ভিনজাতিদের শাস্তি দিতে হবে,
[৮] ওদের রাজাদের নিগড়বদ্ধ করতে হবে,
ওদের রাজপুরুষদের লোহার বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে।
[৯] নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী ওদের বিচার করতে হবে—
এই তো তাঁর সকল ভক্তের মহিমা।

আল্লেলুইয়া!

সামসঙ্গীত ১৫০

[১] আল্লেলুইয়া!

ঈশ্বরের প্রশংসা কর তাঁর পবিত্রধামে,
তাঁর প্রশংসা কর তাঁর গগনতলের দৃঢ়দুর্গে;
[২] তাঁর প্রশংসা কর তাঁর পরাক্রান্ত কীর্তিকলাপের জন্য,
তাঁর প্রশংসা কর তাঁর অসীম মহত্ত্বের জন্য।

[৩] তাঁর প্রশংসা কর তূর্যনিনাদের সুরে,
তাঁর প্রশংসা কর সেতার ও বীণার ঝঙ্কার তুলে,
[৪] তাঁর প্রশংসা কর খঞ্জনি ও নৃত্যের তালে তালে,
তাঁর প্রশংসা কর সারেঙ্গী ও বাঁশির তানে তানে।

৫ তাঁর প্রশংসা কর করতালের কলরবে,
তাঁর প্রশংসা কর করতালের জয়নাদে।

৬ সর্বপ্রাণীকুল করুক প্রভুর প্রশংসা।

আল্লেলুইয়া!